তৃতীয় অধ্যায়
ইবাদত

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

❖ **ইবাদত :** ইবাদত আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো চূড়ান্তভাবে দীনতা–হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া। আর ইসলামি পরিভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ–কর্মে আলরাহ তায়ালার বিধি–বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

❖ **সালাত :** সালাত আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো নামায। এর অর্থ দোয়া, ৰমা প্রার্থনা করা ও রহমত (দয়া) কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ৰমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলা হয়।

❖ **সাওম :** সাওম আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো রোযা। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো– সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আলরাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা।

❖ **যাকাত :** যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২·৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

❖ **হজ :** হজ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। হজ এর আভিধানিক অর্থ হলো সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায় আলরাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুলরাহ (আলরাহর ঘর) ও সংশিরষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে।

❖ **ইলম :** ইলম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া, বিদ্যা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা।

❖ **শিৰার্থীর বৈশিষ্ট্য :** যে নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিৰার্থী বলা হয়। একজন প্রকৃতি শিৰার্থীর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

❖ **ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক :** শিৰক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। পিতা–মাতার পরই শিৰকের মর্যাদা। শিৰক পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা–মাতা সন্তানকে জন্ম দিয়ে শুধু লালন–পালন করেন। পৰান্তরে শিশুদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন একজন শিৰক। ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা–পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়।

❖ **শিৰা ও নৈতিকা :** শিৰা জাতির মেরুদণ্ড। শিৰাহীন জাতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো। সঞ্চিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে নিজের জীবনে সফলভাবে প্রয়োগ করাকেই শিৰা বলে। এ শিৰা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে এবং মানব হৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে।

❖ **জিহাদ :** জিহাদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় জান–মাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আলরাহর দীনকে (ইসলামকে) সমুন্নত করাই হলো জিহাদ।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ কোনটি?
ক সালাত খ যাকাত ● সাওম ঘ হজ

২. 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের হাতেই পুঞ্জীভূত না হয়।' অত্র আয়াত কোন বিষয়টি নির্দেশ করে?
ক হজ করা খ দান করা
● যাকাত আদায় ঘ সাহায্য করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বেলাল সাহেব বাংলাদেশ থেকে পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজের সকল বিধি–বিধান সুষ্ঠুভাবে পালন করলেও অসুস্থতার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারেননি।

৩. বেলাল সাহেব হজের কোন বিধানটি পালনে অপারগ হয়েছেন?
ক মুস্তাহাব খ সুন্নত
গ ওয়াজিব ● ফরজ

৪. এমতাবস্থায় বেলাল সাহেবের করণীয় কী?
● পুনরায় হজ করা খ দম প্রদান করা
গ সামর্থ্য থাকলে পুনরায় হজ করা ঘ আলরাহর কাছে ৰমা প্রার্থনা করা

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ইবাদত

জনাব শফিকুর রহমান একজন রিকশা চালক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের বিধি–বিধান মেনে চলেন। কেউ অসুস্থ হলে তার রিকশায় হাসপাতালে নিয়ে যান। একদা রিকশাচালক জনাব শফিকুর রহমান জনৈক যাত্রীর ব্যাগসহ রেখে যাওয়া পাঁচ লৰ টাকা স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিৰকের নিকট জমা দেন। প্রধান শিৰক সাহেব টাকার মালিকের ব্যাগে সংরৰিত ঠিকানার মাধ্যমে টাকাসহ ব্যাগ মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দেন।

ক. হজের ওয়াজিব কয়টি?
খ. ইসলাম শিৰার মূল উদ্দেশ্য কী? বুঝিয়ে লেখ।
গ. প্রধান শিৰক সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন ধরনের ইবাদত পালন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব শফিকুর রহমানের কর্মকাণ্ডগুলো সংশিরষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশেরষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হজের ওয়াজিব ৭টি।

খ ইসলাম শিৰার মূল উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা লাভ। ইসলাম শিৰার মাধ্যমে আমরা আলরাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য শিখতে পারি। কল্যাণমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারি। পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় জানতে পারি। সুতরাং বলা যায়, দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতার দিকনির্দেশনা লাভ করাই ইসলাম শিৰার মূল উদ্দেশ্য।

গ প্রধান শিৰকের কাজের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা মানুষের অধিকার আদায় সম্পর্কিত ইবাদত পালিত হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইবাদত করা। আলরাহর হুকুম ও আদেশ পালন করা এবং নিষেধ মেনে চলা যেমন ইবাদত তেমনি নবি রাসুলের দেখানো পথ অনুযায়ী চলা ও একে অপরের সাথে উত্তম

আচার ব্যবহার করাও ইবাদত। ইবাদতের দুই প্রকারের মধ্যে হাক্কুল ইবাদত হলো বান্দার হক। ইসলামে বান্দার হক তথা মানবাধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে। এ গুরবত্ব উপলব্ধি করে উদ্দীপকের প্রধান শিৰক রিকশাচালক জনাব শফিকুর রহমানের নিকট থেকে জনৈক যাত্রীর ব্যাগসহ পাঁচ লৰ টাকা পেয়ে প্রকৃত মালিকের ঠিকানায় তা পৌঁছে দেন। একজন আদর্শ শিৰক হিসেবে প্রধান শিৰক এ কাজের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আদায় করেছেন। যা একটি ফরজ ইবাদত।

ঘ জনাব শফিকুর রহমানের কর্মকাণ্ডগুলো হাক্কুল ইবাদ বা মানবাধিকারের সাথে সংশিৰষ্ট। আমরা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি। একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দেই। আপদে–বিপদে একে অপরকে সাহায্য–সহযোগিতা করি। পরস্পরের এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। ইসলামে মানবাধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে। এ গুরবত্ব কারণে করে উদ্দীপকের রিকশাচালক জনাব শফিকুর রহমান মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অসুস্থ মানুষকে তার রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাছাড়া জনৈক যাত্রীর ব্যাগসহ রেখে যাওয়া পাঁচ লৰ টাকা স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিৰকের নিকট জমা দিয়ে তিনি সততার পরিচয় দিয়েছেন। আর এর মাধ্যমে তিনি হাক্কুল ইবাদ পালন করেছেন, যা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরবত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবি (স) বলেছেন, "এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন : সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া।" সুতরাং জনাব শফিকুর রহমানের মতো আমাদের সকলকে আলরাহর ইবাদতের পাশাপাশি মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রশ্ন– ২ মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক এবং ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক

সাজ্জাদ ও সাকিব সাহেব দুই বন্ধু। সাজ্জাদ সাহেব একটি পোশাক শিল্পের মালিক। গত রমযানের ঈদে শ্রমিকদের বোনাস দিতে গড়িমসি করায় কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য পেতে একদিন কর্মবিরতি পালন করে। অপরদিকে সাকিব ছাত্রজীবন থেকে পরোপকারী ছিলেন। বর্তমানে তিনি মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে হাসপাতালে কর্মরত আছেন। তিনি হাসপাতালে নিয়মিত উপস্থিত থেকে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেন। একদিন তাঁর স্কুলজীবনের শিৰক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে এলে তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন।

ক. কে আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর?
খ. "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"–হাদিসটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. সাজ্জাদ সাহেবের আচরণে কার আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সাকিব তার শিৰকের যোগ্য উত্তরসূরি'– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিৰক আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর।

খ 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও'– মহানবি (স)–এর এ হাদিসটির মাধ্যমে বোঝা যায়, শ্রমিকের পারিশ্রমিক খুব দ্রবত আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। কেননা শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবন মালিক হতে প্রাপ্ত বেতন–ভাতার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই এৰেত্রে অহেতুক বিলম্ব শ্রমিকের কষ্টের কারণ হতে পারে। যথাসময়ে পারিশ্রমিক পেলে শ্রমিকরা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। আর এটা তাদের অধিকারও বটে।

গ সাজ্জাদ সাহেবের আচরণে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে। কারণ মহানবি (স) শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি শ্রমিকের পারিশ্রমিক খুব দ্রবত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' তাই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। অথচ উদ্দীপকের সাজ্জাদ সাহেব তার পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দিতে গড়িমসি করে, যা ইসলাম অনুমোদন করে না। শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। মালিকরা যাতে শ্রমিকের প্রতি নির্দয় না হয়ে তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক যথাসময়ে প্রদান করে সে ব্যাপারে মহানবি (স) নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুলরাহ (স) বলেছেন, 'মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ কর না।' কিন্তু উদ্দীপকের সাজ্জাদ সাহেব মহানবি (স)–এর এসব নির্দেশ অমান্য করে তার কারখানার শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে অহেতুক বিলম্ব করেছেন, যা মহানবি (স)–এর আদর্শের পরিপন্থী। সুতরাং বলা যায়, সাজ্জাদ সাহেবের আচরণে মহানবি (স)–এর আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ 'সাকিব তার শিৰকের যোগ্য উত্তরসূরি'– উক্তিটি যথার্থ। আমরা জানি, শিৰক হলেন জাতি গঠনের কারিগর। পিতামাতার পরই শিৰকের মর্যাদা। কেননা, শিৰার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন একজন শিৰক। শিৰক তার ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎপথ দেখান। একজন শিৰার্থী তার শিৰক হতে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আদর্শ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। যেমনটি আমরা দেখেছি উদ্দীপকে। ছাত্রজীবন থেকে পরোপকারী সাকিব মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে হাসপাতালে কর্মরত থাকাকালীন অবস্থায় তার স্কুল জীবনের শিৰক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আসলে তিনি দাঁড়িয়ে সম্মান জানান এবং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। শিৰকের প্রতি যথাযথ সম্মান ও কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সাকিব তার পেশার প্রতিও যথেষ্ট আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। সাকিব তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে তার শিৰকের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রমাণ করেছে। ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতাপুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, শিৰকও তেমনি তাঁর ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎপথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অন্যদিকে ছাত্রও তার শিৰক থেকে জ্ঞান ও আদর্শের উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং, 'সাকিব তার শিৰকের যোগ্য উত্তরসূরি' –উক্তিটি যথার্থ।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ইবাদত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ইবাদত আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো চূড়ান্তভাবে দীনতা–হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া। আবদুন (عَبْدٌ) শব্দমূল থেকে ইবাদত (عِبَادَةٌ) শব্দের উৎপত্তি। (عَبْدٌ) আবদুন অর্থ দাস। এখান থেকেই ইবাদত অর্থ–দাসত্ব করা, আনুগত্য করা ইত্যাদি। ব্যাপক অর্থে মহান আলরাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় জীবনের সকল ৰেত্রে তাঁর দাসত্ব বা আনুগত্য করাকে ইবাদত বলে। আর ইসলামি পরিভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ–কর্মে আলরাহ তায়ালার বিধিবিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ হজের সামাজিক গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : হজের সামাজিক গুরবত্ব অপরিসীম।

হজের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত হতে লৰ লৰ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার নানা ভাষা, আকৃতি ও বর্ণের মুসলমান একই পোশাকে একই নিয়মে হজ পালন করে থাকেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করতে পারেন। এতে একদিকে মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় ধর্মীয় কার্যাবলি সুদৃঢ় ও প্রসারিত হয়, অন্যদিকে সারা বিশ্বের মুসলমানরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হবার সুবাদে এক দেশের সামাজিক সমস্যা অবগত হয়ে অন্য দেশ তার সমাধান দিতে পারে। তাছাড়া হজের মধ্য দিয়ে সারাবিশ্বের মুসলমান একটি অখণ্ড ভ্রাতৃসংঘ ও এক উম্মাহ হিসেবে গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক হলো আদর্শিক ও আত্মিক সম্পর্ক। এটি পিতা–পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন এবং তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, শিৰকও তেমনি তার ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎ পথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হন। পরান্তরে ছাত্রও তার শিৰক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হন। পুত্র যেমন

পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিচর্যা করে পিতা হতেও বড় সম্পদশালী হতে পারে, শিক্ষার্থীও তেমনি শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে শিক্ষক হতেও বড় জ্ঞানী হতে পারে। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা)–এর মতে, ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক হলো ভৃত্য–মুনিব সম্পর্ক। তিনি বলেছেন, 'যার কাছে আমি একটি শব্দও শিখেছি আমি তার দাস। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করতে পারেন কিংবা আযাদ করে দিতে পারেন কিংবা ইচ্ছা করলে দাস বানিয়েও রাখতে পারেন। মোটকথা ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক হবে সুন্দর, যেখানে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালোবাসা বিরাজ করবে।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ যাকাত কাকে বলে? যাকাতের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

যাকাতের পরিচয় : 'যাকাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। আর ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

যাকাতের ধর্মীয় প্রভাব :

আলরাহ তায়ালা ধনী মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আন–নূরের ৫৬ নং আয়াতে আলরাহ বলেন, 'তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।' তাই কোনো মুসলমান যাকাত না দিলে সে আর পরিপূর্ণ মুসলমান থাকতে পারে না। আলরাহ বলেন–

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○

অর্থ : যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালও অস্বীকারকারী।

যাকাত অস্বীকার করা আলরাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করার শামিল। আর যাকাত হলো আর্থিক ইবাদত। সুতরাং যাকাত আদায় করা একজন মুসলিমের ইমানি দায়িত্ব।

যাকাতের সামাজিক প্রভাব : যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি মানুষের মাঝে সম্পদের বৈষম্য দূর করে। আলরাহ তায়ালা বলেন :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

অর্থ : 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।' উপরিউক্ত আলোচনায় সু স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাতের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু করে বৈষম্য দূর করে সাম্যের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলাই আমাদের ইমানি দায়িত্ব।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. 'রোজা' কোন ভাষার শব্দ? [স. বো. '১৬]
ক আরবি খ উর্দু গ হিন্দি ● ফার্সি

২. ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ কত প্রকার? [স. বো. '১৬]
● তিন খ পাঁচ গ সাত ঘ দশ

৩. 'কাতিবে ওহি' কতজন? [স. বো. '১৬]
ক ২৫ ● ৪০ গ ৪২ ঘ ৪৫

৪. মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারকে কতভাগে ভাগ করা যায়? [স. বো. '১৬]
ক পাঁচ খ ছয় গ সাত ● আট

৫. যায়েদ এমন একটি ইবাদাত পালন করে যার মাধ্যমে সে গরিব দুঃখী মানুষের ক্ষুধার–যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। উক্ত ইবাদাতটি হলো– [স. বো. '১৬]
ক সালাত ● সাওম গ যাকাত ঘ হজ

৬. "জিন ও মানবজাতিকে আমি (আলরাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"– আয়াতখানা পবিত্র কুরআনের কোন সূরা থেকে নেওয়া হয়েছে? [স. বো. '১৫]
● আয–যারিয়াত খ আল–হাশর
গ আল–জুমুআহ ঘ আল–বায়্যিনাহ

৭. শারীরিক সামর্থ্য থাকার পরও হাসান সাহেব রমযানের রোযা পালন করতে অস্বীকার করেন। তার কাজটি কিরূপ? [স. বো. '১৫]
ক শিরক ● কুফর গ নিফাক ঘ যুলুম

৮. আলরামা ওয়াকি (র)–এর মতে একজন ভালো ছাত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য কোনটি? [স. বো. '১৫]
ক বুঝে শুনে মুখস্থ করা খ লজ্জাশীল ও বিনীত হওয়া
● সকল পাপ কাজ বর্জন করা ঘ পাঠ তৈরি করে শ্রেণিতে যাওয়া

৯. হজের ফরজ কয়টি? [স. বো. '১৫]
● তিন খ চার গ পাঁচ ঘ ছয়

১০. কে দশ বছর রাসুলুলরাহ (স)–এর খেদমত করেছেন? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক হযরত আবু বকর (রা) খ হযরত উমর (রা)
গ হযরত আলি (রা) ● হযরত আনাস (রা)

১১. 'এ মাস সহানুভূতির মাস'– এটি আছে– [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক বুখারি ও মুসলিমে খ তিরমিযিতে
● ইবনে খুযায়মায় ঘ ইবনে হিব্বানে

১২. কোনো মুসলমান যাকাত না দিলে সে আর কী থাকতে পারে না? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
● মুসলমান খ পরিপূর্ণ মুসলমান
গ পরহেজগার ঘ সচ্চরিত্রবান

১৩. ইসলামের কোন রুকন সম্পর্কে কুরআনুল কারিমের এক পূর্ণ সূরা নাজিল হয়েছে? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক সালাত খ সাওম গ যাকাত ● হজ

১৪. 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আলরাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন'– এটি কোন সূরার আয়াত? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
● সূরা আল–মুজাদালা খ সূরা আত–তাওবা
গ সূরা আন–নিসা ঘ সূরা আল–বাকারা

১৫. কারা নবিদের উত্তরাধিকারী– [গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
● আলিমগণ খ শহিদগণ গ শাসকগণ ঘ শিক্ষকগণ

১৬. আলরাহ ও রাসুল (স)–এর নির্দেশিত পথ ও মত অনুসরণ করে মুসলমানদের সকল কার্যই কিসের শামিল? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
ক জিহাদের খ সংগ্রামের
● ইবাদতের ঘ উত্তম আখলাকের

১৭. আলরাহর হক আদায় করতে হলে আমাদের কয়টি কাজ করতে হবে? [খুলনা জিলা স্কুল]
● তিন খ চার গ পাঁচ ঘ ছয়

১৮. দৈনন্দিন জীবনে আলরাহর আদেশ–নিষেধ মেনে চলাকে কী বলে? [কুড়া জিলা স্কুল]
● ইবাদত খ ইমান গ শরিয়ত ঘ ইখলাস

১৯. ইলম কোন ভাষার শব্দ? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক আরবি খ ফারসি গ উর্দু ঘ তামিল

২০. ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি? [নওগাঁ জিলা স্কুল]
ক আট ● পাঁচ গ ছয় ঘ সাত

২১. মানুষের প্রতি হক বা অধিকারকে প্রথমত কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে? [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ক ৭ ● ৮ গ ৯ ঘ ১০

২২. কাদেরকে শ্রদ্ধা করা ইবাদতের শামিল? [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ক বয়োজ্যেষ্ঠ ● শিক্ষক গ আত্মীয় ঘ প্রতিবেশী

২৩. মুসলমানদের জীবনে হজ কতবার ফরজ? [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
● এক খ দুই গ তিন ঘ চার

২৪. রহমত সাহেব যাকাত না দিলে কী ধরনের অপরাধ করবেন? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● গরীবের হক নষ্ট করবেন খ মানবাধিকার লঙ্ঘন করবেন
গ অন্যায় করবেন ঘ কার্পণ্য করবেন

২৫. জাতির মেরুদণ্ড কী? [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
ক অর্থনীতি খ আইনশৃঙ্খলা ● শিক্ষা ঘ চিকিৎসা

২৬. আল্লাহর হক আদায় করতে আমাদের কয়টি কাজ করতে হবে? [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]

ক ২টি খ ১টি গ ৩টি ● ৪টি

২৭. **৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা হজের–** [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
● ফরজ খ ওয়াজিব গ সুন্নাত ঘ মুস্তাহাব

২৮. **জিহাদ কয় প্রকার?** [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

২৯. **কারা ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি?** [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মুমিন খ গাজী ● শহিদ ঘ মুজাহিদ

৩০. **'আলম এ বৎসর ৪০ হাজার টাকা যাকাত দিয়েছে" তার যাকাতযোগ্য মূলধন কত?** [ক্যান্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক ১০০ লক্ষ টাকা খ ১২ লক্ষ টাকা
● ১৬ লক্ষ টাকা ঘ ২০ লক্ষ টাকা

৩১. **'সাওম ঢালস্বরূপ'– কে বলেছেন?** [ক্যান্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক আল্লাহ ● মহানবি
গ আরবি প্রবন্ধ ঘ জ্ঞানীদের কথা

৩২. **কোন ইবাদত প্রতি মুহূর্তে মানুষকে ভুলভ্রান্তির কথা মনে করিয়ে দেয়?** [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]
● সালাত খ সাওম গ যাকাত ঘ হজ

৩৩. **ইসলামে জিহাদের কথা বলা হয়েছে কেন?** [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
ক আদল প্রতিষ্ঠা করার জন্য
খ অত্যাচারীকে দমন করার জন্য
● সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য
ঘ সমাজ থেকে অন্যায় মুছে ফেলার জন্য

৩৪. **"ইন্নাস্ সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকার" এ আয়াত দ্বারা কোন ইবাদতের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে?** [ব্লু–বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
● সালাত খ সাওম গ হজ ঘ যাকাত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫. **কাদের বিরুদ্ধে জিহাদকে 'জিহাদে বাতিনী' বলা হয়?** [স. বো. '১৬]
i. কাফিরদের ii. শয়তানের
iii. কুপ্রবৃত্তির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬. **রফিক একজন আদর্শ শিক্ষার্থী। তার বৈশিষ্ট্য হলো–** [স. বো. '১৬]
i. না বুঝে সবকিছু মুখস্থ করা
ii. সুশৃঙ্খল জীবন–যাপনে অভ্যস্ত হওয়া
iii. জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা পরিহার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭. **পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার পেশা–** [স. বো. '১৬]
i. শিক্ষকতা ii. প্রকৌশলী
iii. ব্যবসা–বাণিজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. **সালাত আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে–** [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. সময়ের গুরুত্ব, শৃঙ্খলাবোধ
ii. নেতার অনুসরণ
iii. নিয়মতান্ত্রিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৯. **কতক্ষণ জিহাদ করতে হবে?** [পাবনা জিলা স্কুল]
i. ফিতনা–ফাসাদ ও অশান্তি চিরতরে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত
ii. দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত
iii. যতক্ষণ ফিতনা–ফাসাদ না হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০. **জিহাদে বাতেনি বলতে বোঝায়–** [বগুড়া জিলা স্কুল]
i. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ii. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ
iii. কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ iii

৪১. **যাকাত দানের উদ্দেশ্য–** [ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
ii. গরিবের অবস্থার পরিবর্তন করা
iii. সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪২. **মুযদালিফায় পড়বে–** [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. মাগরিব ii. এশা
iii. যোহর ও আসর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ iii ঘ i ও iii

৪৩. **ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় না করার কারণে জনাব মিছির আলি–** [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
i. আল্লাহর আইন অমান্য করেছেন
ii. গরিব দুঃখীদের হক নষ্ট করেছেন
iii. নিচের মূলধন ঠিক রেখেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব 'ম' হজ পালন করতে গিয়ে শারীরিক অক্ষমতার কারণে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাঈ (দৌড়ানো) করতে পারেননি।

৪৪. **জনাব 'ম' হজের কোন বিধানটি পালন করেননি?** [স. বো. '১৬]
ক ফরয ● ওয়াজিব গ সুন্নত ঘ মুস্তাহাব

৪৫. **জনাব 'ম' কিভাবে তাঁর কাফফারা দিবেন?**
ক মাথা কামিয়ে খ বিদায় তাওয়াফ করে
গ গরিবদের দান–খয়রাত করে ● দম দিয়ে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৬ ও ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনৈক সাংবাদিক তার পত্রিকায় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখে মানুষকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করছেন। [স. বো. '১৫]

৪৬. **সাংবাদিকের এরূপ প্রচেষ্টা হলো–**
i. জ্ঞানের জিহাদ
ii. লেখনীর জিহাদ
iii. অস্ত্রের জিহাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii

৪৭. **এরূপ প্রচেষ্টার মাধ্যমে উক্ত সাংবাদিক পালন করেছেন–**
● ফরজ খ ওয়াজিব গ সুন্নত ঘ নফল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বর্তমানে বিশ্বের কিছু ক্ষমতাধর রাষ্ট্র তাদের ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রগুলো ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। তারা বিভিন্ন আতঙ্ক সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে। [খুলনা জিলা স্কুল]

৪৮. **রাষ্ট্রগুলোর এ ধরনের আচরণকে বলা যায়–**
ক জিহাদ ● সন্ত্রাসবাদ গ ট্যুরিজম ঘ ফ্যাসিবাদ

৪৯. **তাদের এ ধরনের কাজের উদ্দেশ্য হলো–**
i. ক্ষমতা দখল
ii. সম্পদ অর্জন
iii. নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে এবং ৫০ ও ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গফুর সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। টাকার গরমে তিনি পাশের বাড়ির লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন। [বরিশাল জিলা স্কুল]

৫০. **গফুর সাহেব এ আচরণের মাধ্যমে লঙ্ঘন করেছেন–**
● প্রতিবেশীর অধিকার খ মুসলামনদের অধিকার
গ আলরাহর অধিকার ঘ আত্মীয়দের অধিকার

৫১. **পরকালে গফুর সাহেবের পরিণতি হবে–**
ক জান্নাত খ পুরস্কার
গ আরাফ ● জাহান্নাম

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১ : ইবাদত ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৮৬

At a Glance

- ইবাদত শব্দের অর্থ — আনুগত্য করা।
- আলৱাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা — আলৱাহর হক।
- আলৱাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকারকে বলা হয় — হাক্কুলৱাহ।
- আলৱাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন — ইবাদতের জন্য।
- ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হলো — আলৱাহর সন্তুষ্টি।
- মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার — ৮ প্রকার।
- আলৱাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা — আমাদের কর্তব্য।
- মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও দায়িত্বই হলো — হাক্কুল ইবাদ।
- এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের রয়েছে — ছয়টি অধিকার।
- ইসলামে মানবাধিকারের প্রতি — অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- মানুষ– সামাজিক জীব।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫২. কিসের মাধ্যমে আলৱাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয়? (জ্ঞান)
ক দানের মাধ্যমে ● ইবাদতের মাধ্যমে
গ সদকার মাধ্যমে ঘ সালাম দেওয়ার মাধ্যমে

৫৩. আমরা সবসময় আলৱাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করব কী কারণে? (উচ্চতর দৰতা)
● সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে
খ নামায ফরজ করা হয়েছে বলে
গ বিবেক–বুদ্ধি আছে বলে
ঘ আলৱাহর প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীতে এসেছি বলে

৫৪. মালেক মহান আলৱাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করতে চায়। এজন্য তার কী করা উচিত? (প্রয়োগ)
ক ওযু করা খ দান করা ● ইবাদত করা ঘ তাবলিগ করা

৫৫. কিসের মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে? (জ্ঞান)
● ইবাদতের মধ্যে খ ব্যবসার মধ্যে
গ সাওমের মধ্যে ঘ জিহাদের মধ্যে

৫৬. ইবাদত কী শব্দ? (জ্ঞান)
● আরবি খ ফারসি গ বাংলা ঘ উর্দু

৫৭. জনাব কাইয়ুম দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজকর্মে আলৱাহ তায়ালার বিধিবিধান মেনে চলেন। ইসলামের পরিভাষায় একে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক সহনশীলতা খ নৈতিকতা ● ইবাদত ঘ ভ্রাতৃত্ববোধ

৫৮. ইবাদত বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক নবির বিধান মেনে চলা ● আলৱাহর বিধান মেনে চলা
গ রাসুলের বিধান মেনে চলা ঘ ফেরেশতার বিধান মেনে চলা

৫৯. আমরা কার বান্দা? (জ্ঞান)
ক নবির খ রাসুলের ● আলৱাহর ঘ ফেরেশতার

৬০. জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেন? (অনুধাবন)
ক ফেৎনা ফাসাদ করার জন্য খ শিৰা অর্জনের জন্য
● ইবাদত করার জন্য ঘ ব্যবসা–বাণিজ্য করার জন্য

৬১. জনাব হুমায়ুন সব সময় নিজেকে ইবাদতে ব্যাপৃত রাখেন। তার এ কাজের উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক পিতামাতার সন্তুষ্টি
● আলৱাহর সন্তুষ্টি অর্জন
গ নবি–রাসুলগণের সন্তুষ্টি অর্জন
ঘ সমাজে ভালো–মানুষ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া

৬২. জিয়াদ নিয়মিত ইবাদত করে। কীভাবে ইবাদত করলে তার ইবাদত কবুল হবে? (প্রয়োগ)
● একনিষ্ঠভাবে আলৱাহর জন্য খ একনিষ্ঠভাবে নবির জন্য
গ একনিষ্ঠভাবে ফেরেশতাদের জন্য ঘ সমাজের মানুষের সন্তুষ্টির জন্য

৬৩. যে ইবাদত আলৱাহ কবুল করেন– (অনুধাবন)
ক জাঁকজমক ● একনিষ্ঠ গ অশুদ্ধ ঘ ব্যয়বহুল

৬৪. জনাব করিম আলৱাহর সন্তুষ্টির জন্য সারারাত মসজিদে নফল নামায আদায় করেছেন। তার কাজটি কী? (প্রয়োগ)
● ইবাদত খ তাওয়াক্কুল গ তাওয়া ঘ আকাইদ

৬৫. ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়মকানুন শিৰা দেন কে? (অনুধাবন)
● নবি–রাসুল খ ফেরেশতারা গ শরিয়ত ঘ আখিরাত

৬৬. জনাব হামিদুল হক নিয়মিত আলৱাহর ইবাদত করে থাকেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক রাসুলের সন্তুষ্টি ● আলৱাহর সন্তষ্টি
গ সামাজিক মর্যাদা ঘ পিতামাতার সন্তুষ্টি

৬৭. তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে তা দ্বারা শুনে না; এরা পশুর ন্যায়। বরং অধিক নিকৃষ্ট; তারা অচেতন। এর মর্মার্থ কী? (উচ্চতর দৰতা)
● ইবাদত থেকে বিমুখ খ বিবেক–বুদ্ধি শূন্য
গ চতুষ্পদ জন্তু ঘ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম

৬৮. কারা আলৱাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবে? (জ্ঞান)
● মানুষ খ জিন গ ফেরেশতা ঘ নবি–রাসুলগণ

৬৯. সালাত আদায়ের পর কোথায় ছড়িয়ে পড়তে হয়? (জ্ঞান)
ক আকাশে খ বাতাসে ● জমিনে ঘ পৃথিবীতে

৭০. সূরা জুমুআর কত নং আয়াতে আলৱাহ মানুষকে কাজের সন্ধানে ব্যাপৃত হতে বলেছেন? (জ্ঞান)
ক ৬ খ ৮ ● ১০ ঘ ১২

৭১. ইবাদত কয় প্রকার? (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৭২. আলৱাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে কী বলে? (অনুধাবন)
● হাক্কুলৱাহ খ হাক্কুল ইবাদ গ সালাত ঘ সাওম

৭৩. আরিফুল ইসলাম একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক, কিন্তু নামায–রোযার ব্যাপারে তার মধ্যে উদাসীনতা পরিলৰিত হয়। তিনি কোনটি লঙ্ঘন করেছেন? (প্রয়োগ)
ক বান্দার হক খ সমাজের হক ● আলৱাহর হক ঘ রাষ্ট্রের হক

৭৪. সাওম কোন ধরনের ইবাদত? (অনুধাবন)
● হাক্কুলৱাহ খ হাক্কুল ইবাদ
গ হাক্কুল মুসলিম ঘ হাক্কুল অতান

৭৫. আসমা বেগম এবার হজে গিয়ে নিজেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার এ কাজে– (প্রয়োগ)
ক বান্দার হক আদায় হবে ● আলৱাহর হক আদায় হবে
গ মক্কা শরিফের হক আদায় হবে ঘ কুরবানি করার সওয়াব লেখা হবে

৭৬. হাক্কুল ইবাদের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক আলৱাহর হক ● বান্দার হক
গ মুসলমানদের হক ঘ অমুসলিমদের হক

৭৭. বান্দার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে কী বলে? (অনুধাবন)
● হাক্কুল ইবাদ খ হাক্কুল্লাহ গ দাসত্ব ঘ আলৱাহর হক

৭৮. জয়নাল একজন পরহেজগার ব্যক্তি। কিন্তু সে তাঁর প্রতিবেশীর কোনো খোঁজখবর রাখে না। তার দ্বারা কোনটি লঙ্ঘিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
● বান্দার হক খ আলৱাহর হক গ পিতামাতার হক ঘ রাষ্ট্রের হক

৭৯. লামিয়া সবসময় তার বয়োজ্যেষ্ঠদের সালাম দেয় এবং ক্লাসে অভাবী বন্ধুদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করে। লামিয়ার কাজটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ক আলৱাহ প্রতি হক আদায় ● মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন
গ স্কুলের প্রতি দায়িত্ব পালন ঘ অমুসলিমদের প্রতি কর্তব্য পালন

৮০. রোমান মজলুমকে সাহায্য করে। এতে রোমানের চরিত্রে ইসলামের কোন হকটি প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)
ক হাক্কুলৱাহ ● হাক্কুল ইবাদ
গ আলৱাহর হক ঘ ফেরেশতাদের হক

৮১. নিচের কোনটি হাক্কুল ইবাদ? (জ্ঞান)
ক সাওম পালন করা খ সালাত কায়েম করা
● জানাযায় অংশ নেওয়া ঘ জিহাদ করা

৮২. এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের কয়টি হক রয়েছে? (জ্ঞান)
● ৬ খ ৭ গ ৮ ঘ ৯

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৩. সালাত আদায় করার পর জমিনে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. আলৱাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ব্যাপৃত হবে
ii. কৃষি কাজে মনোনিবেশ করবে
iii. যাতে তোমরা সফলকাম হও
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. মানবাধিকারের লঙ্ঘন– (প্রয়োগ)
i. সালাত আদায় না করা ii. স্ত্রীর অধিকার আদায়ে অনীহা
iii. সন্তান–সন্তুতির হক আদায় না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. ইবাদত অর্থ– (অনুধাবন)
i. বিনয় প্রকাশ করা

ii. নমনীয় হওয়া
iii. সংকল্প করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮৬. হাক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)
i. সালাত কায়েম করা
ii. মজলুমকে সাহায্য করা
iii. হাঁচির জবাব দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮৭. আরিফুর রহমান আলরাহর হক যথাযথভাবে আদায় করছেন। তিনি এ হক আদায় করছেন– (প্রয়োগ)
i. রমযানের রোযা রাখার মাধ্যমে ii. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে
iii. নিয়মিত নামায আদায়ের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৮. জারিফ একজন খাঁটি মুসলমান। সে তার মুসলিম ভাইদের প্রতি হক আদায় করছে। সে এ হক আদায় করছে– (জ্ঞান)
i. জানাযায় অংশ নিয়ে
ii. মজলুমকে সাহায্য করে
iii. মুসলমানদের মহাসম্মেলনে অংশ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮৯. সিদ্দিকুর রহমান আলরাহ ও রাসুল (স)–এর নির্দেশিত পথে চলাফেরা করেন। তিনি যে কাজগুলো যথাযথভাবে করবেন– (প্রয়োগ)
i. নিয়মিত নামায আদায় ii. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার
iii. যেকোনো পন্থায় টাকা উপার্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৯০. মহান আলরাহ মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষ ইবাদত করবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. আলরাহ নির্দেশিত পথে ii. রাসুল (স) নির্দেশিত পথে
iii. হযরত আদম (আ) নির্দেশিত পথে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৯১. ইসলাম সাহেব একজন সামাজিক মানুষ। সুতরাং তার কর্তব্য– (উচ্চতর দৰতা)
i. প্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য করা ii. মসজিদে গিয়ে নামায পড়া
iii. দাওয়াত কবুল করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯২. ইসলাম বান্দার হকের প্রতি বিশেষ গুরবত্ব দিয়েছে। কারণ–(উচ্চতর দৰতা)
i. ইসলাম শান্তির ধর্ম
ii. ইসলাম মানবাধিকারে বিশ্বাস করে
iii. ইসলাম ধনী–গরিবের পার্থক্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাবুল সাহেব একজন ইমানদার ব্যক্তি। তিনি সবসময় বিপদে–আপদে মানুষকে সাহায্য করেন।

৯৩. বাবুল সাহেবের কাজটি কিসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ⓚ হাক্কুলরাহ ● হাক্কুল ইবাদ
ⓖ হাক্কুল ইয়াকিন ⓖ হাক্কুল ওয়ালিদাইন

৯৪. বাবুল সাহেবের এ কাজের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হবে
ii. বান্দার হক আদায় হবে
iii. ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৫ ও ৯৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কামরবল সাহেব একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। টাকার অহংকারে তিনি পাশের বাসার লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন।

৯৫. পরকালে কামরবল সাহেবের পরিণতি হবে– (প্রয়োগ)
● জাহান্নাম ⓖ হাশর ⓖ আরাফ ⓖ জান্নাত

৯৬. কামরবল সাহেব তার আচরণের মাধ্যমে লঙ্ঘন করেছেন– (উচ্চতর দৰতা)
i. প্রতিবেশীর অধিকার ii. হাক্কুল ইবাদ
iii. আত্মীয়ের অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৭ ও ৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনির প্রায়ই রফিকের বিনা অনুমতিতে তার বাগানে প্রবেশ করে ফলফলাদি খেয়ে থাকে। ফলে রফিক মনিরকে বলে, তুমি কি সত্যিকারের মুসলিম?

৯৭. মনির হক নষ্ট করল– (উচ্চতর দৰতা)
i. আলরাহর ii. বান্দার
iii. প্রতিবেশীর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓖ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii

৯৮. "তুমি কি সত্যিকারের মুসলিম"–রফিক মনিরকে একথা বলার কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. অনুমতি ছাড়া বাগানে প্রবেশ করা
ii. বিনা অনুমতিতে ফলফলাদি খাওয়া
iii. প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓖ i ও ii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-২ : সালাত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৮৯

At a Glance

- নামায শব্দের অর্থ — ৰমা প্রার্থনা করা।
- কিয়ামতের দিন মহান আলরাহ সর্বপ্রথম হিসাব নিবেন — সালাতের।
- একজন মুমিনের জন্য সালাতের গুরবত্ব — অপরিসীম।
- ইসলামের স্তম্ভ — ৫টি।
- মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে — সালাত।
- ইমান ও কুফরেরর মধ্যে পার্থক্যকারী — সালাত।
- শরিয়তের অনুমোদিত কারণ ব্যতিত কখনোই ত্যাগ করা যাবে না — সালাত।
- সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় — সালাতের দ্বারা।
- আমাদেরকে সময়ের গুরবত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ শিৰা দেয় — সালাত।
- ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা হলো — ৫ ওয়াক্ত সালাতের নাম।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৯. সালাত কী শব্দ? (জ্ঞান)
● আরবি ⓖ ফারসি ⓖ উর্দু ⓖ হিন্দি

১০০. 'সালাত' এর ফার্সি প্রতিশব্দ কী? (জ্ঞান)
ⓚ রহমত ● নামায ⓖ সাদিক ⓖ তাসবিহ

১০১. ইসলামের কয়টি রবকন? (জ্ঞান)
ⓚ ৩ ⓖ ৪ ● ৫ ⓖ ৬

১০২. সালাত ইসলামের কততম রবকন? (জ্ঞান)
ⓚ ১ম ● ২য় ⓖ ৩য় ⓖ ৪র্থ

১০৩. কোনটি ইসলামের রবকন নয়? (জ্ঞান)
ⓚ সাওম ● জিহাদ ⓖ সালাত ⓖ যাকাত

১০৪. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কিসের হিসাব নেওয়া হবে? (জ্ঞান)
● সালাতের ⓖ সাওমের ⓖ যাকাতের ⓖ হজের

১০৫. সালাত আদায় করা কী? (জ্ঞান)
ⓚ সুন্নত ● ফরজ ⓖ ওয়াজিব ⓖ মুস্তাহাব

১০৬. নিয়মিত সালাত আদায় মানুষকে কোন কাজে সহায়তা করে? (অনুধাবন)
● খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে ⓖ পড়াশুনা করতে
ⓖ সম্পদ উপার্জনে ⓖ সম্মান লাভে

১০৭. আলরাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ জিহাদ ⓖ যাকাত ⓖ হজ ● সালাত

১০৮. মান্নান আলরাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায়। এজন্য তার কী করা উচিত? (প্রয়োগ)
ⓚ যাকাত দেওয়া ● সালাত আদায় করা
ⓖ সাওম পালন করা ⓖ হজ করা

১০৯. সালাত মুমিনের– (অনুধাবন)
ক দোয়া খ বাগান ● মিরাজ ঘ জান্নাত

১১০. জীবন ইমান মজবুত ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে চায়। এজন্য তার কী করা উচিত? (প্রয়োগ)
● সালাত আদায় করা খ জিহাদ করা
গ দান করা ঘ যাকাত দেওয়া

১১১. কিয়ামতের দিন সালাত আমাদের জন্য নূর হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য– (উচ্চতর দৰতা)
ক মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা
● মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করা
গ রৰকুকারীদের সাথে রৰকু করা
ঘ রাগ জেগে সালাত আদায় করা

১১২. মাহিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে। এর ফলাফল কী হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক তার সামাজিক মর্যাদা বাড়বে খ সে নামাযি হিসেবে পরিচিত হবে
গ তার ধন–সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ● তার গুনাহসমূহ দূর হবে

১১৩. সালাত কোন দুটির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী? (প্রয়োগ)
ক ইসলাম ও শিরক খ তাওহিদ ও শিরক
● ইমান ও কুফর ঘ কুফর ও নিফাক

১১৪. ইসলামের কোন রৰকুনটি আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার শিৰা দেয়? (অনুধাবন)
● সালাত খ যাকাত গ সাওম ঘ হজ

১১৫. জামাআতে সালাত আদায় করলে কতগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ক ১৭ ● ২৭ গ ৭০ ঘ ১ লৰ

১১৬. জামাআতে সালাত আদায় করা গুরবত্বপূর্ণ কেন? (অনুধাবন)
ক সালাত ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী বলে
খ জামাআতে সালাত আদায়ে সত্তরগুণ সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে বলে
● জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা আলৱাহর নির্দেশ বলে
ঘ সালাত গুণাহসমূহ দূর করে দেয় বলে

১১৭. 'তোমরা রৰকুকারীদের সাথে রৰকু কর'– একথা দ্বারা আলৱাহ তায়ালা কী বুঝিয়েছেন? (অনুধাবন)
ক সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা
● জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করা
গ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা
ঘ মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা

১১৮. আহমাদ মসজিদে সালাত আদায় করতে গিয়ে জানতে পারল পাশের বাড়ির আমিন অসুস্থ। এটিতে কিসের গুরবত্ব বহন করে? (উচ্চতর দৰতা)
ক জামাআতে সালাতের গুরবত্ব
● জামাআতে সালাতের সামাজিক গুরবত্ব
গ জামাআতে সালাতের পারিবারিক গুরবত্ব
ঘ প্রতিবেশীর অধিকার আদায়

১১৯. জামাআতে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে উঁচু–নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। এর ফলাফল কী? (উচ্চতর দৰতা)
● তাদের মধ্যে সাম্য তৈরি হয় খ আলৱাহর নৈকট্য লাভ সহজ হয়
গ পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় হয় ঘ সামাজিকতা গড়ে ওঠে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২০. জামাআতে সালাতের শিৰা– (উচ্চতর দৰতা)
i. সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ii. সাম্যের সৃষ্টি
iii. বাতিলের বিরবদ্ধে ঐক্যবদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২১. সালাত অর্থ– (অনুধাবন)
i. বিরত থাকা ii. ৰমা প্রার্থনা করা
iii. রহমত কামনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২২. পবিত্র কুরআনে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. সামাজিক সাম্য তৈরি হবে ii. অভাবীদের অভাব দূর হবে
iii. শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. সালাতের অন্যতম সামাজিক গুরবত্ব হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. বৈষম্যের অবসান ii. সাম্যতা সৃষ্টি
iii. বিচৰণতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. জনাব মাহফুজ সাহেব দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। এর ফলে তিনি বিরত থাকবেন– (উচ্চতর দৰতা)
i. খারাপ কাজ থেকে ii. অশরীল কাজ থেকে
iii. অন্যায় কাজ থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৫. সালাত মানুষকে যে ধরনের জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে– (অনুধাবন)
i. শৃঙ্খলাবোধ ii. নিয়মতান্ত্রিক
iii. পরিচ্ছন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৬. সালাতের মাধ্যমে কী হয়? (উচ্চতর দৰতা)
i. আলৱাহর অবাধ্যতা প্রকাশ
ii. আলৱাহর নৈকট্য লাভ
iii. ধনসম্পদ বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. সালাত থেকে শিৰা পাওয়া যায়– (উচ্চতর দৰতা)
i. নেতার অনুসরণের
ii. গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার
iii. সময়ের গুরবত্ব বোঝার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৮ ও ১২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মালেক নবম শ্রেণির ছাত্র। সে জামাআতের সাথে নিয়মিত সালাত আদায় করে। কিন্তু বেলাল সালাত আদায়ের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। সে বলে নামায পড়ে লাভ কী?

১২৮. বেলাল কোনটি অগ্রাহ্য করল? (প্রয়োগ)
ক সামাজিক বিধান খ রাষ্ট্রীয় বিধান
গ সংবিধান ● আলৱাহর বিধান

১২৯. উদ্দীপকের প্রেৰিতে মালেক লাভ করবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. আলৱাহর নৈকট্য ii. অধিক সাওয়াব
iii. অধিক ধনসম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৩ : সাওম ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৯০

At a Glance

- সাওম শব্দের অর্থ — বিরত থাকা।
- সাওম — ঢালস্বরূপ।
- সাওম অস্বীকারকারীকে বলা হয় — কাফির।
- সিয়াম পালনের মাধ্যমে মানুষ অর্জন করে — তাকওয়া।
- সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্য — নৈতিক উৎকর্ষ সাধন।
- সাওম দান করতে উদ্বুদ্ধ কওে — অসহায় ও দরিদ্রকে।
- ধর্মীয় দিক থেকে গুরবত্ব রয়েছে — সাওমের।
- ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সাওম — চতুর্থ।
- সাওম পালনের মাধ্যমে একজন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে– ক্ষুধার যন্ত্রণা।
- সাওমের মাধ্যমে লাভ করা যায় — আলৱাহর নৈকট্য।
- সাওমের প্রতিদান দিবেন স্বয়ং — আলৱাহ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩০. সাওম কী শব্দ? (জ্ঞান)
● আরবি খ ফারসি গ উর্দু ঘ বাংলা

১৩১. সাওম এর ফারসি প্রতিশব্দ কী? (জ্ঞান)
ক ইহসান ● রোযা গ ইকবাল ঘ রহমত

১৩২. 'সাওম' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

● বিরত থাকা (খ) দোয়া (গ) ৰমা প্রার্থনা (ঘ) নৈতিকতা

১৩৩. আরমান রমযান মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে বিরত থাকে। ইসলামি পরিভাষায় আরমানের কাজটিকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

● সাওম (খ) ইমান (গ) সাদকাহ (ঘ) তাকওয়া

১৩৪. 'সাওম' এর সময়কাল– (অনুধাবন)

(ক) সুবহি সাদিক থেকে যোহর নামায পর্যন্ত
(খ) সকাল হতে সূর্য লাল বর্ণ হওয়া পর্যন্ত
● সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত
(ঘ) দিনের শুরব থেকে মাগরিব পর্যন্ত

১৩৫. রমযান মাসে এক মাস সাওম পালন করা কী? (জ্ঞান)

● ফরজ (খ) সুন্নত (গ) নফল (ঘ) ওয়াজিব

১৩৬. সাওম পূর্বের নবি–রাসুলগণের উম্মতের ওপর কী ছিল? (জ্ঞান)

(ক) সুন্নত ● ফরজ (গ) নফল (ঘ) ওয়াজিব

১৩৭. সাওম সাধনার মাধ্যমে বান্দার কী পরীৰা হয়? (অনুধাবন)

● তাকওয়া (খ) জ্ঞান (গ) সততা (ঘ) ধৈর্য

১৩৮. রমযান মাসে সাওম পালনের মাধ্যমে কী অর্জিত হয়? (জ্ঞান)

● তাকওয়া (খ) ইমান (গ) মনোবল (ঘ) ইহসান

১৩৯. আলৱাহভীতি অর্জিত হয় কোন ইবাদতের মাধ্যমে? (অনুধাবন)

(ক) সালাত (খ) যাকাত ● সাওম (ঘ) সহজ

১৪০. রমযানে দিনের বেলায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মানুষ কিছুই পানাহার করে না কেন? (অনুধাবন)

(ক) মানুষের ভয়ে (খ) সময়ের অপচয়
(গ) অর্থের অপচয় ● আলৱাহর ভয়

১৪১. কেবলমাত্র আলৱাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য কোন ইবাদত করা হয়? (অনুধাবন)

● রোজা বা সাওম (খ) দান ও নামায
(গ) হজ ও যাকাত (ঘ) ফেতরা ও কোরবানি

১৪২. কোন ইবাদতে রিয়ার সম্ভাবনা থাকে না? (জ্ঞান)

(ক) সালাত ● সাওম (গ) হজ (ঘ) যাকাত

১৪৩. আলৱাহ তায়ালা রোযা ফরজ করেছেন কেন? (অনুধাবন)

● তাকওয়া অর্জনের জন্য (খ) পুরস্কার লাভের জন্য
(গ) সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য (ঘ) রহমত লাভের জন্য

১৪৪. তাওহিদ মিয়া তাকওয়ায় শীর্ষস্থানে পৌঁছতে চায়। এর জন্য তার কী করা উচিত? (প্রয়োগ)

● সাওম পালন করা (খ) যাকাত দেওয়া
(গ) হজ করা (ঘ) কালিমা পড়া

১৪৫. জনাব মামুন আলৱাহর দেয়া কোন বিধানটির মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে সৰম হবে? (প্রয়োগ)

● রোযা পালন (খ) নামায আদায় (গ) হজ পালন (ঘ) যাকাত আদায়

১৪৬. সাওমের মৌলিক উদ্দেশ্য কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)

● তাকওয়া অর্জন (খ) না খেয়ে থাকা
(গ) শারীরিক ব্যায়াম (ঘ) সম্পদের অপব্যয় না করা

১৪৭. 'সাওম ইমানদারের জন্য ঢালস্বরূ প'–এ উক্তিতে 'ঢাল' বলতে বোঝানো হয়েছে– (প্রয়োগ)

(ক) যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢাল (খ) নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
● আত্মরৰামূলক ব্যবস্থা (ঘ) বিপদ থেকে উদ্ধারের হাতিয়ার

১৪৮. সাওম ইমানদারের জন্য কী স্বরূ প? (জ্ঞান)

● ঢাল (খ) সেতু (গ) চাবি (ঘ) ছায়া

১৪৯. আসসিয়ামুজুন্নাতুন' অর্থ কী? (জ্ঞান)

● সাওম ঢালস্বরূ প (খ) সালাত জান্নাতের চাবি
(গ) যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধ (ঘ) সাওম আমারই জন্য

১৫০. নিচের কোনটি ঢালস্বরূ প? (জ্ঞান)

(ক) সালাত (খ) হজ (গ) যাকাত ● রোযা

১৫১. 'সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূ প' এটি–কোন হাদিস গ্রন্থের কথা? (প্রয়োগ)

(ক) বুখারি (খ) মুসলিম
(গ) তিরমিযি ● বুখারি ও মুসলিম

১৫২. প্রথম রমযানের বিকালে রাহেলার ঘরের দরজায় ভিক্ষুক খাবারের জন্য হাক দিলে রাহেলা তাকে পর্যাপ্ত খাদ্য দিয়ে দেয়। রাহেলার এরূ প করার কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)

● ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারা (খ) ভিক্ষুকের প্রতি মমতা
(গ) ঘরে পর্যাপ্ত খাবার ছিল (ঘ) প্রতিবেশীর সমালোচনার ভয়

১৫৩. কোন ইবাদত অসহায় ও দরিদ্রকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করে? (জ্ঞান)

(ক) সালাত (খ) যাকাত ● সাওম (ঘ) সাদকা

১৫৪. ধৈর্যের মাস কোনটি? (জ্ঞান)

● রমযান (খ) মহরম
(গ) শাবান (ঘ) রবিউল আউয়াল

১৫৫. মানবজীবনে সাওমের প্রভাব হচ্ছে তা মানুষকে– (উচ্চতর দৰতা)

(ক) মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী বানায় (খ) নামাযি ও দীনদার বানায়
● সংযমী ও দানশীল বানায় (ঘ) অনাহারী ও ক্ষুধার্ত বানায়

১৫৬. "আস সাওমুলি ওয়া আন আজযিবিহি"– এ হাদিসে কুদসি দ্বারা কোন ইবাদতের গুরবত্ব বুঝানো হয়েছে? (উচ্চতর দৰতা)

(ক) সালাত ● সাওম (গ) যাকাত (ঘ) হজ

১৫৭. আমাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করার কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)

(ক) সাওম জান্নাত লাভের একমাত্র উপায়
● সাওম পালনকারীকে আলৱাহ নিজে প্রতিদান দেবেন
(গ) রোযাদার ব্যক্তিকে আলৱাহ শারীরিক সুস্থতা দান করবেন
(ঘ) সাওম পালনকারীকে আলৱাহ অধক ধনসম্পদ দান করবেন

১৫৮. 'সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব' এটি কোন হাদিসের অন্তর্গত? (জ্ঞান)

(ক) মুসলিম ● বুখারি (গ) তিরমিযি (ঘ) তারাবানি

১৫৯. মহিমা প্রতি বছর রমযান মাসে সাওম পালন করে। এর ফলে আলৱাহ তাকে কী দেবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

(ক) ধনসম্পদ বাড়িয়ে দিবেন ● সকল গুনাহ ৰমা করবেন
(গ) সামাজিক সম্মান বাড়িয়ে দিবেন (ঘ) তার আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিবেন

১৬০. সুস্থ থাকা সত্ত্বেও জনাব তৌকির রমযান মাসের রোযা পালন থেকে বিরত থাকল। শরিয়তের দৃষ্টিতে তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

(ক) মুশরিক ● কাফির (গ) ফাসিক (ঘ) মুনাফিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬১. আলৱাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জোহরার উচিত– (উচ্চতর দৰতা)

i. রোযাদারকে ইফতার করানো ii. অভাবীকে আর্থিক সহযোগিতা
iii. নিজে রোযা পালন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬২. সাওম পালনের মাধ্যমে– (অনুধাবন)

i. পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়
ii. সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়
iii. ধনী হওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬৩. সাওম মানুষকে মুক্ত থাকতে শেখায়– (প্রয়োগ)

i. লোভ–লালসা থেকে ii. হিংসা–বিদ্বেষ থেকে
iii. ক্রোধ–ৰোভ থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৪. রোযার অন্যতম সামাজিক গুরবত্ব হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. অশরীলতা পরিহার ii. অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি
iii. দরিদ্রতা হ্রাস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৫. সাওম পালনের মাধ্যমে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ– (উচ্চতর দৰতা)

i. সাওম তাকওয়াবান মানুষ সৃষ্টি করে
ii. সাওম হিংসা–হানাহানি থেকে মানুষকে দূরে রাখে
iii. সাওম অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৬. সাওমের মাধ্যমে অর্জিত হয়– (উচ্চতর দৰতা)

i. আত্মিক উৎকর্ষ ii. মনে তাকওয়া সৃষ্টি
iii. আলৱাহর প্রতি ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৭. 'সাওম' এর মৌলিক উদ্দেশ্য হলো– (অনুধাবন)

i. আলৱাহর সাৰাৎ লাভ ii. তাকওয়া অর্জন
iii. আলৱাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জর্না খুব ভোরে নামায পড়ে কুরআন তিলাওয়াত করল। কারণ মায়ের কাছে শুনল, এ মাসেই নাকি কুরআন নাযিল হয়েছে।

১৬৮. জর্না উক্ত সময়ে তিলাওয়াতের পাশাপাশি আলল্লাহর কোন বিধানটি পালন করেছে? (প্রয়োগ)

ক নামায ● সাওম গ হজ ঘ যাকাত

১৬৯. উক্ত বিধানটি– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ব্যক্তি ও মন্দ কাজের মধ্যে ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ii. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে
iii. আলল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সে দিন ছিল পহেলা রমযান। হাসান রোযা রেখেছে। মা–বাবা দুজনই অফিসে গেছেন। বাসায় হাসান ছাড়া আর কেউ নেই। হাসান কয়েকটা খেজুর নিল খাওয়ার জন্য। কিন্তু খেতে পারল না। ভাবল, কেউ না দেখলেও আলল্লাহ অবশ্যই দেখবেন।

১৭০. যে গুণ থাকার কারণে হাসান খেজুর খায়নি, তাকে বলা হয়– (প্রয়োগ)

ক আমানত ● তাকওয়া গ সিদক ঘ তাওয়াক্কুল

১৭১. রমযান মাসের উক্ত কাজের মাধ্যমে হাসান– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আলল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে
ii. তাকওয়া অর্জন করতে পারবে
iii. ক্ষমালাভ করতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের হাদিসটি পড়ে ১৭২ ও ১৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

১৭২. উল্লিখিত হাদিসে রোযাকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক গাছের খ তাকওয়ার ● ঢালের ঘ সেতুর

১৭৩. উদ্দীপকের হাদিসটি– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. তিরমিযি শরীফের ii. বুখারি শরীফের
iii. মুসলিম শরীফের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৪ : যাকাত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৯২

At a Glance

- মানুষের মনে খোদাভীতি সৃষ্টি করে — যাকাত।
- যাকাত শব্দের অর্থ — পরিশুদ্ধতা।
- যাকাত ইসলামের — তৃতীয় স্তম্ভ।
- ইসলামের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে — যাকাত।
- যাকাতের নিসাবের শতকরা হার — ২.৫০ টাকা।
- যাকাতের ফলে দেশের অর্থনীতি — সচল হয়।
- সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে সহায়তা করে — যাকাত।
- ইসলামের দৃষ্টিতে গরিবের অধিকার হলো — যাকাত।
- যাকাত দ্বারা ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হয় — মজবুত ও শক্তিশালী।
- যাকাত হলো — আর্থিক ইবাদত।
- পবিত্র ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় — যাকাতের দ্বারা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৪. সমাজে কয়টি অর্থনৈতিক শ্রেণি রয়েছে? (অনুধাবন)

● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৭৫. মহান আলল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন কেন? (অনুধাবন)

ক ধনী ও বিত্তশালীদের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে
খ দরিদ্র ও গরিবদের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে
গ ধনী ও ব্যবসায়ীদের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে
● ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে

১৭৬. ইসলামের সেতুবন্ধন কোনটি? (জ্ঞান)

ক সালাত খ সাওম ● যাকাত ঘ জিহাদ

১৭৭. কোনটির মাধ্যমে আলল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে পবিত্র ও পরিশোধিত করেন? (অনুধাবন)

ক সালাত খ সাওম ● যাকাত ঘ হজ

১৭৮. যাকাত অন্তরে কী সৃষ্টি করে? (অনুধাবন)

● তাকওয়া খ নম্রতা গ ভদ্রতা ঘ সভ্যতা

১৭৯. যাকাত শব্দের অর্থ কোনটি? (জ্ঞান)

ক ভিক্ষা খ সাদকা ● পরিশুদ্ধতা ঘ দান

১৮০. জিহাদ সাহেব তার সমস্ত সম্পদ হিসাব করে বছর শেষে একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করে দেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তার কাজটিকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ক সাদকা ● যাকাত গ দয়া ঘ সাওম

১৮১. যাকাতের জন্য সম্পদের শতকরা কত ভাগ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হবে? (জ্ঞান)

ক ২.৩০ খ ২.৪০ ● ২.৫০ ঘ ২.৬০

১৮২. কারো মালিকানায় ১০ লক্ষ টাকা পূর্ণ এক বছর থাকলে কত টাকা যাকাত দিতে হবে? (অনুধাবন)

ক আড়াই হাজার টাকা খ সাড়ে বারো হাজার টাকা
● পঁচিশ হাজার টাকা ঘ চল্লিশ হাজার টাকা

১৮৩. ধনীর সম্পদ পবিত্র হয় কীভাবে? (অনুধাবন)

● যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে খ সাওম পালনের মাধ্যমে
গ সালাত আদায়ের মাধ্যমে ঘ হজ পালনের মাধ্যমে

১৮৪. শরিয়তের পরিভাষায় সালাতের পরই কোনটির স্থান? (জ্ঞান)

● যাকাতের খ কালিমার গ হজের ঘ সাওমের

১৮৫. "যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়" এটি কোন সূরার আয়াত? (প্রয়োগ)

ক সূরা আন–তাওবা খ সূরা ইবরাহিম
● সূরা আল–হাশর ঘ সূরা লুকমান

১৮৬. জামি ধনী–দরিদ্রের বৈষম্য দূর, অর্থের সুষম বণ্টন এবং গরিবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চায়। এক্ষেত্রে জামির করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক সবার চাকরির ব্যবস্থা করা খ শিক্ষার প্রচলন
● যাকাতের প্রচলন ঘ ধর্মীয় জ্ঞানে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা

১৮৭. সূরা তাওবায় 'সাদাকা' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে– (অনুধাবন)

ক ধনসম্পদকে ● যাকাতকে গ দানকে ঘ সাহায্যকে

১৮৮. আলল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ কোনটি? (জ্ঞান)

ক সালাত ● যাকাত গ ফিতরা ঘ করজে হাসানা

১৮৯. যাকাত না দেওয়া কাদের কাজ? (প্রয়োগ)

ক মুশরিকের ● কাফিরের গ মুমিনের ঘ মুনাফিকের

১৯০. যাকাত দানে অস্বীকার করা কাকে অস্বীকার করার শামিল? (প্রয়োগ)

ক আলল্লাহকে খ রাসুল (স)–কে
● আলল্লাহ ও রাসুল (স)–কে ঘ সাহাবিকে

১৯১. মি. রহিম নিয়মিত সাওম ও সালাত আদায় করলেও যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানান। এক্ষেত্রে মি. রহিমকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক যালিম ● কাফির গ মুনাফিক ঘ ফাসিক

১৯২. ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জায়েদ সাহেব নিয়মিত সালাত আদায় করলেও যাকাতকে অস্বীকার করেন। তার এরূপ কর্মকাণ্ড কিসের শামিল? (প্রয়োগ)

ক আলল্লাহর সাথে শিরক করা খ আলল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা
● আলল্লাহ ও রাসুলকে অস্বীকার করা ঘ নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা

১৯৩. আরিফ সাহেব নামায আদায় করেন, রোযা রাখেন কিন্তু যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তার কাজটিকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

● কুফর খ বিদয়াত গ শিরক ঘ জুলুম

১৯৪. কোন খলিফা যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)

● হযরত আবু বকর (রা) খ হযরত উমর (রা)
গ হযরত আলি (রা) ঘ হযরত উসমান (রা)

১৯৫. নিচের কোনটি আর্থিক ইবাদত? (জ্ঞান)

ক সালাত ● যাকাত গ সাওম ঘ জিহাদ

১৯৬. "তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে" আয়াত কিসের ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক সাদকার ● যাকাতের গ সালাতের ঘ ফেতরার

১৯৭. যারা আলল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে না তাদেরকে কিসের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে? (অনুধাবন)

ক জান্নাতের খ পুরস্কারের ● কঠিন শাস্তির ঘ ধনসম্পদের

১৯৮. ফরিদের অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাকাত দেয় না। এর ফলে ভবিষ্যতে তার কী হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ● পরকালে কঠিন শাস্তি হবে

ⓖ সম্পদ পবিত্র হবে ⓘ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে

১৯৯. আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে বেকার ও গরিবদের জন্য অনেক কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। এতে দেশের কী হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ বেকারত্ব দূর হবে ● অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে
ⓖ সরকার দেশ চালাতে পারবে ⓘ ধনীদের কমংস্থানের ব্যবস্থা হবে

২০০. আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ নারী–পুরবষ নির্বিশেষে সকলে একসাথে কাজ করলে
● রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে
ⓖ রাষ্ট্রীয় সম্পদ সঠিকভাবে ভোগ ও ব্যবহার করলে
ⓘ নারীদেরকে উপযুক্ত শিৰা ও প্রশিৰণ প্রদান করলে

২০১. আমরা সাম্যের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তুলতে চাই। এজন্য আমাদের কতর্ব্য কী? (উচ্চতর দৰতা)
● সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু করা ⓚ বিশ্ব সম্মেলনে যোগদান করা
ⓖ নিয়মিত সালাত আদায় করা ⓘ সাওম পালন করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০২. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ– (অনুধাবন)
i. পবিত্র হয় ii. পরিশুদ্ধ হয়
iii. বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৩. যাকাত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে– (অনুধাবন)
i. পবিত্র করে ii. উন্নত করে
iii. পরিশুদ্ধ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

২০৪. রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করলে– (অনুধাবন)
i. দারিদ্র্য দূরীভূত হবে ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে
iii. শান্তি–শৃঙ্খলা ফিরে আসবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

২০৫. যাকাতের গুরবত্ব রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. সামাজিক ৰেত্রে ii. নৈতিক ৰেত্রে
iii. অর্থনৈতিক ৰেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

২০৬. কামরান সাহেব প্রতি বছর যথা নিয়মে যাকাত দেন। এর ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ii. বেকারত্ব হ্রাস পায়
iii. বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৭. তারেক সাহেব যাকাতভিত্তিক ইসলামি অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তার এ কাজের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. জনকল্যাণমুখী প্রকল্প সাফল্য লাভ করবে
ii. রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে
iii. রাষ্ট্রের সকল মানুষ অভাবমুক্ত থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৮. ইউসুফ সাহেব বছরান্তে সম্পদ হিসাব করে যাকাত দান করেন। তার এ কাজের উদ্দেশ্য হলো– (অনুধাবন)
i. সম্পদ পরিশুদ্ধ করা ii. সমাজে সম্মান বাড়ানো
iii. ইমানি দায়িত্ব পালন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৯. যাকাতের অন্যতম নৈতিক গুরবত্ব হচ্ছে– (জ্ঞান)
i. খোদাভীতি সৃষ্টি ii. উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি
iii. আত্মিক প্রশান্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১০. জনাব হাবিব সাহেবের অনেক ধন–সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি যাকাত দেন না। এর ফলে পরকালে তার পরিণতি হবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. জাহান্নাম ii. হাবিয়া
iii. হুতামাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১১ ও ২১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মুমিন ও মুসলিম দুই ভাই। দু'জনেরই অনেক সম্পদ রয়েছে। মুমিন তার সম্পদের যাকাত দিলেও মুসলিম তার সম্পদের যাকাত দিতে অস্বীকার করে।

২১১. ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম গণ্য হবে– (প্রয়োগ)
i. কাফিররূ পে ii. মুরতাদরূ পে
iii. মুশরিকরূ পে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১২. মুমিনের সম্পদ– (উচ্চতর দৰতা)
i. পবিত্র হবে ii. বৃদ্ধি পাবে
iii. নষ্ট হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৩ ও ২১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রশিদ ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে এলাকার কিছু নিঃস্ব ও অসহায় মানুষকে অর্থ সাহায্য দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন।

২১৩. রশিদের কাজটি কিসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ⓚ হাক্কুলরাহ ● হাক্কুল ইবাদ
ⓖ হাক্কুল ওয়ালিদাইনি ⓘ হাক্কুল ইয়াতিম

২১৪. তার এ কাজের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হবে ii. মানুষের প্রতি হক আদায় হবে
iii. সমাজে মানসম্মান বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৫ ও ২১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজু ২০১২ সালে জানুয়ারি মাসে পৈতৃক সূত্রে ৩ লৰ টাকার মালিক হন। কিন্তু ঐ বছরই আগস্ট মাসে ঋণ পরিশোধ করতে তার আড়াই লৰ টাকা ব্যয় হয়।

২১৫. বছর শেষে রাজুকে কত টাকা যাকাত দিতে হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ ৭৫০০ ● ১২৫০ ⓖ ১০৫০ ⓘ ১০০০

২১৬. রাজুর সম্পদের ব্যাপারে শরিয়তের বিধান পালন করলে তা– (উচ্চতর দৰতা)
i. উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে ii. খোদাভীতি সৃষ্টি করবে
iii. কর্তব্যনিষ্ঠা সৃষ্টি করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে এবং ২১৭ ও ২১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রায়হান সাহেব অসহায় ও দরিদ্রদের দান–সদকা করেন। তাই তিনি মনে করেন তার আর যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২১৭. ইসলামের দৃষ্টিতে রায়হান সাহেবের এই ধারণা– (প্রয়োগ)
ⓚ সম্পূর্ণ ঠিক ● সম্পূর্ণ ভুল
ⓖ অবস্থার প্রেৰিতে ঠিক ⓘ আংশিক ঠিক

২১৮. রায়হান সাহেবের দৃষ্টিতে যা অপ্রয়োজনীয় তার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. ধনী–দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ ii. বেকারত্ব দূরীকরণ
iii. সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৫ : হজ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা : ৯৪

At a Glance

- ইহরাম বাধা হজের — ফরজ।
- হজ শব্দের অর্থ — সংকল্প করা।
- জীবনে হজ ফরজ — ১ বার।
- ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি — হজ।
- হজের ফরজ — ৩টি।
- হজের ওয়াজিব — ৭টি।
- হজের মাধ্যমে শেখা যায় — ভ্রাতৃত্ববোধ।
- ৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা — হজের ফরজ।
- কুরবানি করা — হজের ওয়াজিব।
- হজ মানুষকে শিৰা দেয় — সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৯. হজ ইসলামের কততম রুকন? (জ্ঞান)
ক দ্বিতীয় খ তৃতীয় গ চতুর্থ ● পঞ্চম

২২০. হজ অর্থ কী? (জ্ঞান)
● সংকল্প করা খ পরিশ্রম করা
গ সাধনা করা ঘ দোয়া

২২১. হজ কাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক বয়স্কদের ● ধনী মুসলমানদের
গ জ্ঞানীদের ঘ ওলিদের

২২২. শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত কোনটি? (জ্ঞান)
ক সালাত খ সাওম ● হজ ঘ যাকাত

২২৩. বাইতুল্লাহ মানে কী? (জ্ঞান)
ক বাতিঘর ঘ নিকাশঘর ● আল্লাহর ঘর ঘ নামায ঘর

২২৪. সুমন বিত্তশালী লোক। আল্লাহর রহমত পেতে হলে এবং তার আদেশ পালনার্থে সুজনের কী করা উচিত? (প্রয়োগ)
ক সত্য কথা বলা ● হজ পালন করা
গ সালাত আদায় করা ঘ সাওম পালন করা

২২৫. হজ করা কী? (জ্ঞান)
ক ওয়াজিব খ সুন্নত ● ফরজ ঘ মুস্তাহাব

২২৬. আল্লাহর ঘর এর আরবি প্রতিশব্দ কী? (জ্ঞান)
● বায়তুল্লাহ খ বায়তুর রসুল গ বায়তুল হিকমা গ বায়তুল আকদ

২২৭. জিলহজের কত তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরজ? (জ্ঞান)
ক ৮ ● ৯ গ ১০ ঘ ১১

২২৮. জুমারা এ বছর মক্কা শরিফে গিয়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেছেন। তিনি ইসলামের কোন রুকনটি পালন করেছেন? (প্রয়োগ)
ক নামায খ রোযা ● হজ ঘ যাকাত

২২৯. হজের ওয়াজিব কয়টি? (জ্ঞান)
ক ৫ খ ৪ গ ৬ ● ৭

২৩০. হজ পালনের সময় কোন স্থানে রাত যাপন করতে হয়? (জ্ঞান)
● মুযদালিফা খ মুদরাবা গ আরাফাত ঘ মুরতাদা

২৩১. হাজিদের জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা– (অনুধাবন)
ক ফরজ ● ওয়াজিব
গ সুন্নত ঘ মুস্তাহাব বা নফল

২৩২. কয়টি স্থানে শয়তানের উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১ খ ২ ● ৩ ঘ ৪

২৩৩. শয়তানের উদ্দেশ্যে কয়টি কংকর নিক্ষেপ করা হয়? (জ্ঞান)
ক ৪ খ ৫ গ ৬ ● ৭

২৩৪. হজ করতে গিয়ে আনোয়ারের একটি ওয়াজিব বাদ পড়েছে। এজন্য তাকে কী করতে হবে? (প্রয়োগ)
ক পুনরায় হজ করতে হবে
● একটি অতিরিক্ত কুরবানি করতে হবে
গ মাথার চুল ফেলতে হবে
ঘ সাদকা দিতে হবে

২৩৫. হান্নান সাহেবের উপর হজ ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি হজ করেছেন। এর ফলে তার কী হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ধন–সম্পদ বৃদ্ধি পাবে খ ধন–সম্পদ পবিত্র হবে
গ সুখ–শান্তি বৃদ্ধি পাবে ● বিগত জীবনের গুনাহ মাফ হবে

২৩৬. হজের মাধ্যমে মানুষের কী মাফ হয়? (জ্ঞান)
ক অহংকার খ রোগ ● গুনাহ ঘ ক্লান্তি

২৩৭. নাজমা বেগম সম্প্রতি মক্কা শরিফ থেকে হজ করে এসেছে। এটি তার জীবনে কী প্রভাব ফেলবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক আল্লাহর পথে টাকা খরচের জন্য মানসিক প্রশান্তি পাবে
● গুনাহ দূর হওয়ার মাধ্যমে নতুন জীবন শুরুর মানসিকতা তৈরি হবে
গ মানুষের সাথে পরিচিত হতে পেরে শান্তি অনুভব করবেন
ঘ আন্তর্জাতিক মানসিকতা তৈরি হবে

২৩৮. লতিফ হজকে অস্বীকার করেন, কিন্তু ইসলামের অন্য ইবাদতগুলো পালন করেন। ইসলামে তার এ ধরনের মানসিকতা কিসের পরিচায়ক? (প্রয়োগ)
● কুফরির খ ফিসকের গ শিরকের ঘ নিফাকের

২৩৯. হজ অস্বীকারকারীদের কী বলে? (জ্ঞান)
● কাফির খ মুনাফিক গ মুশরিক ঘ ফাসিক

২৪০. বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের স্বরূপ প্রকাশ পায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
ক জুমুআর নামাযের মাধ্যমে ● হজের মাধ্যমে
গ ইজতেমার মাধ্যমে ঘ ঈদের জামাআতের মাধ্যমে

২৪১. হজের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। এতে কী প্রমাণিত হয়–(উচ্চতর দক্ষতা)
ক হজ বিশ্ব মানুষের মহাসম্মেলন খ হজ বিশ্ব শিক্ষার সম্মেলন
● হজ বিশ্ব মসলিমের মহাসম্মেলন ঘ বিশ্ব অর্থনৈতিক সমাধানের উপায়

২৪২. মুসলমানদের বিশ্ব সম্মেলন কোনটি? (জ্ঞান)
● হজ খ জুমআর সালাত
গ ঈদের সালাত ঘ জানাযার সালাত

২৪৩. লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক কোন ক্ষেত্রে বলা হয়? (অনুধাবন)
ক সাওম ● হজ গ যাকাত ঘ সালাত

২৪৪. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকলেও হজের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান কোন শিক্ষা লাভ করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া ● ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া
গ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা ঘ একে অন্যের সাথে পরিচিত হওয়া

২৪৫. বিশ্ব মুসলিম যে এক জাতি তা কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সালাত ● হজ গ জিহাদ ঘ যাকাত

২৪৬. সাধারণ মানুষ হাজিদের সম্মান করে থাকে কেন? (অনুধাবন)
ক প্রচুর ধনসম্পদ থাকার কারণে
● আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার কারণে
গ সবসময় টুপি মাথায় থাকার কারণে
ঘ বয়স্ক ও জ্ঞানী হওয়ার কারণে

২৪৭. জাহাঙ্গীর গত বছর মক্কা শরিফে হজ করে এসেছে। এজন্য তাকে বলা হবে– (প্রয়োগ)
ক কাজি ● হাজি গ পরহেজগার ঘ আলেম

২৪৮. ধনী মুসলমানদের যত শীঘ্র সম্ভব হজ আদায় করা উচিত। এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আল্লাহর রহমত লাভ করা
খ তাকওয়াবান হওয়া
গ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া
ঘ মানসম্মান নিয়ে সমাজে বসবাস করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪৯. হজের মাধ্যমে মানুষ– (অনুধাবন)
i. নিষ্পাপ হয় ii. সম্মানিত হয়
iii. ধনী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫০. হজ পালনের সময় সাঈ করা হয়– (অনুধাবন)
i. সাফা পাহাড়ে ii. মারওয়া পাহাড়ে
iii. তূর পাহাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫১. শয়তানের উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ করা হয় জিলহজ মাসের– (অনুধাবন)
i. ১০ তারিখে ii. ১১ তারিখে
iii.১২ তারিখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫২. হজ পালনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত– (প্রয়োগ)
i. কুরবানি করা ii. মাথা কামানো
iii.বিদায়ী তাওয়াফ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৩. হজ মানুষকে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে ii. সাম্যের প্রশিক্ষণ দিয়ে
iii.পারস্পরিক সম্প্রীতি শিক্ষা দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৪. হজের মাধ্যমে মানুষ– (অনুধাবন)
i. নিষ্পাপ হয় ii. ইমানদার হয়
iii. ধনী হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৫৫. হজের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে দূর হয়– (জ্ঞান)

i. নিফাক ii. হিংসা–বিদ্বেষ

iii. কৃপণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৬. প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লৰ লৰ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। তাই হজকে বলা হয়– (উচ্চতর দৰতা)

i. আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের হাতিয়ার

ii. বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন

iii. জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির উপায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৫৭. হজ যে ধরনের ইবাদত? (অনুধাবন)

i. শারীরিক ii. মানসিক

iii. আর্থিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓖ ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫৮ ও ২৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ধনসম্পদ, বর্ণ–গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। রাজা–প্রজা, মালিক–ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়।

২৫৮. অনুচ্ছেদে সেলাইবিহীন একই কাপড় বলতে কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

● ইহরাম বাঁধা ⓖ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা

ⓖ তাওয়াফে যিয়ারত করা ⓖ মুযদালিফায় রাত্রি যাপন

২৫৯. অনুচ্ছেদে আলোচিত ইবাদতটির মূল উদ্দেশ্য– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলৱাহর সন্তুষ্টি অর্জন ii. সম্পদ পবিত্র করা

iii. সামাজিক সম্মান লাভ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ⓖ ii ⓖ iii ⓖ ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬০ ও ২৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হামিদ সাহেব একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। তিনি নিয়ত করেছেন আলৱাহর ঘর তাওয়াফ করবেন। তাই দেনা–পাওনা মিটিয়ে তিনি অল্প অল্প টাকা জমিয়ে হজে গেলেন। সেখানে গিয়ে প্রথমেই তিনি ইহরাম বাঁধলেন।

২৬০. হামিদ সাহেব ইসলামের কোন স্তম্ভটি পালন করার নিয়ত করলেন? (প্রয়োগ)

● পঞ্চম ⓖ চতুর্থ ⓖ তৃতীয় ⓖ দ্বিতীয়

২৬১. হামিদ সাহেব টাকা জমিয়ে– (উচ্চতর দৰতা)

i. ফরজ পালন করলেন ii. মুস্তাহাব ইবাদত করলেন

iii. আলৱাহর সন্তুষ্টির অর্জন করার চেষ্টা করলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬২ ও ২৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হানিফ সাহেব একজন সমাজসেবক। প্রচুর অর্থ ও শারীরিক সামর্থ্য, থাকা সত্ত্বেও তিনি হজ করতে অনীহা প্রকাশ করেন।

২৬২. হানিফ সাহেবের অনীহা প্রকাশ কিসের লঙ্ঘন? (প্রয়োগ)

● ফরজে আইন ⓖ ফরজে কিফায়া ⓖ ওয়াজিব ⓖ সুন্নত

২৬৩. হানিফ সাহেব তার আচরণের মাধ্যমে– (উচ্চতর দৰতা)

i. কবিরা গুনাহ করেছেন ii. সম্মান অর্জন করেছেন

iii. পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৬ : মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৯৮

At a Glance

- হযরত উমর (রা) ছিলেন — আমিরল মুমিনিন।
- একজন অধীনস্থ শ্রমিককে দৈনিক ৰমা করা যেতে পারে — সত্তর বার।
- নিজ শ্রমের উপার্জন— উত্তম উপার্জন।
- রাসুল (স) শ্রমিকদের সম্বোধন করেছেন — ভাই বলে।
- কাজ দেওয়ার পূর্বে মনিবের উচিত — শ্রমিকের শক্তি সামর্থ্য বিচার করা।
- হযরত উমর (রা) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন — সাম্য ও মানবতাবোধ।
- মালিক–শ্রমিকের মাঝে কোনো বৈষম্য অনুমোদন করে না — ইসলাম।
- শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে দিতে হয় — তার পারিশ্রমিক।
- দেশ ও জাতির কল্যাণে আমাদের অনুসরণ করতে হবে — আদর্শ শ্রমনীতি।
- হযরত আনাস (রা) রাসুল (স) এর খেদমত করেছেন — ১০ বছর।
- মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে — তাকে নিয়োগের পূর্বে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৪. মানুষের মৌলিক অধিকার কয়টি? (জ্ঞান)

ⓚ তিন ⓖ চার ● পাঁচ ⓖ ছয়

২৬৫. মানুষ কাজ করে কেন? (অনুধাবন)

● মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য ⓖ হতাশা দূর করার জন্য

ⓖ ভোগ করার জন্য ⓖ উপভোগ করার জন্য

২৬৬. মানুষ কী ধরনের জীব? (জ্ঞান)

● সামাজিক ⓖ অসামাজিক ⓖ নিরীহ ⓖ ভয়ঙ্কর

২৬৭. মানুষকে একে অন্যের মুখাপেৰী হতে হয় কেন? (অনুধাবন)

ⓚ আলৱাহর নির্দেশ পালনের জন্য ⓖ রাসুলের নির্দেশ পালনের জন্য

● জীবন ধারণ করার জন্য ⓖ অর্থ উপার্জন করার জন্য

২৬৮. কোন নবি শ্রমিকের কাজ করেছেন? (জ্ঞান)

● হযরত মহানবি (স) ⓖ হযরত দাউদ (আ)

ⓖ হযরত মুসা (আ) ⓖ হযরত আদম (আ)

২৬৯. জনাব রহমান উত্তম ও পবিত্রভাবে উপার্জন করতে চান। এজন্য তাকে কীভাবে উপার্জন করতে হবে? (প্রয়োগ)

● নিজ শ্রমের মাধ্যমে ⓖ অন্যের শ্রমের মাধ্যমে

ⓖ দুর্নীতি করে ⓖ সুদ খেয়ে

২৭০. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর শ্রমিক ছিলেন কে? (জ্ঞান)

ⓚ হযরত উমর (রা) ⓖ হযরত আলি (রা)

● হযরত আনাস (রা) ⓖ হযরত উসমান (রা)

২৭১. আনাস (রা) মহানবি (স)–এর কত বছর খেদমত করেছেন? (জ্ঞান)

ⓚ সাত ⓖ আট ● দশ ⓖ বারো

২৭২. আমীরল মুমিনিন ছিলেন কে? (জ্ঞান)

● হযরত উমর (রা) ⓖ হযরত আলি (রা)

ⓖ হযরত উসমান (রা) ⓖ হযরত আবু বকর (রা)

২৭৩. 'ক' উটের পিঠে চড়া ও উটের রশি টানার বিষয়ে নিজের ও ভৃত্যের মাঝে পালাক্রমে ঠিক করে নিয়েছিলেন। এখানে 'ক' কাকে নির্দেশ করছে? (প্রয়োগ)

● হযরত উমর (রা) ⓖ হযরত উসমান (রা)

ⓖ হযরত আলি (রা) ⓖ হযরত আবু বকর (রা)

২৭৪. বশির সাহেব তার কর্মচারীকে নিয়ে বাজারে যাওয়ার সময় নিজেই তার মাথায় ছাতা ধরেন। এভাবে পালাক্রমে তারা বাজারে পৌঁছেন। কোন খলিফার সাথে তার চরিত্রের মিল রয়েছে। (প্রয়োগ)

ⓚ হযরত আবু বকর (রা) ● হযরত উমর(রা)

ⓖ হযরত আলি (রা) ⓖ হযরত উসমান (রা)

২৭৫. একজন অধীনস্থ কর্মচারীকে দিনে কতবার ৰমা করা যেতে পারে? (জ্ঞান)

ⓚ ৫০ ⓖ ৬০ ⓖ ৬৫ ● ৭০

২৭৬. কার ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া উচিত? (জ্ঞান)

ⓚ গরিবের ● শ্রমিকের ⓖ অনাথের ⓖ ফকিরের

২৭৭. একজন শিল্প মালিক হিসেবে আফজাল সাহেবের কর্তব্য কী? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ শ্রমিকদের উচ্চ বেতনে কাজ দেয়া

● শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করে নেয়া

ⓖ অফিসে শ্রমিকদের খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থা করা

ⓖ শ্রমিকদের গাড়ি দিয়ে আনা–নেয়ার ব্যবস্থা করা

২৭৮. জনি মালিকের কাজ সুচারৰূপে করে এবং সুষ্ঠুভাবে আলৱাহর ইবাদত করে। এর ফলে সে কী পাবে? (উচ্চতর দৰতা)

● ২ গুণ প্রতিদান পাবে ⓖ ৩ গুণ প্রতিদান পাবে

ⓖ প্রচুর ধনসম্পদ পাবে ⓖ মর্যাদা লাভ করবে

২৭৯. শফি আসর নামায আদায় করে তার মালিকের দেওয়া দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করল। এৰেত্রে শফির কী লাভ হবে? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ বেতন পাবে ⓖ সুনাম হবে

ⓖ কর্তব্যবোধ জাগ্রত হবে ● বেতন ও দ্বিগুণ সাওয়াব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮০. গৃহিণী জমিলার উচিত তার কাজের বুয়ার– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া ii. ভুলের জন্য ছ্যাকা দেওয়া
iii. ভুল হলে ক্ষমা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮১. ইসলাম উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে– (প্রয়োগ)
i. শুধু আত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে ii. অধীনস্থ লোকদের সাথে
iii. সর্বস্তরের মানুষের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ iii ● ii ও iii

২৮২. মানুষের মৌলিক অধিকার হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. অন্ন ii. বস্ত্র iii. বাসস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

২৮৩. সদয় হতে হবে– (অনুধাবন)
i. নিকট প্রতিবেশীর প্রতি ii. দূর প্রতিবেশীর প্রতি
iii. শ্রমিকদের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

২৮৪. হযরত উমর (রা)–এর জেরুজালেম সফরে প্রতিষ্ঠা করেছিল– (অনুধাবন)
i. সমতা ii. ন্যায়বিচার
iii. মানবতাবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৫. মানুষের মৌলিক অধিকার হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. বাসস্থান ii. শিক্ষা
iii. চিকিৎসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৬. একজন গোলাম (শ্রমিক) তার কাজের দ্বিগুণ প্রতিদান পায়, যখন সে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মালিকের অতিরিক্ত কাজ করে দেয়
ii. মালিকের কাজ সুচারুরূপে করে
iii. সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮৭. মালিক–শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করে তাহলে– (অনুধাবন)
i. মালিক সঠিক শ্রম পাবে
ii. শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে
iii. প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ স্থিতিশীল থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৮. আজরবন শব্দের অর্থ– (অনুধাবন)
i. পারিশ্রমিক ii. পুরস্কার
iii. প্রতিদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

২৮৯. শ্রমিক নিয়োগের পূর্বে মজুরি নির্ধারণ জরুরি, কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শ্রমিক কাজটি যত্ন সহকারে করবে
ii. মজুর সাধারণত মজুরি নির্ধারণে দুর্বল থাকে
iii. পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯০ ও ২৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজাদ সাহেব তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন–ভাতা যথাসময়ে পরিশোধ করেন না। তাই তার প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই গোলযোগ লেগে থাকে।

২৯০. শ্রমিক ও মালিকের মাঝে আজাদ সাহেব কী প্রতিষ্ঠা করেছেন? (প্রয়োগ)
ⓚ সাম্য ● বৈষম্য ⓖ সমমর্যাদা ⓘ ভ্রাতৃত্ব

২৯১. আজাদ সাহেব উক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটালে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কল–কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে
ii. অর্থনৈতিক উন্নতি হবে
iii. দেশ ও জাতির কল্যাণ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির মালিক তার ফ্যাক্টরিতে কর্মরত লোকদেরকে প্রতি মাসে বেতন দিতে বিলম্ব করেন।

২৯২. গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির মালিক কার হক নষ্ট করেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ আল্লাহর ● বান্দার ⓖ মহানবি (স)–এর ⓘ ফেরেশতার

২৯৩. ঐ গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির মালিকের কাজের ফলে সৃষ্টি হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শ্রমিক চেতনা ii. শ্রমিক অসন্তোষ
iii. শ্রমিক নিষ্ক্রিয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ● ii ও iii

➲ পাঠ-৭ : ইলম ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৯৯

At a Glance

- শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব — ধ্বংস হয়ে যায়।
- ইলম শব্দের অর্থ — অবগত হওয়া।
- জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য — ফরজ।
- পবিত্র কুরআন নাজিল–এর সূচনা শব্দ — ইক্বরা।
- মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে প্রয়োজন — জ্ঞানচর্চা।
- প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা — আবশ্যক।
- মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায় নৈতিকতার অভাবে।
- ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানকে বলে — দীনি ইলম।
- পার্থিব উন্নতির সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানকে বলে — দুনিয়াবি জ্ঞান।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯৪. ইলম অর্থ কী? (জ্ঞান)
● জ্ঞান ⓚ অধিকার ⓖ অবস্থা ⓘ দোয়া

২৯৫. কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধি করাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ⓚ হিলম ● ইলম ⓖ ইদরাক ⓘ মারিফাত

২৯৬. ইসলাম অর্থ কী? (জ্ঞান)
ⓚ জ্ঞান ⓚ বিদ্যা ● আত্মসমর্পণ ⓘ দোয়া

২৯৭. রাজন মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে ও পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে চায়। এজন্য তার কী করা উচিত? (প্রয়োগ)
● জ্ঞান চর্চা ⓚ সাওম পালন
ⓖ ব্যবসা ⓘ কৃষিকাজ

২৯৮. ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের কোন জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বৈষয়িক জ্ঞান ⓚ কল্যাণকর জ্ঞান
ⓖ বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান ● ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান

২৯৯. জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলিমের ওপর কী? (জ্ঞান)
● ফরজ ⓚ সুন্নত ⓖ নফল ⓘ ওয়াজিব

৩০০. ইলম কয় প্রকার? (জ্ঞান)
● ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

৩০১. সিদ্দিকুর রহমান ছোট ছেলে–মেয়েদের কুরআন শেখাচ্ছেন। এখানে কোন জ্ঞান বিতরণ করা হচ্ছে? (প্রয়োগ)
ⓚ পার্থিব ● দীনি ⓖ বিজ্ঞানভিত্তিক ⓘ বৈষয়িক

৩০২. দীনি ইলম বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান ⓚ অর্থ বিষয়ক জ্ঞান
ⓖ পার্থিব উন্নতির জ্ঞান ⓘ বৈষয়িক জ্ঞান

৩০৩. রাকিব দীনি ইলম শিখতে চায়। এজন্য তার নিচের কোনটি বেশি চর্চা করা প্রয়োজন? (প্রয়োগ)
ⓚ উসুল শাস্ত্র ⓚ ফিকহ শাস্ত্র ⓖ বিজ্ঞান শাস্ত্র ● কুরআন–হাদিস

৩০৪. দুনিয়াবি ইলম বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ⓚ আত্মিক জ্ঞান ⓚ মৌলিক জ্ঞান
ⓖ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান ● পার্থিব উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞান

৩০৫. আকবর সাহেব লন্ডন থেকে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে এসে এদেশের বেকার মানুষদের সবজি উৎপাদনের প্রশিৰণ দিচ্ছেন। তার অর্জিত জ্ঞানকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক সাধারণ জ্ঞান খ ধর্মীয় জ্ঞান
● পার্থিব জ্ঞান ঘ বিশেষ জ্ঞান

৩০৬. হান্নান সাহেব একজন ডাক্তার। তিনি চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নৈতিক শিৰা অর্জন করেছেন। এৰেত্রে এর ফলাফল কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক তার মনুষ্যত্ব ধ্বংস হবে ● তার মনুষ্যত্ব বিকশিত হবে
গ তার জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে ঘ তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে

৩০৭. ইসলামের উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
ক রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন ● মানুষের কল্যাণ করা
গ ইলম অর্জন করা ঘ ইবাদত বন্দেগি করা

৩০৮. সর্বপ্রথম আরবি কোন মাসে রাসুল (স)–এর প্রতি ওহি নাজিল হয়? (জ্ঞান)
ক মহরম ● রমযান
গ জিলকদ ঘ রবিউল আউয়াল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০৯. ইলম বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. জ্ঞান ii. বিদ্যা
iii. অবগত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও iii ● i, ii ও iii

৩১০. জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদাকে– (অনুধাবন)
i. সমৃদ্ধ করে ii. বাধা দেয়
iii. সমুন্নত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১১. দীনি ইলম হলো– (অনুধাবন)
i. কুরআনের জ্ঞান ii. হাদিসের জ্ঞান
iii. বৈষয়িক জ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১২. দুনিয়াবি ইলমের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)
i. বিজ্ঞান ii. গণিত
iii. ভূগোল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

৩১৩. গ্রহণীয় জ্ঞান হলো– (অনুধাবন)
i. নৈতিক জ্ঞান
ii. অনৈতিক জ্ঞান
iii. চিকিৎসা জ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১৪. নৈতিকতা বলতে বুঝায়– (অনুধাবন)
i. সততা ও ন্যায়–অন্যায়বোধ ii. সৌজন্যমূলক ও সুন্দর স্বভাব
iii. সুমধুর বচন ও উন্নত চরিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১৫. নৈতিকতা অর্জনের ফলে মারূ ফের জীবন হবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. সুন্দর
ii. উন্নত
iii. কষ্টকর
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১৬. আল্লাহ মানুষ ও প্রাণিকুলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে দিয়েছেন– (অনুধাবন)
i. জ্ঞানের দিক দিয়ে
ii. বিবেকের দিক দিয়ে
iii. খাওয়া দাওয়া ও ঘুমের দিক দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১৭ ও ৩১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জামাল ও জহির উভয়ই নবম শ্রেণির ছাত্র। সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব ও উন্নত চরিত্রের কারণে জামালকে সবাই প্রশংসা করে, ভালোবাসে। পৰান্তরে জহিরের মাঝে নৈতিক গুণাবলির অনুপস্থিতির কারণে সবাই তাকে ঘৃণা করে।

৩১৭. জামালের চরিত্র কোন ধরনের? (প্রয়োগ)
● শিৰার সাথে নৈতিকতাপূর্ণ খ শিৰার সাথে উপার্জনের
গ শরীরের সাথে মনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘ আত্মার সাথে বাইরের জগতের

৩১৮. পরিপূর্ণ নৈতিকতা লাভ করতে জহিরের কর্তব্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. শরিয়ত মেনে চলা ii. বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকা
iii. ইসলামি শিৰা গ্রহণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৮, ৯ ও ১০ : শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য, শিক্ষকের গুণাবলি ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১০১-১০৩

At a Glance

- নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা — শিৰার্থীর বৈশিষ্ট্য।
- ছাত্রদের একান্ত আপনজন হবেন — শিৰক।
- শিৰকের আদেশ–নিষেধ মেনে চলা — শিৰার্থীর বৈশিষ্ট্য।
- আমরা লজ্জাশীলতা পরিহার করব — জ্ঞানলাভের ৰেত্রে।
- সকল পাপ কাজ বর্জন — করা ছাত্রের বৈশিষ্ট্য।
- একজন আদর্শ শিৰার্থীর বৈশিষ্ট্য — নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা।
- যিনি শিৰা দেন — তিনি শিৰক।
- পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা — শিৰকতা।
- নিজেকে শিৰক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন — রাসুল (স)।
- ভালো শিৰক তিনিই হবেন যিনি — আদর্শবান।
- ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানলাভের স্পৃহা তৈরি করেন — শিৰক।
- আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর — শিৰক।
- পিতামাতার পর সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান — শিৰক।
- ছাত্র–শিৰকের সম্পর্ক হবে — পিতাপুত্রের ন্যায়।
- ছাত্রদের সুশিৰা দান করা — শিৰকের দায়িত্ব।
- ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক হলো — আত্মার সম্পক।
- শিশুদেরকে প্রকৃত মানুষরূ পে গড়ে তোলেন — শিৰকগণ।
- ছাত্ররা তাদের শিৰকদের — জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়।
- আলি (রা)–এর মতে ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক হলো — ভৃত্য–মনিব সম্পর্ক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১৯. বিথী নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং সে শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল। বিথীকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
● শিৰার্থী খ শিৰক গ ভদ্র ছেলে ঘ আদর্শ মানুষ

৩২০. মেহবুবা একজন শিৰার্থী। একজন আদর্শ শিৰার্থী হতে হলে তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? (উচ্চতর দৰতা)
ক না বুঝে পড়া মুখস্থ করা খ শ্রেণিতে অনুপস্থিত থাকা
গ সহপাঠীদের সাথে সদ্ভাব না রাখা ● শিৰকগণের আদেশ–নিষেধ মেনে চলা

৩২১. হামিমের বাজারে যাওয়ার সময় তার শিৰকের সঙ্গে দেখা হলো। ঐ সময় হামিমের প্রথম কী করা উচিত? (প্রয়োগ)
ক শিৰকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানা
● সালাম দেওয়া
গ শিৰকের সাথে কথা না বলে চলে যাওয়া
ঘ শিৰকের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া

৩২২. রহমত একজন আদর্শ শিৰার্থী হতে চায়। এজন্য তার কী করা উচিত? (প্রয়োগ)
● শেখার প্রতি উৎসাহী হওয়া
খ সর্বদা শিৰকের কাছ থেকে দূরে থাকা
গ শিৰককে ভয় করা
ঘ নিয়মিত শরীর চর্চা করা

৩২৩. কোনটি শিৰার্থীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়? (জ্ঞান)
ক শিৰকদের সম্মান করা
খ লেখাপড়া করা
● রাজনীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকা
ঘ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সংরৰণ করা

৩২৪. যিনি আমাদের শিৰা দেন তিনি কে? (জ্ঞান)
● শিৰক খ শিৰার্থী গ শিৰাজ্ঞান ঘ শিৰাবিদ

৩২৫. পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার পেশা কী? (জ্ঞান)
ক কৃষি খ রাজনীতি ● শিৰকতা ঘ ব্যবসা

৩২৬. হযরত মুহাম্মদ (স) নিজেকে কী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন? (জ্ঞান)
● শিৰক ⓚ কৃষক ⓖ ইয়াতিম ⓘ ব্যবসায়ী

৩২৭. আকলিমার বাবা একজন আদর্শবান শিৰক। তার মধ্যে নিচের কোন বিষয়টির জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি? (উচ্চতর দৰতা)
● ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবন দর্শন ⓚ নিয়ম–নীতি সম্পর্কিত বিষয়
ⓖ ছাত্রদের মন জয়কারী বিষয়সমূহ ⓘ সমসাময়িক বিষয়

৩২৮. করিমের বাবার কাছে ছাত্ররা সব সময় তাদের পড়াশুনাজনিত সমস্যার সমাধান পায়। তিনি সুন্দর ও সাবলীলভাবে ছাত্রদের প্রতিটি বিষয় বুঝিয়ে দেন। শিৰক হিসেবে তিনি কেমন? (প্রয়োগ)
ⓚ সচেতন ● গভীর জ্ঞানের অধিকারী
ⓖ মানবতাবাদী ⓘ মমত্ববোধসম্পন্ন

৩২৯. জনাব খোরশেদ একজন শিৰক। তিনি সব সময় শালীন পোশাক পরিধান করেন। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অনন্য প্রকাশ ভঙ্গি দ্বারা ছাত্রদের শিৰাদান করেন। তাকে আমরা কেমন শিৰক বলব? (প্রয়োগ)
ⓚ মানবতাবাদী ● ব্যক্তিত্বসম্পন্ন
ⓖ গভীর জ্ঞানের অধিকারী ⓘ মমত্ববোধসম্পন্ন

৩৩০. আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর কে? (জ্ঞান)
ⓚ শিৰার্থী ● শিৰক ⓖ ব্যবসায়ী ⓘ মালিক

৩৩১. পিতামাতার পরে কার মর্যাদা বেশি? (জ্ঞান)
ⓚ বন্ধুর ● শিৰকের ⓖ ছাত্রের ⓘ ভাইয়ের

৩৩২. শিশুদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ মাতাপিতা ⓚ ভাইবোন ⓖ আত্মীয়স্বজন ● শিৰক

৩৩৩. কারা অনুকরণপ্রিয়? (জ্ঞান)
● শিশুরা ⓚ ছাত্ররা ⓖ ছেলেরা ⓘ মেয়েরা

৩৩৪. আমরা শিৰকের সম্মান করব কেন? (অনুধাবন)
ⓚ আমাদের ধন–সম্পদ দান করেন বলে ⓚ আমাদের ভালোবাসেন বলে
ⓖ আমাদের লালন পালন করেন বলে ● আমাদের জ্ঞান দান করেন বলে

৩৩৫. শিৰার্থীরা কার শিৰা কাজে লাগিয়ে পরিণত বয়সে সার্বিক উন্নতি লাভ করে থাকে? (জ্ঞান)
● শিৰকের ⓚ জ্ঞানীর ⓖ পিতামাতার ⓘ প্রবীণ ব্যক্তির

৩৩৬. ছাফা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় শিৰকের সাথে সাৰাত হলে সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে। শিৰক সালামের জবাব দিয়ে তার জন্য দোয়া করেন। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডে কী ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ কর্তব্য ⓚ বিনয়
ⓖ ভয় ● ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক

৩৩৭. ছাত্র–শিৰকের সম্পর্ক কেমন? (অনুধাবন)
● পিতাপুত্রের সম্পর্কের ন্যায় ⓚ ভাইবোনের সম্পর্কের ন্যায়
ⓖ বন্ধুবান্ধবের সম্পর্কের ন্যায় ⓘ আত্মীয়স্বজন সম্পর্কের ন্যায়

৩৩৮. ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে? (জ্ঞান)
ⓚ হযরত উমর (রা) ● হযরত আলি (রা)
ⓖ হযরত উসমান (রা) ⓘ হযরত আবু বকর (রা)

৩৩৯. আনোয়ার তার শিৰককে মনিবের মতো সম্মান করে। কোন সাহাবির আদার্শের সাথে তার মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
● হযরত আলি (রা)– এর ⓚ হযরত আনাস (রা)–এর
ⓖ হযরত বেলাল (রা)–এর ⓘ হযরত উসমান (রা)–এর

৩৪০. হযরত আলি (রা)–এর মতে ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক কেমন? (অনুধাবন)
ⓚ পিতা–পুত্রের সম্পর্ক ⓚ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক
● ভৃত্য–মনিব সম্পর্ক ⓘ আত্মীয়স্বজন সম্পর্ক

৩৪১. কে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র? (উচ্চতর দৰতা)
● শিৰক ⓚ ব্যবসায়ী ⓖ চাকরিজীবী ⓘ ধনী লোক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪২. শিৰকগণ শিৰার্থীকে শিৰা দেন– (প্রয়োগ)
i. শিষ্টাচার ii. আদব–কায়দা
iii. বিনয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪৩. আদর্শ শিৰার্থীরা নিয়মিত– (প্রয়োগ)
i. লেখাপড়া করে ii. শ্রেণিকৰের বাইরে থাকে
iii. শ্রেণিতে উপস্থিত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৪৪. সবসময় শিৰকদের সাথে– (অনুধাবন)
i. নম্র আচরণ করা উচিত ii. ভদ্র আচরণ করা উচিত
iii. উত্তম আচরণ করা উচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪৫. একজন শিৰার্থীর উচিত– (উচ্চতর দৰতা)
i. শরীর পরিচ্ছন্ন রাখা ii. পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখা
iii. নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪৬. শিৰকতা হলো– (অনুধাবন)
i. সম্মানের পেশা ii. মর্যাদার পেশা
iii. মর্যাদাহীনতার পেশা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৪৭. মুয়াবিয়া (রা) বলেন, 'আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিৰাদানকারী শিৰক আর দেখি নি।' এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে– (প্রয়োগ)
i. মহানবি (স)–এর প্রতি ii. হযরত আলি (রা)–এর প্রতি
iii. হযরত মুসা (আ)–এর প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ ii ⓖ iii ⓘ i ও ii

৩৪৮. একজন ভালো শিৰক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হবেন– (অনুধাবন)
i. আন্তরিক ii. দরদি
iii. যত্নবান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪৯. জলিল সাহেব একজন আদর্শ শিৰক। সুতরাং আদর্শ প্রচারে তিনি হবেন– (উচ্চতর দৰতা)
i. কৌশলী ii. সাহসী
iii. ভীরৰ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৫০. শিৰকরা ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবেন– (অনুধাবন)
i. সকল শিৰার্থীকে সমান চোখে দেখে
ii. একটি বিষয় বারবার বলে
iii. প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাসনা তৈরি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৫১. কাওসার সাহেব আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে শিৰার্থীদের দয়া ও ভালোবাসা দিয়ে পাঠদান করেন। তিনি– (প্রয়োগ)
i. একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিৰক
ii. একজন আদর্শবান শিৰক
iii. একজন ভালোবাসাসম্পন্ন শিৰক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৫২. বরকত সাহেবকে সবাই আদর্শবান শিৰক হিসেবে সম্বোধন করেন। যেসব গুণের জন্য তিনি এ খ্যাতি পেয়েছেন– (প্রয়োগ)
i. কাজে কৌশলী ও সাহাসী হয়ে
ii. কথা ও কাজে মিল রেখে চলাফেরা করেন
iii. ছাত্রদের দয়া ও ভালোবাসা দিয়ে পাঠদান করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৫৩. একজন ভালো শিৰক গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। কারণ তিনি– (উচ্চতর দৰতা)
i. সবসময় জ্ঞানচর্চা করেন
ii. মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখেন
iii. সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা রাখেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫৪ ও ৩৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জীবন নিয়মিত লেখাপড়া করে। নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকে। সে শিৰককে সম্মান করে। এজন্য সবাই তাকে ভালোবাসে।

৩৫৪. জীবনকে আমরা কী বলব? (প্রয়োগ)

ক ভালো ছেলে খ ভালো সহপাঠী
গ শিৰানবিশ ● আদর্শ শিৰার্থী

৩৫৫. জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে– (উচ্চতর দৰতা)

i. শিৰকগণের আদেশ–নিষেধ মেনে চলা
ii. শরীর ও পোশাক–পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা
iii. নিয়মিত শ্রেণিতে আলোচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫৬ ও ৩৫৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আনিকা ও আনিশা একই স্কুলে পড়ে। তাদের চালচলনে বৈপরীত্য লৰণীয়। আনিকা দেখা সাৰাতে সবাইকে সালাম দেয়। কুশল বিনিময় করে, পৰান্তরে আনিশা দেখা সাৰাতে কাউকে সালাম করে না। কুশল বিনিময় করে না। শিৰকগণ আনিকাকে খুব পছন্দ করে।

৩৫৬. আনিকার এরূ প আচরণকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক আখলাকে বারিদা খ আখলাকে যামিমাহ
● আখলাকে হামিদাহ ঘ আখলাকে মারিদা

৩৫৭. আনিশার উচিত– (উচ্চতর দৰতা)

i. শিৰকদের সালাম দেওয়া
ii. সবার সাথে কুশল বিনিময় করা
iii. সমালোচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১১ : শিক্ষা ও নৈতিকতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১০৪

At a Glance

- ইসলামি জীবনব্যবস্থায় নৈতিকতার গুরবত্ব — অপরিসীম।
- নীতিহীন ও চরিত্রহীন মানুষ — চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট।
- নৈতিকশিৰা ইসলামি শিৰার — অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- জাতির মেরবদণ্ড — শিৰা।
- ইসলাম শিৰার মূল উৎস ২টি।
- ইসলাম শিৰার প্রথম উৎস — আল–কুরআন।
- জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ — উত্তম চরিত্র।
- মানব হৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে — শিৰা।
- ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ হলো — নৈতিকতা।
- সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো — সুন্দর চরিত্র।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫৮. মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে কোনটি? (জ্ঞান)

ক পিতামাতা ● শিৰা
গ বন্ধুবান্ধব ঘ আত্মীয় স্বজন

৩৫৯. যে শিৰাব্যবস্থায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূ পে তুলে ধরা হয়েছে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)

● ইসলাম শিৰা খ শিৰা
গ সাধারণ শিৰা ঘ নৈতিক শিৰা

৩৬০. দবির হোসেন 'ক' নামক শিৰাকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূ পে তুলে ধরেছেন। এখানে 'ক' বলতে কোন শিৰাকে বুঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)

● ইসলামি শিৰা খ পার্থিব শিৰা
গ দুনিয়াবি শিৰা ঘ সাধারণ শিৰা

৩৬১. ইসলাম শিৰার তৃতীয় উৎস কোনটি? (জ্ঞান)

ক কুরআন ● ইজমা গ হাদিস ঘ কিয়াস

৩৬২. ইসলাম শিৰার চতুর্থ উৎস কোনটি? (জ্ঞান)

ক কুরআন খ ইজমা গ হাদিস ● কিয়াস

৩৬৩. রাসুল (স) কোন ব্যক্তিকে সর্বোত্তম বলে অভিহিত করেছেন? (জ্ঞান)

ক শিৰককে খ ইমামকে
● নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঘ ইমামকে

৩৬৪. জাহাঙ্গীর সাহেব ইসলাম শিৰার মাধ্যমে নৈতিকতা অর্জন করেছেন। এর ফলে তার জীবন কেমন হবে? (উচ্চতর দৰতা)

ক কষ্টকর ও সরল খ অনুন্নত ও অসচ্ছল
● সুন্দর ও উন্নত ঘ নিকৃষ্ট ও অবহেলিত

৩৬৫. ইসলাম পার্থিব জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরবত্ব দিয়েছে। তবে তার বিধান হলো– (উচ্চতর দৰতা)

● নৈতিকতার সমন্বয় থাকতে হবে
খ উপার্জনে সহায়ক হতে হবে
গ গরিবের কল্যাণে আসতে হবে
ঘ সমাজের আলেম শ্রেণির উপকারে আসতে হবে

৩৬৬. মানুষকে ইমান ও নৈতিকতা শিৰা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন কে? (জ্ঞান)

ক হযরত আদম (আ) ● হযরত মুহাম্মদ (স)
গ হযরত দাউদ (আ) ঘ হযরত মুসা (আ)

৩৬৭. মহানবি (স) নীতিবান লোককে কী হিসেবে অভিহিত করেছেন? (জ্ঞান)

ক মুত্তাকি ● পরিপূর্ণ মুমিন
গ আলেম ঘ মুরতাদ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬৮ ও ৩৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সমাজ সেবক মানিক বরাবরই গ্রামে একজন সৎ এবং আদর্শবান মানুষ হিসেবে পরিচিত। তিনি ইসলাম সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেনে তা নিজের পরিবার এবং সমাজে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন।

৩৬৮. অনুচ্ছেদে শিৰার সাথে কিসের সম্পর্ক পরিলৰিত হচ্ছে? (প্রয়োগ)

ক মনের ● নৈতিকতার গ উপার্জনের ঘ আত্মার

৩৬৯. উক্ত সম্পর্ক একজন মানুষকে– (উচ্চতর দৰতা)

i. প্রকৃত মানুষে পরিণত করে
ii. অর্থ উপার্জনে সহায়তা করে
iii. পূর্ণ ইমানদার হিসেবে তৈরি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১২ ও ১৩ : জিহাদ, জিহাদ সন্ত্রাসবাদ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭

At a Glance

- জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদকে বলে — জিহাদে কাবির।
- জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর হলো — ইসলামের শত্রবদের বিরবদ্ধে জিহাদ করা।
- জিহাদ অর্থ — চেষ্টা।
- ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ — ৩ প্রকার।
- ইসলামের শত্রবদের সাথে যুদ্ধ করা — জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর।
- সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই — জিহাদ।
- যে ব্যক্তি স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করে সে প্রকৃত — মুজাহিদ।
- স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করা হলো — সবচেয়ে বড় জিহাদ।
- সন্ত্রাসবাদের আরবি প্রতিশব্দ — ইরহাব।
- ইসলাম মানুষকে শিখিয়েছে — মানবতা।
- জিহাদের মাধ্যমে — অবসান ঘটে জুলুমের।
- অন্যায়ভাবে ৰমতা দখল হলো — সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য।
- মানুষকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈকিতগুণে গুণান্বিত করা — জিহাদের উদ্দেশ্য।
- রাসুল (স) প্রত্যৰ ও পরোৰভাবে অংশগ্রহণ করেন — প্রায় একশ জিহাদে।
- আমরা আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করব — জিহাদের মাধ্যমে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭০. জিহাদ কোন জাতীয় শব্দ? (জ্ঞান)

● আরবি খ ফারসি গ উর্দু ঘ গুজরাটি

৩৭১. জিহাদ অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক যুদ্ধ করা খ জ্ঞানার্জন করা
গ বল প্রয়োগ করা ● সাধনা করা

৩৭২. জিহাদ অর্থ নয় কোনটি? (জ্ঞান)

ক চেষ্টা করা খ সাধনা করা গ সংগ্রাম করা ● পবিত্র যুদ্ধ

৩৭৩. সত্য ও ন্যায়ের পৰে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরবদ্ধে সব ধরনের চেষ্টার নাম কী? (জ্ঞান)

● জিহাদ খ যুদ্ধ গ নৈতিকতা ঘ সততা

৩৭৪. নিচের কোনটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ? (জ্ঞান)

● জিহাদ খ গাজী গ মুজাহিদ ঘ শহিদ

৩৭৫. জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত? (উচ্চতর দৰতা)

● আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জন খ রাজ্য দখল

ⓖ শহিদ হওয়া ⓘ বীরত্ব প্রদর্শন

৩৭৬. জিহাদ কার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ নবি–রাসুলগণের ● আল্লাহর
ⓖ ফেরেশতাদের ⓘ মানুষের

৩৭৭. "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত" এটি কোন সূরার আয়াত? (প্রয়োগ)
ⓚ সূরা তাহা ⓛ সূরা আরাফ
ⓖ সূরা আন–নাহল ● সূরা আল–হাজ

৩৭৮. শামিম জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসতে চায়। এজন্য তাকে কী করতে হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ যুলুমের অবসান ঘটাতে হবে
ⓛ মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে
ⓖ শোষণের অবসান ঘটাতে হবে
● জিহাদ করতে হবে

৩৭৯. কারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে? (অনুধাবন)
ⓚ ইমানদারগণ ● মুজাহিদগণ
ⓖ পুণ্যবানগণ ⓘ সাহসী মুসলমানগণ

৩৮০. সাজু একটি অফিসে চাকরি করে। তার সুদ ও ঘুষ খাওয়ার সুযোগ থাকলেও নিজেকে তা থেকে দূরে রাখে। তার এ কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে– (প্রয়োগ)
● নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ⓛ জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ
ⓖ ইসলামের বিরুদ্ধে জিহাদ ⓘ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

৩৮১. নিজের নফসের সাথে জিহাদ করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ জিহাদে আসগর ⓛ জিহাদে কাবির
● জিহাদে আকবর ⓘ জিহাদে হক

৩৮২. ইবলিস ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোন ধরনের জিহাদ? (জ্ঞান)
ⓚ ছোট জিহাদ ● বড় জিহাদ
ⓖ মধ্যম জিহাদ ⓘ যাহিরি জিহাদ

৩৮৩. বড় জিহাদ কীভাবে করা যায়? (অনুধাবন)
ⓚ দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে জিহাদ করে ● কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে
ⓖ মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ⓘ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে

৩৮৪. রফিকুল সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় লেখালেখি করে। তার এ লেখালেখি কোন জিহাদের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ⓚ জিহাদে সগীর ● জিহাদে কাবির
ⓖ জিহাদে আসগর ⓘ ছোট জিহাদ

৩৮৫. জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর কোনটি? (জ্ঞান)
● ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ ⓛ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ
ⓖ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ ⓘ আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ

৩৮৬. জামাল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সর্বদা চেষ্টা করে। সে কী ফজিলত লাভ করবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ সার্বিক মর্যাদা ⓛ ইহলৌকিক উন্নতি
ⓖ সুনাম–সুখ্যাতি ● জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না

৩৮৭. সন্ত্রাসবাদের আরবী প্রতিশব্দ কোনটি? (অনুধাবন)
● আল–ইরহাব ⓛ আল–আরহাম
ⓖ আল–জিহাদ ⓘ আল–কিতাল

৩৮৮. পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
● সন্ত্রাসবাদ ⓛ যুদ্ধ ⓖ হত্যা ⓘ জিহাদ

৩৮৯. একশ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলছে কেন? (অনুধাবন)
ⓚ ইসলামের সাথে শত্রুতার কারণে
ⓛ জিহাদ ও সন্ত্রাস একই হওয়ার কারণে
ⓖ জিহাদ সন্ত্রাসের নামান্তর বলে
● ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে

৩৯০. অন্যায় ও অনৈতিকভাবে বল প্রয়োগ করা হলো– (অনুধাবন)
ⓚ জিহাদ ● সন্ত্রাসবাদ ⓖ গণতন্ত্র ⓘ সমাজতন্ত্র

৩৯১. রাসুল (স) কতগুলো জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন? (অনুধাবন)
● প্রায় ১০০ ⓛ প্রায় ১৫০ ⓖ প্রায় ৫০ ⓘ প্রায় ২০০

৩৯২. রাসুলুল্লাহ (স)–এর অংশ নেওয়া সবগুলো জিহাদ মিলিয়ে উভয় পক্ষে কত লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল? (অনুধাবন)
ⓚ ২০০ এর কম ⓛ ৩০০ এর কম
ⓖ ৪০০ এর কম ● ৫০০ এর কম

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৯৩. জিহাদ বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ii. আল্লাহর দীনকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা
iii. হত্যা ও প্রতিশোধ নেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৯৪. জিহাদের উদ্দেশ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বান্দাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করা
ii. যুদ্ধ করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা
iii. শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৯৫. সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ক্ষমতা দখল ii. লুটতরাজ
iii. সম্পদ অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৯৬. ইসলামের সাথে সম্পর্ক নেই– (অনুধাবন)
i. জঙ্গিবাদের ii. জিহাদের
iii. খুন–খারাবির
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩৯৭. কুপ্রবৃত্তি দমন করাকে বলে– (অনুধাবন)
i. বড় জিহাদ ii. বাতিনী জিহাদ
iii. জিহাদে আকবর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯৮ও ৩৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মানিক সাহেব একটি সরকারি অফিসে চাকরি করেন। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের নানা সুযোগ থাকলেও তিনি তা থেকে দূরে থাকেন এবং সৎভাবে জীবনযাপন করেন।

৩৯৮. মানিক সাহেবের কাজে কোন জিহাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ⓛ জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ
● নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ⓘ ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ

৩৯৯. এ ধরনের জিহাদের মূল উদ্দেশ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ii. আত্মার পরিশুদ্ধি
iii. সামাজিক সম্মান অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪০০ ও ৪০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তপাত করতে শেখায়নি। কিন্তু বর্তমানে জিহাদের নামে খুন, হত্যা, রাহাজানি করা হচ্ছে।

৪০০. জিহাদের নামে এ ধরনের আচরণকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ⓚ জিহাদ ● সন্ত্রাসবাদ ⓖ ট্যুরিজম ⓘ ফ্যাসিবাদ

৪০১. এ ধরনের কাজের উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ক্ষমতা দখল ii. সম্পদ অর্জন করা
iii. নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪০২ ও ৪০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিকেল বেলা ছাদে গিয়ে রায়সা দেখল কতিপয় মহিলা একত্রিত হয়ে একে অন্যের গিবত করছে। রায়সা তাদেরকে গিবত করতে নিষেধ করে বলল, গিবত করা মৃত ভাই–এর গোশত খাওয়ার মতো।

৪০২. রায়সার কাজে কোন জিহাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলো? (প্রয়োগ)
ⓚ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ● জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ
ⓖ ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ ⓘ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

৪০৩. এ ধরনের জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ⓛ রাসুলের সন্তুষ্টির অর্জন
ⓖ সমাজে সম্মান পাওয়া ⓘ সবার কাছে ভালো হওয়া

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০৪. মানুষ আলৱাহর সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়– (উচ্চতর দৰতা)

i. রাসুল (স)–এর প্রতি আনুগত্য ii. আলৱাহর প্রতি আনুগত্য
iii. আলৱাহর দাসত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪০৫. সালাত ও সাওম হলো– (অনুধাবন)

i. হাক্কুলৱাহ ii. হাক্কুল ইবাদ
iii. ফরজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০৬. জনাব হাসিবুর রহমান প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে গিয়ে এক ধরনের ইবাদত করেন। এটি যে ধরনের ইবাদতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– (প্রয়োগ)

i. সালাত ii. নামায
iii. রোযা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০৭. মুমিন–মুসলমানরা জাতীয় ঐক্যের শিৰা লাভ করে– (উচ্চতর দৰতা)

i. জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে
ii. ইমামের অনুসরণের মাধ্যমে
iii. পরস্পরের সাথে দেখা হওয়ার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪০৮. সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আলৱাহর সন্তুষ্টির লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে বলে– (অনুধাবন)

i. সাওম ii. নামায
iii. রোযা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০৯. আলতাফ সাহেব যাকাতের অর্থ দান করে কিছু মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। তার এ কাজের মাধ্যমে– (প্রয়োগ)

i. অভাবীরা অভাবমুক্ত হয়েছে ii. আলৱাহর বিধান পালিত হয়েছে
iii. আলৱাহর বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১০. মহান আলৱাহ মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরজ করেছেন, কারণ যাকাত– (উচ্চতর দৰতা)

i. সামাজিক বৈষম্য দূর করে
ii. নৈতিক পরিশুদ্ধতা দান করে
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাসে সহায়তা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪১১. ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মফিজ সাহেবের হজের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি হজ করছেন না। তার কাজে লঙ্ঘিত হচ্ছে– (প্রয়োগ)

i. আলৱাহর বিধান ii. রাষ্ট্রের বিধান
iii. রাসুল (স)–এর নির্দেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১২. আদনান সারাদিন ইটের ভাটায় কাজ করে যে মজুরি পায় তাই দিয়ে সংসারের খরচ মেটায়। ইসলামের দৃষ্টিতে তার উপার্জন– (প্রয়োগ)

i. হালাল ii. উত্তম ও পবিত্র
iii. আলৱাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪১৩. মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির ইসলাম প্রদত্ত আদর্শ শ্রমনীতি অনুসরণ করা উচিত। তাহলে– (উচ্চতর দৰতা)

i. দেশের কল্যাণ হবে
ii. ইসলামের কল্যাণ হবে
iii. জাতির কল্যাণ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১৪. হাদিস হলো– (অনুধাবন)

i. মহানবি (স)–এর বাণী, কাজ ও মৌনসম্মতি
ii. ইসলাম শিৰার দ্বিতীয় উৎস
iii. আলৱাহ তায়ালার বাণী ও বিধান

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১৫. ইসলাম শিৰার ভিত্তি যে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো– (অনুধাবন)

i. তাওহিদ ii. রিসালাত
iii. আখিরাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪১৬. ইসলামি শিৰার উৎস হলো– (অনুধাবন)

i. ইজমা ii. কিয়াস
iii. কুরআন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪১৭. পারভীন শিৰকতাকে প্রিয় পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ এটি– (উচ্চতর দৰতা)

i. অধিক রোজগারে সাহায্য করে
ii. অধিক সম্মান ও মর্যাদার পেশা
iii. স্বয়ং রাসুল (স) শিৰক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন তাই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১৮ ও ৪১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্কুলের টিফিনের সময় ইমরান তার বন্ধু জামালকে নামায আদায়ের জন্য ডাকল। কিন্তু জামাল তাকে অগ্রাহ্য করে টিফিন করে ক্লাসে গিয়ে বসল। ইমরান মনে খুব কষ্ট পেল।

৪১৮. জামাল কোনটি অগ্রাহ্য করল? (প্রয়োগ)

ক সামাজিক বিধান খ স্কুলের বিধান
● আলৱাহর বিধান ঘ রাসুল (স) এর বিধান

৪১৯. জামাল তার কাজের ফলে বঞ্চিত হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলৱাহর নৈকট্য লাভ থেকে
ii. অধিক সওয়াব লাভ থেকে
iii. সামাজিক সম্প্রীতি ও সাহায্য থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪২০ ও ৪২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আবদুল কাদির গ্রামের বিত্তশালী লোক। তিনি আলৱাহর এমন একটি বিধান পালন করেন, যার মাধ্যমে তিনি ৰুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কত পীড়াদায়ক হতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারেন।

৪২০. আবদুল কাদির আলৱাহর কোন বিধানটি পালন করেছেন? (প্রয়োগ)

ক সালাত ● সাওম গ যাকাত ঘ হজ

৪২১. উক্ত বিধানটির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সমাজে সম্মান বাড়ানো ii. তাকওয়া অর্জন করা
iii. সম্পদ পরিশুদ্ধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ● ii গ iii ঘ i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪২২ ও ৪২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব মুহাম্মদ আলি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বছর বছর হজ করলেও তিনি সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করেন না।

৪২২. জনাব মুহাম্মদ আলির মনমানসিকতা আলৱাহর কোন আইনের লঙ্ঘন? (প্রয়োগ)

● ফরজ খ সুন্নত গ নফল ঘ ওয়াজিব

৪২৩. ইসলামের দৃষ্টিতে জনাব মুহাম্মদ আলি– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলৱাহর আইন অমান্য করেছেন
ii. গরিব–দুঃখীদের হক নষ্ট করেছেন
iii. নিজের মূলধন ঠিক রেখেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ● i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে আলোকে ৪২৪ ও ৪২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রানা জামিলের বাড়িতে কাজ করে। জামিল একজন সৎ মানুষ। তাই সে শ্রমিকের প্রতি অত্যাচার করে না। সে যা খায়, যা পরে রানাও তা খায়, তা পরে। জামিল রানাকে কোনো কঠিন কাজ দেয় না। কঠিন কাজ হলে রানার কাজে জামিল সাহায্য করে।

৪২৪. অনুচ্ছেদের জামিল– (প্রয়োগ)

i. শ্রমিকের হক আদায় করেন ii. রাসুলের নির্দেশ পালন করেন
iii. হযরত উমর (রা)–এর নির্দেশ পালন করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪২৫. অনুচ্ছেদের জামিলের কাজের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হবে ii. শ্রমিকের হক আদায় হবে
iii. ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪২৬ ও ৪২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিদওয়ান ফল বিক্রি করে। সে ফলের মধ্যে ফরমালিন দেয়। এ কাজের জন্য একদিন সে নিজেকে অপরাধী ভাবতে থাকে। এমতাবস্থায় পরামর্শ নেওয়ার জন্য ইমাম সাহেবের কাছে গেলে তিনি বললেন, তোমাকে বৃহত্তম জিহাদ করতে হবে।

৪২৬. ইমাম সাহেব যে ইবাদত করতে বললেন তা কত প্রকার? (প্রয়োগ)

ⓚ এক ⓖ দুই ● তিন ⓖ চার

৪২৭. উক্ত ইবাদত সংঘটিত হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কাফেরের বিরুদ্ধে
ii. কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে
iii. মুনাফিকের বিরুদ্ধে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ● ii ⓖ i ও ii ⓖ ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ শ্রমিকের অধিকার ও ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক

সেলিম ও আরিফ সাহেব দু'বন্ধু। সেলিম সাহেব একটি বিরাট কারখানার মালিক। এখানে শতাধিক শ্রমিক কাজ করে। তিনি শ্রমিকদের পাওনা প্রদানে প্রায়ই গড়িমসি করেন। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। যথারীতি বেতন–ভাতাদি না পাওয়ায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে আরিফ ছোটবেলা থেকে পরোপকারী ছিলেন। তিনি লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। একদিন রাস্তায় স্কুল শিক্ষকের সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে গাড়িতে উঠিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেন। [স. বো. '১৬]

ক. জিহাদ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মহানবি (স) এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল কেন? ২
গ. সেলিম সাহেবের আচরণে কার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে? ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরিফ তার শিক্ষকের যোগ্য উত্তরসূরি– পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জিহাদ শব্দের অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি।

খ কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কায় রাসুলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। মহানবি (স)–এর জীবদ্দশায় আল–কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় হাদিস লিখে রাখলে তা আল–কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায় হাদিস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়নি।

গ সেলিম সাহেবের আচরণে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ইসলামে শ্রমিকের অধিকার সুস্পষ্ট। মহানবি (স) শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি শ্রমিকের পারিশ্রমিক খুব দ্রুত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' তাই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। অথচ উদ্দীপকের সেলিম সাহেব তার কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পাওনা দিতে গড়িমসি করে, যা ইসলাম অনুমোদন করে না। শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। মালিকরা যাতে শ্রমিকের প্রতি নির্দয় না হয়ে তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক যথাসময়ে প্রদান করে সে ব্যাপারে মহানবি (স) নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ কর না।' কিন্তু উদ্দীপকের সেলিম সাহেব মহানবি (স)–এর এসব নির্দেশ অমান্য করে তার কারখানার শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে অহেতুক বিলম্ব করেন। সুতরাং বলা যায়, সেলিম সাহেবের আচরণে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ আরিফ তার শিক্ষকের যোগ্য উত্তরসূরি'– উক্তিটি যথার্থ। শিক্ষক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। পিতামাতার পরই শিক্ষকের মর্যাদা। কেননা, শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন একজন শিক্ষক। শিক্ষক তার ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎপথ দেখান। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষক হতে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আদর্শ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতাপুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, শিক্ষকও তেমনি তাঁর ছাত্রদের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎপথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অন্যদিকে ছাত্রও তার শিক্ষক থেকে জ্ঞান ও আদর্শের উত্তরাধিকারী হয়। যেমন উদ্দীপকের ছাত্রজীবন থেকে পরোপকারী আরিফ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বে রাস্তায় স্কুল শিক্ষকের সাথে দেখা হলে তিনি তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে গাড়িতে উঠিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেন। এভাবে আরিফ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে তার শিক্ষকের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

প্রশ্ন– ২ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আলমগীর সাহেব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের জিহাদ করা কর্তব্য। এ জিহাদ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। অনেকেই জিহাদ বলতে শুধু রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বুঝেন। এটা সঠিক নয়। ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছেন। বাস্তবে উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বর্তমান। তিনি আরও বলেন যে, 'মানুষকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিক গুণে গুণান্বিত করাও জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।' [স.বো. '১৬]

ক. হারবুল ফিজার অর্থ কী? ১
খ. 'সাওম ঢালস্বরূপ' বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. শিক্ষক আলমগীর সাহেব আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জিহাদ ও সন্ত্রাস সম্পর্কে যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হারবুল ফিজার অর্থ অন্যায় যুদ্ধ।

খ সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢালস্বরূপ। যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ ঢাল ব্যবহার করে। ঢাল যেমন মানুষকে আঘাত থেকে রক্ষা করে, তেমনি সাওম মানুষকে নানাবিধ অন্যায়, অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করে। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহর ভয়ে সে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে।

গ উদ্দীপকে শিক্ষক আলমগীর সাহেব 'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে' জিহাদ দ্বারা জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইসলামি পরিভাষায় জানমাল, ইলম, আমল, লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করাই হলো জিহাদ। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু জিহাদ হতে পারে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন– "ওয়া জাহিদু ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহি"

অর্থ: "তোমরা আলৱাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" (সূরা আল–হাজ্জ, আয়াত ৭৮) জিহাদ ইসলামের একটি আমল। দীনকে সমুন্নত রাখা ও আলৱাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ৰেত্রে জিহাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা মুমিনের কর্তব্য। মূলত শান্তির জন্য জিহাদ। বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আলৱাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য। উদ্দীপকে শিৰক জিহাদের এ মমার্থ বোঝাতেই বলেছেন– মহান আলৱাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই জিহাদ।

ঘ উদ্দীপকে জিহাদ ও সন্ত্রাসের পার্থক্য দেখিয়ে বলা হয়েছে জিহাদ শুধু রক্তপাত ও কতল নয়, বরং তা হচ্ছে সন্ত্রাস। ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে। বস্তুত উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। রাজ্য জয়, ৰমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন–খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আলৱাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য। আলৱাহর তায়ালা বলেন– "ওয়া কাতিলুহুম হাত্তা লাতাকুনা ফিতনাতুন ওয়া ইয়াকুনাদ দিনু কুলরুহু লিলরাহি"। অর্থ : "এবং তোমরা তাদের বিরবদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতৰণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আলৱাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আল–আনফাল, আয়াত ৩৯) বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন–খারাবি ও নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তা সন্ত্রাসেরই নামান্তর। বস্তুত জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়।

প্রশ্ন– ৩ যাকাত ও হজ

শরীফ ও আরিফ দুই সহোদর। উভয়ই ব্যবসার মাধ্যমে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন। প্রতি বছর রমজান মাসে তাঁর সম্পদ থেকে কিছু অর্থ আত্মীয়–স্বজন ও গরিব–দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করেন। অপরদিকে কেউ আরিফকে হজ করতে বললে তিন বলেন, এটা তো এক প্রকার অপচয়। এভাবে অর্থ অপচয় না করে তা গরিব–দুঃখীদেরকে দান করলে তারা উপকৃত হবে। [স. বো. '১৫]

ক. 'সালাত' এর ফার্সি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. ইসলামে ইল্‌ম অর্জন করা ফরজ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শরীফের দানের মাধ্যমে যাকাত আদায় হয়েছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হজের ব্যাপারে আরিফের ধারণার পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সালাত' এর ফার্সী প্রতিশব্দ হলো নামায।

খ পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূ পে গড়ে উঠতে ইসলামে ইলম অর্জন করা ফরজ হয়েছে।
জ্ঞানবান ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করে। যেমন মহান আলৱাহ বলেছেন–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আলৱাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবে।" মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন– "ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

গ না, শরীফের দানের মাধ্যমে যাকাত আদায় হয় নাই। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ টাকা হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। নিসাব হলো ন্যূনতম সম্পদ, যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়। এৰেত্রে যাকাত প্রদানে ধনীর সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয় বরং এটা গরিবের অধিকার। তাই আলৱাহ যাকাত আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, শরীফ প্রতি বছর রমজান মাসে তার সম্পদ থেকে কিছু অর্থ আত্মীয়–স্বজন ও গরিব–দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করেন। তার এ ধরনের অর্থ বিতরণ মূলত যাকাত আদায়ের মধ্যে পড়ে না। তার অর্থ বিতরণ হলো একটি সাধারণ দান–সাদকা। যাকাত আদায় যদি সে সঠিকভাবে করতে চায় তাহলে তাকে নির্দিষ্ট খাতে শতকরা আড়াই টাকা ব্যয় করতে হবে। তবেই তার যাকাত আদায় হবে। উপরোক্ত পর্যালোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, শরীফের দানের মাধ্যমে যাকাত আদায় হয়নি।

ঘ হজের ব্যাপারে আরিফের ধারণার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ মহান আলৱাহ তায়ালার পবিত্র কুরআন ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর পবিত্র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে আলৱাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুলরাহ ও তৎসংশিৱষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করা। হজ ঐ সমস্ত ধনী মুসলমানদের ওপর ফরজ যাদের সেথায় যাওয়ার ও হজের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। মহান আলৱাহ তায়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ

অর্থ : "মানুষের মধ্যে যার আলৱাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার ওপর আলৱাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭) অথচ উদ্দীপকে আরিফকে কেউ হজের কথা বললে তিনি বলেন, এটা তো এক প্রকার অপচয়। তার এ ধরনের ধারণাভিত্তিক কথা ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হজকে অস্বীকার করে কেউ মুমিন থাকতে পারে না। আরিফের ধারণা হজের টাকা গরিব দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করলে তারা উপকৃত হবে। তার এ ধারণাও সম্পূর্ণ অলীক মাত্র। হজের টাকা কাউকে দান করলে কোনো সাওয়াব হবে না। কারণ হজকে তিনি অস্বীকার করে কাফির হয়েছেন। আর কাফিরের জন্য সাওয়াবের কোনো কিছুই নাই।

প্রশ্ন– ৪ শিৰা ও নৈতিকতা

আজমল সাহেব উচ্চ শিৰিত হলেও তাঁর কথাবার্তা ও আচার–আচরণে সৌজন্যবোধের চিহ্নমাত্র নেই। তাঁর চালচলন, ওঠা বসা, লেনদেন সবকিছুই আপত্তিকর। অপরদিকে তাঁরই বন্ধু আসগর সাহেবের সততা, সদাচার, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টিকথা ও উন্নত চরিত্রে সবাই মুগ্ধ। [স. বো. '১৫]

ক. ইসলাম শিৰার মূল উৎস কয়টি? ১
খ. একজন শিৰার্থীর যেকোনো দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আজমল সাহেবের শিৰায় কোন দিকটির অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আসগর সাহেবের এরূ প আচরণ ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম শিৰার মূল উৎস দুইটি।

খ শিৰকগণের আদেশ–নিষেধ মেনে চলা এবং সাৰাৎ হলে বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া হলো– একজন শিৰার্থীর দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শিৰকগণ হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। পিতামাতার পরই শিৰকের মার্যাদা। শিৰক পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। শিৰকগণের প্রতিটি আদেশ–নিষেধ পালন করা একজন আদর্শ শিৰার্থীর বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, শিৰকের সাথে সাৰাৎ হলে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে তাঁর খোঁজখবর নেওয়াও একজন আদর্শ শিৰার্থীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে শিৰকের মনে ছাত্রদের প্রতি একটি মমতা তৈরি হয় যা তার ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য মাইলফলক।

গ আজমল সাহেবের শিৰায় নৈতিকতার দিকটির অভাব রয়েছে। সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টি কথা, ও উন্নত চরিত্র– এ সবকিছুর সমন্বয় হলো নৈতিকতা। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাল–চলন, উঠা–বসা, আচার–ব্যবহার, লেনদেন সবকিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় তখন তাকে নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে। উদ্দীপকের আজমল সাহেবের শিৰায় উপরোলিৱখিত সৎগুণাবলির সবগুলোই অনুপস্থিত। তিনি উচ্চ শিৰিত হলেও তার কথাবার্তা ও আচার–আচরণে সৌজন্যবোধের চিহ্নমাত্র নেই। তার চাল–চলন, উঠা–বসা, লেনদেন সবকিছুই আপত্তিকর। মূলত তিনি দুর্জন বিদ্যান। এ ধরনের বিদ্যান ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের অমঙ্গল বৈ মঙ্গল নেই। তার সান্নিধ্যে কোনো শিৰার্থী এলে সে তার অনৈতিকতার বদগুণে প্রভাবিত হয়ে জীবন ধ্বংস করবে। উপরোলিৱখিত

আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আজমল সাহেবের শিৰায় নৈতিকতার দিকটির বড়ই অভাব রয়েছে।

ঘ আসগর সাহেবের নৈতিকতাপূর্ণ আচরণ ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় গুরবত্বপূর্ণ। নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসুলুলরাহ (স) সর্বোত্তম লোক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।" নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করলে তার জীবন সুন্দর ও উন্নত হয়। এর মাধ্যমে সে অর্জন করে সম্মান ও মর্যাদা। ইসলামি শিৰার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা শিৰা দেওয়া। উদ্দীপক পাঠ করলে দেখা যায় যে, আসগর সাহেব এরকমই একজন নৈতিকতাপূর্ণ আদর্শবান মানুষ। যিনি নৈতিকতা তথা উত্তম চরিত্রের ধারক ও বাহক। তার সততা, সদাচার, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টিকথা ও উন্নত চরিত্রে সবাই মুগ্ধ। এরকম উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির সংস্পর্শে যে কোনো ব্যক্তি এসে বিমোহিত হয়ে আদর্শ মানুষে পরিণত হয়।

আসগর সাহেবের মতো মানুষ সম্পর্কেই ইসলামে প্রশংসামূলক আলোচনা রয়েছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) নীতিবান লোককে পরিপূর্ণ মুমিন হিসেবে অভিহিত করে বলেন–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا-

অর্থ : "চরিত্রের বিচারে যে লোকটি উত্তম মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী।" (তিরমিযি)

মানুষের নৈতিকতা যত উন্নত হবে, সে তত উত্তম মানুষে পরিণত হবে। এভাবে সে আলরাহ এবং তাঁর রাসুল (স) এর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই লোকটিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যার আখলাক (নৈতিকতা) সবচাইতে সুন্দর।" (বুখারি)। ইসলামি শিৰার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আসগর সাহেবের মতো পরিপূর্ণ নৈতিকতা লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ ইবাদত

জামাল সাহেবকে তার গ্রামের সবাই ভালো মানুষ হিসেবে জানেন। কেননা মানুষের বিপদে–আপদে সর্বদা পাশে থাকা তার স্বভাব। তবে সালাত ও সাওম পালনে তিনি বেশ উদাসীন। একদিন তার বন্ধু বেলাল সাহেব তাকে বলেন, তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সুখময় হতো যদি তুমি সমাজ সেবার পাশাপাশি আলরাহর হক ঠিকমতো আদায় করতে। [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ]

ক. ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কী? ১
খ. ইবাদত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জামাল সাহেবের কাজগুলো ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বেলাল সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হলো মহান আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

খ ইবাদত অর্থ হলো চূড়ান্তভাবে দীনতা–হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া। আর ইসলামি পরিভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজকর্মে আলরাহ তায়ালার বিধিবিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

গ ইসলামের দৃষ্টিতে জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ড হাক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি, হাক্কুল ইবাদ হলো মানুষের হক বা অধিকার। আমরা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি। একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দেই। আপদে–বিপদে একে অপরকে সাহায্য–সহযোগিতা করি। পরস্পরের এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাক্কুল ইবাদ। উদ্দীপকে দেখা যায়, জামাল সাহেব মানুষের বিপদে–আপদে সর্বদা পাশে থাকেন। তবে সালাত ও সাওম পালনে তিনি বেশ উদাসীন। অর্থাৎ মানুষের বিপদে পাশে থেকে তিনি হাক্কুল ইবাদ আদায় করলেও সালাত ও সাওম পালনে উদাসীনতার কারণে তিনি আলরাহর হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডের দ্বারা শুধুমাত্র হাক্কুল ইবাদ আদায় হয়েছে। তবে আলরাহর সন্তুষ্টি ও সার্বিক সফলতা অর্জনের জন্য তাকে হাক্কুল ইবাদ আদায় করার পাশাপাশি আলরাহর হক পালনেও সচেষ্ট হতে হবে।

ঘ বেলাল সাহেবের বক্তব্য যথার্থ। ইবাদত দুই ধরনের : (ক) হাক্কুলরাহ ও (খ) হাক্কুল ইবাদ। আলরাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুলরাহ বলে। আর মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং সহানুভূতি হলো হাক্কুল ইবাদ। সুতরাং হাক্কুলরাহকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানুষের প্রতি দায়িত্ব–কর্তব্য পালন করলে আলরাহর বিধিবিধানের অংশ বিশেষ পালন করা হবে। এতে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত সফলতা লাভ করা যাবে না। তাই আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সার্বিক সফলতা লাভের জন্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পাশাপাশি আলরাহর হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে, রমযান মাসে রোযা পালন এবং হজসহ অন্যান্য ইবাদত পালনে যত্নশীল হতে হবে। কিন্তু উদ্দীপকের জামাল সাহেব মানুষের বিপদ–আপদে সর্বদা পাশে থাকলেও সালাত ও সাওম পালনে যথেষ্ট উদাসীন। বিষয়টি প্রত্যৰ করে তার বন্ধু বেলাল সাহেব বলেন, 'তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সুখময় হতো যদি তুমি সমাজসেবার পাশাপাশি আলরাহর হক ঠিকমতো আদায় করতে।' বেলাল সাহেব এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার বন্ধু জামালকে উভয় প্রকার ইবাদত অর্থাৎ হাক্কুলরাহ ও হাক্কুল ইবাদ পালনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন; যা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, বেলাল সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ ও যুক্তিসংগত।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ সালাত

সেলিম তার বন্ধুদের সাথে বসে গল্প করছিল। এমন সময় আসর সালাতের আযান হলে সেলিম তার বন্ধুদের বলল, চল আমরা নামাযে যাই। কারণ আলরাহ বলেছেন, 'নামায কায়েম কর', এবং 'নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' একথা শুনে জামিম ছাড়া সবাই মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করল।[সাতৰীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. ইবাদত প্রথমত কয় প্রকার? ১
খ. সাওমের নৈতিক শিৰা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বন্ধু সেলিম জামিমকে কীভাবে নামায আদায়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবাদত প্রথমত দুই প্রকার।

খ সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে আলরাহভীতি ও আলরাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মানুষ আলরাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কিছুই পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে না। তাছাড়া সাওম মানুষকে লোভ–লালসা, হিংসা–বিদ্বেষ, ক্রোধসহ যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে মুক্ত থাকতে শেখায়। এভাবে সাওমের মাধ্যমে মানুষ নৈতিক শিৰা অর্জন করে।

গ বন্ধু জামিমকে সেলিম বিভিন্নভাবে নামায আদায়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। নামায একটি গুরবত্বপূর্ণ ইবাদত। ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো নামায। অথচ উদ্দীপকের জামিম নামাযের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেলিমের সব বন্ধুরা জামাআতের সাথে নামায আদায় করলেও একমাত্র জামিম নামায আদায় করেনি। এমতাবস্থায় বন্ধু জামিমকে নামায আদায়ে উদ্বুদ্ধ করতে সেলিম নামাযের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরবত্ব তুলে ধরতে পারে। যেমন : মহানবি (স) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে।' আলরাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' নামায মানুষকে আলরাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। নামায মানুষের গুনাহসমূহ দূর করে দেয়। নামাযের কারণে দৈনিক পাঁচবার একস্থানে মিলিত হওয়ার সুবাদে মুসলমানগণ একে অপরের খোঁজ–খবর নিতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। নামায আদায়ের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক সকল মতপার্থক্য ভুলে একসাথে কাজ করার শিৰা পায়। পরিশেষে বলা যায়, নামাযের উপরিউক্ত ধর্মীয় ও সামাজিক গুরবত্ব বুঝিয়ে দিয়ে জামিমকে নামায আদায়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ঘ 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে।'–এটি পবিত্র কুরআনের সূরা আল–আনকাবুতের ৪৫নং আয়াত। উদ্দীপকের সেলিম তার

বন্ধুদেরকে নামাযে উদ্বুদ্ধ করতে উক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করে। নামায হলো আলরাহর নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। নামাযের মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। নামাযকে বলা হয়েছে মুমিনগণের মিরাজ। আর যেহেতু নামায আলরাহর প্রতি বান্দার আনুগত্যের বাস্তবরূপ ও আলরাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যম, তাই আলরাহকে হাযির–নাযির জেনে নামায আদায় করলে আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এভাবে মনোযোগ সহকারে ও নিষ্ঠার সাথে আদায়কৃত নামায মানুষকে অতীত অন্যায় ও অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত করে।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ হজ

তেলসমৃদ্ধ আরব দেশের অন্যতম একটি আয়ের উৎস হলো বিদেশি নাগরিকদের ব্যয়। তার কারণ মুসলমানদের পবিত্র কাবাঘরকে কেন্দ্র করে একটি আনুষ্ঠানিকতা পালনের উদ্দেশ্যে লৰ লৰ মুসলমান প্রতি বছর ঐ দেশে সমবেত হন। আর তাদের ব্যয়কৃত অর্থ ঐ দেশের আয়ের অন্যতম উৎস।[সাতবীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. কোন ইবাদতের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক প্রশান্তি অর্জিত হয়? ১

খ. 'যাকাত ধনী ও গরিবের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে ইবাদতের প্রতিফলন ঘটেছে তার ধর্মীয় গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আনুষ্ঠানিকতায় রয়েছে ব্যাপক সামাজিক গুরবত্ব– মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাওম পালনের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়।

খ ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে মহান আলরাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে উঠবে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। এতে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

গ উদ্দীপকে যে ইবাদতের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো হজ। এর ধর্মীয় গুরবত্ব অপরিসীম। আমরা জানি, আলরাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজের মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুলরাহ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। সে মতে উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী পবিত্র কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে মুসলমানগণ যে আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন তার নাম হজ। ইসলামে এর ধর্মীয় গুরবত্ব অপরিসীম। হজ একটি ফরজ ইবাদত। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। হজ অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যাবে। আলরাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা হজ নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলরাহ হজের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। রাসুলুলরাহ (স) থেকেও হজের গুরবত্বের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুলরাহ (স) বলেছেন– 'মাকবুল (আলরাহর নিকট গ্রহণীয়) হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই।' হজের মাধ্যমে বিগত জীবনের গুনাহ মাফ হয়। মহানবি (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।'

সুতরাং বলা যায়, হজের ধর্মীয় গুরবত্ব অপরিসীম। হজের উপরিউক্ত গুরবত্ব উপলব্ধি করে সামর্থ্যবান মুসলমানদের অনতিবিলম্বে হজ করা উচিত।

ঘ উদ্দীপকে যে আনুষ্ঠানিকতার কথা বলা হয়েছে তা হলো হজ। আর এর রয়েছে ব্যাপক সামাজিক গুরবত্ব। প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লৰ লৰ মুসলিম একই স্থানে একই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। হজে এসে সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করে আলরাহ তায়ালার দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে। ধন–সম্পদ, বর্ণ–গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। রাজা–প্রজা, মালিক–ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হজের সামাজিক গুরবত্ব অপরিসীম। সুতরাং 'উদ্দীপকের আনুষ্ঠানিকতায় রয়েছে ব্যাপক সামাজিক গুরবত্ব' – এ বক্তব্যটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ ইবাদত ও তার প্রকারভেদ

জনাব হাশেম একজন সমাজসেবক। মানুষের বিপদে আপদে সর্বদাই তিনি সবার আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছার চেষ্টা করেন। তবে সালাত ও সাওম পালনে তার কোনো আগ্রহ নেই। তার বন্ধু আমজাদ সরকার নিয়মিত সালাত ও সাওম পালন করলেও জনহিতকর কাজে তার অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। গ্রামবাসী তাই তার কাছ থেকে কোনো উপকার পাওয়ার আশা করে না।[চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

ক. ইবাদতের মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. "মানুষজাতিকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।" কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. হাশেম সাহেবের কর্মকাণ্ডে কার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমজাদ সরকার কি একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান? তোমার উত্তরের পক্ষে কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহান আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ইবাদতের মূল লক্ষ্য।

খ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আলরাহর ইবাদত করা। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ মহান আলরাহর আদেশ যেমন: সালাত, সাওম, হজ, যাকাত পালন করা এবং নিষেধ যেমন: সুদ, ঘুষ, বেপর্দা, বেহায়াপনা ইত্যাদি পরিহার করে চলাকে ইবাদত বলে। তেমনিভাবে নবি ও রাসুলের দেখানো পথ অনুযায়ী একে অপরের সাথে চালচলন এবং আচার–ব্যবহার করাও ইবাদত। মূলত ইবাদতের মাধ্যমে মহান আলরাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয়। তাই বলা হয় যে, মানবজাতিকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

গ হাশেম সাহেব সালাত ও সাওম পালন করেন না। আর সালাত ও সাওম হলো আলরাহর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যম। আর এ দুটো পালন না করে হাশেম সাহেব আলরাহর অধিকার ক্ষুণ্ন করেছেন। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অনেক ধরনের ইবাদত করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আলরাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট আর এর মধ্যে সালাত ও সাওম অন্যতম। আলরাহর হক আদায় করতে হলে আমাদের অবশ্যই সামগ্রিক জীবনে আলরাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করতে হয়। আলরাহর দেওয়া সকল আদেশ–নিষেধ মেনে চলতে হবে। সর্বাবস্থায় নিজেকে আলরাহর নিকট সমর্পণ এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করতে হবে। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আলরাহর বিধানগুলো মেনে চললে তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। ফলে আমরা পরকালে তাঁর থেকে পুরস্কার পাব।

ঘ আমজাদ সাহেব একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান নন। কারণ পূর্ণাঙ্গ মুসলমানকে আলরাহর হক আদায় করার পাশাপাশি বান্দার হকও আদায় করতে হয়। আমজাদ সাহেব সালাত ও সাওম পালন করলেও জনহিতকর কাজে তার কোনো অংশগ্রহণ নেই। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। তাই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও দায়িত্ব হিসেবে হাক্কুল ইবাদ পালন করতে হয়। কুরআন ও হাদিসে মানবাধিকার তথা বান্দার হকের প্রতি অত্যন্ত গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসুল (স) বলেছেন, নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির হক রয়েছে। অন্যত্র রাসুলুলরাহ (স) আরও বলেছেন, এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন : সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাজায় অংশগ্রহণ, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া।

উলিরখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন বা মুসলমান হতে হলে আমজাদ সাহেবকে সালাত ও সাওম পালনের সাথে সাথে জনহিতকর কাজ অর্থাৎ বান্দার হক আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ সাওম

আরমান সাহেব একজন প্রকৌশলী। তিনি রমযান মাসে সাওম পালন করেন না। তাঁর বন্ধু সেলিম সাহেব তাকে সাওম পালনে উৎসাহিত করেন। আর সাওম অর্থনৈতিক ও সামাজিক ৰেত্রে গুরবত্বপূর্ণ।

[ভিকারবননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. সালাতের ফার্সি প্রতিশব্দ কোনটি? ১
খ. সাওম মানুষকে আলরাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সেলিম সাহেব আরমান সাহেবকে সাওম পালনে কীভাবে উৎসাহিত করবেন– বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত মাস অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ– বিশেরষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সালাতের ফার্সি প্রতিশব্দ নামায।

খ সাওম পালনকারী ব্যক্তি সকল অন্যায়, অবিচার, অশরীল কথাবার্তা পরিহার করে চলেন, হানাহানি থেকে দূরে থাকেন। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় একে অপরকে সাহরি ও ইফতার এবং অভাবীকে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করেন। এর ফলে আলরাহর সাথে ভালোবাসার মাত্রা বেড়ে যায়। আর আলরাহ তায়ালা মানুষকে এই ভালোবাসার প্রতিদান নিজ হাতেই দেবেন। তিনি বলেন, "সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" (বুখারি) এভাবেই সাওম পালনের মাধ্যমে আলরাহর নৈকট্য লাভ সহজ হয়।

গ সাওমের তাৎপর্য অপরিসীম। যে সাওম পালন করে সে অনেক পুণ্যের অধিকারী হয়। সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢালস্বরূ প। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন,–"সাওম (রোযা) ঢালস্বরূ প।" আরমান সাহেব সাওম বা রোযার গুরবত্ব বা প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জানিয়ে সেলিম সাহেবকে উৎসাহিত করতে পারেন। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মাঝে তাকওয়া ও আলরাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। সাওম পালনের মাধ্যমে আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সেলিম সাহেব তাকে বোঝাবেন সাওম পালনের ফলে সমাজের লোকদের মাঝে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয় এবং এর প্রতিদান স্বয়ং আলরাহতায়ালা দেবেন। সাওম পালনের ফলে একটি অন্যতম ফরজ আদায় হয়ে যায়। এমনকি সাওম পালনের মাধ্যমে আলরাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। অতএব, সেলিম সাহেব আরমান সাহেবকে সাওম সম্পর্কে উলিরখিত কথাগুলো বলে তাকে সাওম পালনে উৎসাহিত করতে পারেন।

ঘ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত মাস তথা রমযানের গুরবত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক গুরবত্ব হলো রমযান মাসে অন্যদের দান–সাদকা করতে পারলে ইহ ও পরজীবনে শান্তি পাওয়া এবং পাশাপাশি আলরাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ সহজ হয়। মহানবি (স) রমযান মাসে গরিবদের মাঝে দান, সাদকা বেশি বেশি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি নিজেও খুব দান–সাদকা করতেন। বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর দানের হাত প্রশস্ত হতো। এর ফলে একদিকে যেমন গরিবদের কিছুটা হলেও আর্থিক সমস্যা লাঘব হতো, তেমনি দানশীল ব্যক্তি হতো অধিক সাওয়াবের অধিকারী। তাঁর সম্পদ বেড়ে যেত। এভাবে উভয়পৰের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনেও সাওমের গুরবত্ব অনেক। রমজান মাসে সাওম পালনের মাধ্যমে একজন লোক ৰুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। সমাজের নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সাওম পালনকারী সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। সাওম (রোযা) পালনকারী ব্যক্তি অন্যায়–অশরীল কথাবার্তা পরিহার করে চলে। হানাহানি থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় একে অপরকে সাহরি ও ইফতার করায় এবং অভাবীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। গরিবদের মাঝে আর্থিক প্রশান্তি এবং সামাজিক বন্ধন মজবুত ও শক্তিশালীকরণে সাওমের ভূমিকা গুরবত্বপূর্ণ। সুতরাং আলরাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং রমজান মাসে সাওমের অর্থনৈতিক। সামাজিক গুরবত্বের কথা বিবেচনা করে আমাদের সাওম পালন করা উচিত।

প্রশ্ন– ১০ ইবাদতের প্রকারভেদ

আকিব দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। আলরাহর সাথে সম্পর্কিত সকল কর্তব্য তিনি আদায় করেন। তাঁর বন্ধু শাহেদ সালাত ও সাওম আদায় করেন না। কিন্তু তিনি দরিদ্রদের সাহায্য করেন। তিনি অন্যের দুঃখে সাড়া দেন। তাঁর আচরণে সকল আত্মীয় তাঁর প্রতি খুশি। তার সহযোগিতার দ্বারা সমাজের প্রত্যেকেই উপকৃত হয়।

[রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. সাওম অর্থ কী? ১
খ. সালাতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে কেন? ২
গ. আকিব কার হক আদায় করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইসলামের আলোকে শাহেদের কার্যক্রম বিশেরষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাওম অর্থ বিরত থাকা।

খ মহান আলরাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় হলো নিয়মিত সালাত আদায় করা। মহান আলরাহ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নিবেন। যার সালাত ঠিক হবে তার অন্যান্য আমল ঠিক হবে। সালাত হলো ইসলাম ও কুফরির মধ্যে পার্থক্যকারী। সালাতের বহুবিধ গুরবত্ব বুঝানোর জন্য সালাতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে।

গ আকিব আলরাহর হক আদায় করেছেন। আলরাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সহজভাবে জীবনযাপনের জন্য আমাদের অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। উদ্দীপকে দেখা যায়, আকিব সাহেব দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। আলরাহর সাথে সম্পর্কিত সকল কর্তব্য তিনি আদায় করেন। এর মাধ্যমে তিনি আলরাহর হক আদায় করেছেন। আলরাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুলরাহ বলে। আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা যেসব ইবাদত করি সেগুলো হলো– সালাত কায়েম করা, সাওম পালন ও হজ করা ইত্যাদি। এসব কাজের জন্য মানুষের অন্তরে যে বিশ্বাস থাকতে হবে তা হলো– আলরাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। আমাদের জীবন–মৃত্যু সবই তাঁর হাতে। তিনি ছাড়া উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই। এসব কিছু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করাই হলো বান্দার ওপর আলরাহর হক।

ঘ উদ্দীপকে শাহেদের কার্যক্রম একদিকে প্রশংসনীয় অন্যদিকে নিন্দনীয়। কারণ ইবাদত প্রধানত দু'প্রকার। যথা : (১) হাক্কুলরাহ বা আলরাহর হক এবং (২) হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। আকিব সাহেবের বন্ধু শাহেদ আলরাহর হক আদায় করেন না। তিনি নিয়মিত সালাত ও সাওম আদায় করেন না। কিন্তু তিনি হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আদায় করেন। তিনি অন্যের দুঃখে সাড়া দেন, দরিদ্রদের সাহায্য করেন। তাঁর আচরণে সকল আত্মীয় খুশি এবং তার সহযোগিতার দ্বারা সমাজের সবাই উপকৃত হয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে বসবাস করতে হয়। আমরা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে এক সাথে বসবাস করি। বিপদে–আপদে একে অপরের সাহায্য–সহযোগিতা করে থাকি। পরস্পরের এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হলো হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক বা অধিকার)। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইসলামে বান্দার হক তথা মানবাধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বান্দার হক আদায়ের গুরবত্ব সম্পর্কে বলেন, 'নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততির হক রয়েছে।' মহানবি (স) আরও বলেছেন, 'এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন : সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানা যায় অংশগ্রহণ, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া।' (বুখারি ও মুসলিম। আলরাহর হক আদায় করা মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রথম কর্তব্য। এটিকে বাদ দিয়ে শুধু বান্দার হক আদায় করলে আলরাহকে পাওয়া যাবে না। আলরাহর হক পালন করার সাথে সাথে মানুষের হক আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন– ১১ যাকাত

রাকিন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত নামায আদায় করেন, অথচ যাকাত প্রদান করেন না। তার এক বন্ধু বললেন, 'যাকাত প্রদান অতীব জরৰরি'। তাছাড়া যাকাত নামাযের মতোই একটি ফরজ ইবাদত। এটি পালন করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং যাকাত প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

ক. যাকাত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. বিত্তবানদের ওপর যাকাত প্রদান অপরিহার্য কেন? ২
গ. জনাব রাকিনকে তার বন্ধু কীভাবে যাকাত প্রদানে উৎসাহ করে তুলতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাকিন সাহেবের বন্ধুর উৎসাহ প্রদানকৃত ইবাদতটি 'ইসলামের সেতু স্বরূ প' পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাত শব্দের অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া।

খ অর্থনীতির ভিত শক্তিশালী ও সম্পদ পবিত্র করার জন্য বিত্তবানদের ওপর যাকাত প্রদান অপরিহার্য। যাকাত প্রদানের ধনীর সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয়, এটা গরিবের অধিকার। যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। সম্পদশালী ব্যক্তির দানের সম্পদ পবিত্র হয় এবং বেড়ে যায়। এৰেত্রে ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে গরিব মানুষদের হাতে পৌঁছায়। তাই বিত্তবানদের জন্য যাকাত প্রদান করা অপরিহার্য কর্তব্য।

গ জনাব রাকিনকে তার বন্ধু কুরআন ও হাদিস দ্বারা বুঝিয়ে যাকাত প্রদানে উৎসাহ করে তুলতে পারেন। কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২·৫০ টাকা হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাই যাকাত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত তৃতীয় স্তম্ভ। যাকাত আদায়ের ফলে ধনী ও গরিবের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয়। মহান আলরাহ তায়ালা ধনীদের জন্য যাকাতের বিধান ফরজ করে দিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবদের প্রতি ধনীর দয়া নয়, বরং এটা গরিবের অধিকার। তাই আলরাহ তায়ালা যাকাত আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন। আলরাহ তায়ালা বলেছেন, সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। (সূরা আন–নূর : ৫৬) যাকাত আদায় করা আলরাহর নির্দেশ হওয়া সত্ত্বেও উদ্দীপকের রাকিন যাকাত আদায় করেন না। এ ব্যাপারে তার বন্ধু তাকে উৎসাহ দিলেও সে এ ব্যাপারে অনুৎসাহী। এজন্য তার বন্ধু তাকে কুরআন ও হাদিস দ্বারা বুঝিয়ে উৎসাহ দিতে পারেন।

ঘ জনাব রাকিনের বন্ধু তাকে যাকাত প্রদানে উৎসাহ দেন। এ প্রসঙ্গে 'যাকাত ইসলামের সেতু স্বরূ প' পাঠ্যপুস্তকের এ হাদিসটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। কারণ যাকাত প্রদানের ফলে ধনীদের সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির মানুষ সমাজে বসবাস করে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতেই মহান আলরাহ তায়ালা যাকাতের বিধান দিয়েছেন। ধনীদের যাকাত আদায়ের ফলে সমাজের দরিদ্র লোকেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়। তাই যাকাত প্রদানে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়। যার ফলে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে। হযরত মুহাম্মদ (স) যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধন হিসেবে উলেৱখ করে বলেছেন, 'যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধ'। (বায়হাকি) ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয় বরং এটা গরিবের অধিকার। যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খলা দুর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। আবার যাকাত মানুষের আত্মিক প্রশান্তি, নৈতিক উন্নতি, সম্পদের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে। যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতে পৌঁছায়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল লোকগুলো ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে বেকার ও গরিবদের জন্য অনেক কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। এতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে এবং দেশ হতে দারিদ্র্য দূর হবে। যার ফলে ধনী–দরিদ্র্যের মাঝে সম্পদের বৈষম্য দূর হবে। তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধ রচিত হবে। আর এ প্রেৰিতে যাকাত অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়।

প্রশ্ন– ১২ মালিক ও শ্রমিক সম্পর্ক

আশুলিয়ায় প্রতিনিয়ত শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। জমির বলল, ইসলাম মালিক–শ্রমিকের যে সম্পর্কের কথা বলেছে; যে বিধান মেনে চলতে বলেছে তা লঙ্ঘন করার কারণে এমনটি ঘটছে। ইসলামি জ্ঞানের অভাবে মালিক পৰ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বলেই অসন্তোষ বাড়ছে। কারখানার পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে।

[গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, রাজশাহী]

ক. হযরত আনাস (রা) কয় বছর যাবৎ মহানবি (স)–এর খেদমত করেছেন? ১
খ. শ্রমের মর্যাদা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শ্রমিক অসন্তোষ দূরীকরণে মালিকদের ভূমিকা উদ্দীপকের নির্দেশনা মতো ইসলামের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য শ্রমিকদের সাথে মালিকের সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে কর কি? মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আনাস (রা) দশ বছর যাবৎ মহানবি (স)–এর খেদমত করেছেন।

খ শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরি প্রধান করাই হলো শ্রমের মর্যাদা। অর্থাৎ শ্রমিককে তার কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, সম্মান প্রদর্শন, উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও প্রাপ্য অধিকার বা মর্যাদা যথাযথভাবে প্রদান করাকে বোঝায়।

গ শ্রমিক অসন্তোষ দূরীকরণে মালিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এৰেত্রে মালিকদের ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সে আলোকে মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির অর্থ ব্যবস্থার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। উদ্দীপকের আশুলিয়ায় প্রতিনিয়ত যে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে, তাতে শ্রমিক–মালিক সম্পর্ক ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে মালিকপৰ শ্রমিকদের দিয়ে দিন–রাত কাজ করিয়ে নিচ্ছে, বিনিময়ে তাদের প্রাপ্য সুবিধাগুলো তো দিচ্ছেই না বরং মজুরি দিচ্ছে অল্প পরিমাণে। শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দিনের পর দিন। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কারখানার পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। এভাবে চলতে থাকলে শিল্প কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাবে। তাই মালিকপৰের উচিত ইসলাম অনুযায়ী শ্রমিকের ন্যায্য দাবি–দাওয়া মেনে নিলে তবেই অসন্তোষ দূর হবে।

ঘ উদ্দীপকের বক্তব্য শ্রমিকদের সাথে মালিকের সম্পর্ক উন্নয়নে এক গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। কারণ পৃথিবীর কোনো মানুষই একা তার সব কাজ করতে পারে না। শিল্পায়নের এ যুগে জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মুখাপেৰী হতে হয়। এতে কেউ মালিক হয়, আবার কেউ হয় শ্রমিক। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বর্তমানে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে তার কারণ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। পর্যাপ্ত ইসলামি জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে মালিকপৰ শ্রমিকদের সাথে এরূ প আচরণ করছে। কুরআন ও হাদিসে মালিক–শ্রমিকের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে মালিকপৰ ইসলামের সেই বিধান মেনে চলছে না। খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে সকল কাজে মালিক–শ্রমিকের মাঝে কোনো বৈষম্য ইসলাম অনুমোদন করে না। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, তারা (যারা তোমাদের কাজ করে) তোমাদের ভাই, আলরাহ তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সে (মালিক) যা খায় তার অধীনস্থদেরও যেন তা খাওয়ায়। সে (মালিক) যা পরে তাদের যেন তা পরতে দেয়। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না যা তার ৰমতার বাইরে। এমন কাজ (ৰমতার বাইরের) হলে তাকে (শ্রমিককে) যেন সাহায্য করে। (বুখারি ও মুসলিম)। ইসলাম অধীনস্থ লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আবার শ্রমিককেও তার মালিকের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাই, মালিক শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কোনো দিন মনোমালিন্য হবে না। শিল্প কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। তাই দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মালিক পৰকে ইসলাম প্রদত্ত আদর্শ শ্রমনীতি অনুসরণ করা উচিত।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৩ ইবাদত

আলমাস প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে মিলেমিশে জীবন অতিবাহিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর আলমাস ছোট ভাই আসলামকে উচ্চ শিৰায় শিৰিত করায় তিনি এখন একজন বড় কর্মকর্তা। বর্তমানে অনেক সম্পদের মালিকও হয়েছেন তিনি। জরবরি প্রয়োজনে আলমাস ছোট ভাইয়ের কাছে কিছু টাকা চাইলে বন্ধু–বান্ধব ও সহকর্মীর প্রসঙ্গ টেনে বড় ভাইকে ফিরিয়ে দেন। এতে বড় ভাই আলমাস সাহেব মর্মাহত হয়ে ফিরে আসেন।

ক. অধিকারের দিক থেকে প্রতিবেশী কয় প্রকার? ১
খ. হাক্কুলরাহ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আলমাস সাহেব হাক্কুল ইবাদে কার হক লঙ্ঘন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আলমাস সাহেবের কর্মকাণ্ড শরিয়তের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকারের দিক থেকে প্রতিবেশী তিন প্রকার।

খ আলরাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুলরাহ বলে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য অনেক ধরনের ইবাদত করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আলরাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। এগুলো হলো হাক্কুলরাহ। যেমন : সালাত কায়েম করা, সাওম পালন করা হজ করা ইত্যাদি।

গ আলমাস সাহেব হাক্কুল ইবাদে নিকটআত্মীয়ের হক লঙ্ঘন করেছেন। আমরা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি। একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দিই। আপদে–বিপদে একে অপরকে সাহায্য– সহযোগিতা করি। পরস্পরের এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। পাঠ্যপুস্তকে বান্দার হককে যে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো নিকটাত্মীয়ের হক। নিকটাত্মীয় বলতে আমরা বুঝি মা–বাবা, ভাইবোন, চাচা–চাচী, দাদা–দাদী, নানা–নানী প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে। পবিত্র কুরআনে আলরাহ বলেন, 'নিকটআত্মীয়–স্বজনের অধিকার আদায় কর।' ইসলামে নিকটাত্মীয়ের হক আদায়ের ব্যাপারে গুরবত্ব আরোপ করা' হলেও উদ্দীপকে আলমাস সাহেব তা পালন করেননি বরং লঙ্ঘন করেছেন। তিনি তার আপন বড় ভাইকে সাহায্য না করে বন্ধু–বান্ধব ও সহকর্মীর প্রসঙ্গ টেনে ফিরিয়ে দেন। এতে তার ভাই মনে কষ্ট পায়। এ ধরনের আচরণের মধ্য দিয়ে আলমাস সাহেব হাক্কুল ইবাদে নিকটাত্মীয়ের হক লঙ্ঘন করেছেন যা প্রত্যাশিত নয়।

ঘ আলমাস সাহেবের কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয়। নিচে শরিয়তের আলোকে তা বিশেৱষণ করা হয়েছে। আমরা জানি, ইবাদত দু'প্রকার। (ক) হাক্কুলরাহ ও (খ) হাক্কুল ইবাদ। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতার জন্য এ উভয় প্রকার হক আদায় করা আমাদের কর্তব্য। আলরাহর ইবাদতের পাশাপাশি মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামে যথেষ্ট গুরবত্বারোপ করা হয়েছে। এ গুরবত্ব উপলব্ধি করে উদ্দীপকের আলমাস সাহেব হাক্কুল ইবাদ পালনে যত্নশীল। আলমাস সাহেবের কর্মকাণ্ড বিশেৱষণ করলে জানা যায়, তিনি একদিকে তার কাজের মাধ্যমে মানুষের হক আদায় করেছেন। তিনি তার ছোট ভাই আলমাস উচ্চ শিৰায় শিৰিত করার ৰেত্রে সহযোগিতা করে নিকটাত্মীয়ের হক যেমন আদায় করেছেন, অন্যদিকে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে মিলেমিশে জীবন অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিবেশীর হকও আদায় করেছেন। আর এতদুভয় কর্মকাণ্ড হাক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে বান্দার হক তথা মানবাধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই আলমাস সাহেব সীমাহীন আর্থিক–কষ্টে থেকেও হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তার এরূ প কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয়। আর এ কাজের জন্য তিনি আলরাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালে বিশেষ প্রতিদান লাভ করবেন।

প্রশ্ন– ১৪ ইবাদত

রাকিব নিয়মিত সালাত আদায় করেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, পাড়া–পড়শি কারও বাড়ি যান না। এটাকে তিনি পরহেজগারি মনে করেন। এ কথা শুনে ইমাম সাহেব তাকে ডেকে বললেন, ইসলাম আলরাহর অধিকার ও বান্দার অধিকার উভয়ের প্রতিই লৰ রাখতে বলেছেন। হাদিসে আছে রাসুল (স) বলেন, 'হকদারকে তার হক প্রদান কর'।

ক. হাক্কুলরাহ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. রাকিবের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূ প? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসটির তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাক্কুলরাহ শব্দের অর্থ আলরাহর হক।

খ মানুষের অধিকারকে হাক্কুল ইবাদ বলে। অর্থাৎ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। আমরা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে এক সাথে বসবাস করি। একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দিই। আপদে–বিপদে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করি। পরস্পরের এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক বা অধিকার।

গ রাকিবের কাজটি যথার্থ নয়। রাকিব হাক্কুলরাহ আদায় করেন কিন্তু হাক্কুল ইবাদ আদায় করেন না। হাক্কুল ইবাদ বাদ দিয়ে শুধু হাক্কুলরাহ পালন করার মাধ্যমে কেউ মুমিন, পরহেজগার হতে পারে না। আমাদের চারপাশে যারা বসবাস করে তাদের প্রতি, আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের রাকিবের কর্মকাণ্ডে এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের লঙ্ঘন হচ্ছে। রাকিব হাক্কুলরাহ যথাযথভাবে পালন করলেও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি না গিয়ে হাক্কুল ইবাদ লঙ্ঘন করেছেন। যা কুরআন ও হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। মহান আলরাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, অনাথ–দরিদ্র, প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী ও সহচরদের সাথে সদাচার কর। (সূরা আন নিসা : ৩৬) উলিৱখিত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় আমাদের চারপাশে যারা বাস করেন তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে এটাকে হাক্কুল ইবাদ বলে। পবিত্র কুরআনে মহান আলরাহ তাঁর হক তথা হাক্কুলরাহ পালন করার সাথে সাথে হাক্কুল ইবাদ পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আলরাহর হক আদায় করার পাশাপাশি হাক্কুল ইবাদ পালন করতে হবে। উদ্দীপকে উলিৱখিত রাকিবকে প্রকৃত মুমিন ও পরহেজগার হতে হলে তার আত্মীয়স্বজন ও পাড়া–পড়শির বাড়ি যেতে হবে, তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসটি হলো, 'হকদারকে তার হক প্রদান কর হাদিসটির তাৎপর্য অপরিসীম।' মহান আলরাহ বলেন, 'আমি মানুষ ও জিন জাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' ইবাদতকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। হাক্কুলরাহ ও হাক্কুল ইবাদ। আলরাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুলরাহ বলে। পৰান্তরে আমরা পিতামাতা, ভাইবোন আত্মীয়স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশীদের একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দিই। বিপদে–আপদে তাদের সেবা করি। পরস্পরের প্রতি এই সহানভূতিই হলো হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। রাসুলুলরাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির হক রয়েছে। অন্যত্র রাসুল (স) বলেন, 'তোমরা হকদারকে তার হক প্রদান কর।' উদ্দীপকে এই হাদিসটিই উলিৱখিত হয়েছে পরিশেষে বলা যায়, আমাদের উচিত হাক্কুলরাহ আদায় করার সাথে সাথে প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের হক যথাযথভাবে আদায় করা।

প্রশ্ন– ১৫ ইবাদত ও সালাত

শাহিন সারাদিন অফিস করে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাই তিনি অধিক সময় ইবাদত করতে পারেন না। এজন্য তার মনে হয় তিনি আলরাহর হক আদায় করতে পারছেন না। একদিন এক আলেম ব্যক্তির সাথে এ ব্যাপারে আলাপ হলে তিনি বললেন, 'সালাত আদায় করার পর জমিনে ছড়িয়ে পড়।' আলরাহর অনুগ্রহের সন্ধানে ব্যাপৃত হও এবং আলরাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সূরা জুমুআ : ১০)

ক. আলরাহ তায়ালা মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন? ১
খ. গ্রহণীয় জ্ঞান বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শাহিনের মতো ব্যস্ত জীবনযাপন করার পরও আলরাহর হক আদায় করতে হলে আমাদের কী কী কাজ করতে হবে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উপরিউক্ত পরিচ্ছেদের আলোকে ইবাদতের গুরবত্ব ও তাৎপর্য লেখ। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলরাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

খ মহানবি (স) জ্ঞানার্জনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে অভিহিত করেছেন। দুই ধরনের ইলম রয়েছে– গ্রহণীয় ইলম ও বর্জনীয় ইলম। যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে তাকে গ্রহণীয় জ্ঞান বলে। যেমন : নৈতিক জ্ঞান, চিকিৎসা জ্ঞান, প্রকৌশল, পদার্থ–রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান।

গ শাহিনের মতো ব্যস্ত জীবনযাপন করার পরও আলরাহর হক আদায় করতে হলে আমাদের কতিপয় গুরবত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। আলরাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্য হলো হাক্কুলরাহ বা আলরাহর হক। আমরা দৈনন্দিন জীবনে মহান আলরাহর সন্তুষ্টির জন্য অনেক ধরনের ইবাদত করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আলরাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। এগুলোই হাক্কুলরাহ বা আলরাহর হক। শাহিনের মতো ব্যস্ত জীবনযাপনের পরও আলরাহর হক আদায় করতে হলে আমাদের অবশ্যই নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে :

১. সামগ্রিক জীবনে আলরাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা।
২. আলরাহর দেওয়া সকল আদেশ–নিষেধ মেনে চলা।
৩. সর্বাবস্থায় নিজেকে আলরাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করা।

ঘ ইবাদতের গুরবত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আলরাহ তায়ালার সৃষ্ট মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকূলের মধ্যে পার্থক্য হলো বিবেক–বুদ্ধি ও জ্ঞানের। যদি মানুষ সে বিবেক–বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আলরাহর ইবাদত করতে না পারে তাহলে সে চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তার চেয়েও অধম হয়ে যায়। ইবাদত বলতে শুধু উপাসনাকেই বোঝায় না বরং আলরাহর খলিফা হিসেবে সকল কার্য তার বিধানমতো করাই হলো ইবাদত। আলরাহর তায়ালা বলেন–

"সালাত আদায় করার পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে। আলরাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ব্যাপৃত হবে এবং আলরাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। যাতে তোমরা সফলকামও হও।" (সূরা জুমুআ: ১০) এ আয়াতের মর্ম থেকে বোঝা যায় যে আলরাহর আদিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় করে ব্যবসা–বাণিজ্য, চাকরি ও কৃষিকাজ করা এবং বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও দুনিয়ার অন্যান্য সকল ভালো কাজ করা ইবাদত। এক্ষেত্রে উদ্দীপকে শাহিনের মতো কোনো ব্যস্ততা দেখিয়ে আপত্তি করা যাবে না। এমনিভাবে আলরাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রহমতের আশা, শাস্তির ভয়, ইখলাস, সবর, শুকুর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সব কাজই ইবাদতের মধ্যে শামিল। তাই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও মহান আলরাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদের উচিত মহান আলরাহর ইবাদত করা।

প্রশ্ন– ১৬ সালাত

শামীমা রীতিমতো সালাত ও সাওম আদায় করলেও সে পর্দা মেনে চলে না। এমনকি গিবত ও পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। বান্ধবী তাবাসসুম তাকে এ বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য আলরাহর বাণী শোনান, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে'।

ক. সালাত আদায় করা কী? ১
খ. ইকামাতুস সালাত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শামীমার ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাবাসসুমের করণীয় কী ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আয়াতটির তাৎপর্য ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সালাত আদায় করা ফরজ।

খ শরিয়তের পরিভাষায়, 'ইকামাতুস সালাত' অর্থ নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম মেনে সালাত আদায় করা। ইকামাতুস সালাতের প্রথম তাৎপর্য হলো সালাতের সকল বিধান সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সালাত আদায় করা। ইকামাতুস সালাতের দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো সালাতের সকল বিধান সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সালাত আদায় করা। ইকামাতুস সালাতের দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো সামাজিকভাবে সালাত কায়েম করা বা সালাত কায়েমের উপযুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

গ শামীমার ত্রুটি সংশোধনের নিমিত্তে তাবাসসুম নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে :

১. তাবাসসুম শামীমাকে পরামর্শ দেবে যথাযথভাবে আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করতে। কারণ সালাত আমাদেরকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।
২. তাবাসসুম শামীমাকে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতে আগ্রহী করবে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শামীমা শরিয়ত অনুশীলনে অধিক মনোযোগী হয়ে উঠবে।
৩. মহান আলরাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে শামীমাকে ইবাদতে আগ্রহী করবে।
৪. পর্দা লঙ্ঘন, গিবত, হিংসা প্রভৃতি কাজের সামাজিক মন্দ প্রভাব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
৫. হারাম কাজের শাস্তির কথা বর্ণনা করে তাকে সতর্ক করবে।
৬. পর্দা লঙ্ঘন, গিবত ও হিংসায় যে সামাজিক অশান্তি ও নৈতিক স্খলনের সুযোগ তৈরি হয় তা বোঝাবে।

তাবাসসুম উপরিউক্তি পদক্ষেপগুলো নেওয়ার পরও যদি শামীমা গর্হিত কাজগুলো থেকে ফিরে না আসে তাহলে তাবাসসুম তার সাথে বন্ধুত্বের অবসান ঘটাবে।

ঘ উদ্দীপকের আয়াতটি হলো–'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' আয়াতটির তাৎপর্য নিচে আলোচনা করা হলো : আলরাহ তায়ালার নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমেই আলরাহর নিকট বান্দার চরম আনুগত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। সালাত মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। উদ্দীপকের শামীমা রীতিমতো সালাত ও সাওম পালনের পরও পর্দা লঙ্ঘন করছে, অশ্লীলতায় লিপ্ত হচ্ছে, গিবত, হিংসার মতো মন্দ কাজও করছে। কাজেই শামীমার সালাত তাকে অশ্লীল ও মন্দা কাজ থেকে বিরত রাখছে না। মূলত এক্ষেত্রে শামীমা সালাত আদায় করছে কিন্তু সালাতের শিক্ষা ও বিধান মেনে চলছে না, ফলে শামীমার সালাত হচ্ছে নিছক আনুষ্ঠানিকতা ও কায়িক পরিশ্রম। সে যদি বুঝে সালাত আদায় করত এবং সালাতের মাধ্যমে মহান আলরাহর কাছে যে শপথ করছে, তা পালনে সচেষ্ট হতো তাহলে সালাত তাকে অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজসমূহ থেকে বিরত রাখত। কাজেই শুধু সালাত আদায় করলেই হবে না, মনোযোগ সহকারে আন্তরিকতার সাথে সালাতের বিধান মেনে সালাত আদায় করতে হবে। অন্যথায় সালাতের উপকারিতা পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন– ১৭ সাওমের গুরবত্ব

আব্দুল আলিম কলেজের ছাত্র। সে রীতিমতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। তবে রমযান মাসে সাওম পালন করা কষ্টকর ভেবে তা পালনে অবহেলা করে। তার বাবা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তাকে ডেকে বলেন, বাবা সালাতের মতো সাওম পালন করাও ফরজ এবং ইহা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ইবাদত।

ক. কুরআন মজিদে সাওমের কয়টি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে? ১
খ. 'সাওম ঢাল স্বরূ প'– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সাওমের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরবত্ব উলেরখ পূর্বক আব্দুল আলিমকে কীভাবে সাওম পালনে উদ্বুদ্ধ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সাওম পালন আব্দুল আলিমকে আলরাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুরআন মজিদে সাওমের একটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে।

খ সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢাল স্বরূপ। যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ ঢাল ব্যবহার করে। ঢাল যেমন মানুষকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। তেমনি সাওম মানুষকে নানাবিধ অন্যায়, অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করে। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহর ভয়ে সে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে।

গ সাওমের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে আব্দুল আলিম সাওম পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। সাওম ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষের উপর রমযান মাসের এক মাস সাওম পালন করা ফরজ। অথচ উদ্দীপকের আব্দুল আলিম পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেও কষ্টকর ভেবে সাওম পালনে অবহেলা করে। প্রকৃতপক্ষে সাওমের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় সে সাওম পালনে উদাসীন। এজন্য তাকে সাওম পালনে উদ্বুদ্ধ করতে সাওমের নিম্নোক্ত ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

১. সাওম একটি ফরজ ইবাদত। আল্লাহ বলেন' 'তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে। যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।'
২. সাওমের প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, 'সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।'
৩. আল্লাহ তায়ালা রোযাদারের পূর্বের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেন।
৪. সাওম পালনের মাধ্যমে একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। সমাজের নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, সাওমের উপরিউক্ত ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে উদ্দীপকের আব্দুল আলিম সাওম পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

ঘ সাওম পালন আব্দুল আলিমকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণের আলোকে বলা যায় উক্তিটি যথার্থ। আমরা জানি, সাওম ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষের উপর রমযান মাসের এক মাস সাওম পালন করা ফরজ। অথচ উদ্দীপকের আব্দুল আলিম নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেও কষ্টকর ভেবে সাওম পালনে অবহেলা করে। বস্তুত সাওমের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আব্দুল আলিম এমনটি করে থাকে। তবে আব্দুল আলিম সাওম পালন করলে তার আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। সাওমের মাধ্যমে তার মনে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও সে মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কিছুই পানাহার করবে না ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করবে না। সে লোভ–লালসা, হিংসা–বিদ্বেষ, ক্রোধ–ক্ষোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হবে না। এর ফলে সে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করতে পারবে। বলা যায়, সাওম পালন আব্দুল আলিমকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ যাকাত

জনাব জুবের আলী নাসিমপুর গ্রামের গরিবদের বাছাই করে তাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাউকে গরু, কাউকে ছাগল, কাউকে কাজ করে খাওয়ার উপকরণ কেনার জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এরপর তিনি তাদেরকে বললেন, আগামি বছর মূল টাকা দেখাতে পারলে সে সময় তোমাদেরকে দ্বিগুণ টাকা দেওয়া হবে। আর কেউ ফেরত দিতে না পারলে তাকে পরবর্তীতে আর সাহায্য করা হবে না। এভাবে সমাজের বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি যাকাতের টাকা বিতরণ করে যাচ্ছেন। কারণ তিনি জানেন, হযরত আবু বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ক. যাকাত অর্থ কী? ১
খ. যাকাত দানের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দাও। ২
গ. সমাজের বৈষম্য দূরীকরণে জুবের আলীর যাকাত দানের পদ্ধতিটিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জুবের আলী হযরত আবু বকর (রা)–এর কোন উক্তিতে অনুপ্রাণিত? সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার মূল্যায়ন কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাত শব্দের অভিধানিক অর্থ– পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া।

খ যাকাত দানের উদ্দেশ্য ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করা। গরিবদের অবস্থার পরিবর্তন করা। যাতে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করতে পারে। অভাব হতে মুক্তি পায়। সমাজের মানুষের মাঝে সুখ–শান্তি ফিরে আসে।

গ সমাজের বৈষম্য দূরীকরণে উদ্দীপকের জুবের আলীর যাকাত দানের পদ্ধতিটিতে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। মহান আল্লাহ আমাদের জীবনযাপনের জন্য সম্পদ দান করেছেন। কিন্তু সকল মানুষ সমান সম্পদের অধিকারী নয়। আবার ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার রয়েছে। তাই উদ্দীপকের জুবের আলী সমাজের বৈষম্য দূরীকরণে এবং সমাজের মানুষের অভাব মোচনের জন্য যাকাতের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গরিবদের সাহায্য করেন। মূলত এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি তার এলাকার গরিবদেরকে স্বাবলম্বী করতে চান। আর এভাবে তিনি সমাজের ধনী–গরিবের বৈষম্য দূর করতে চান। জুবের আলীর মতো যাকাতের অর্থ দিয়ে ছোট কুটিরশিল্প গড়ে বেকারদের কর্মসংস্থান করতে পারলে দেশে একদিন আর অভাবী লোক দেখা যাবে না। ফলে দেশে শান্তি–শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। নিয়মমতো যাকাত দিলে ধনী–দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না। সমাজের সর্বস্তরে সুখ–শান্তি–সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।

ঘ উদ্দীপকে জুবের আলী 'যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করব' –হযরত আবু বকর (রা)–এর এ উক্তিতে অনুপ্রাণিত, সমাজ পরিবর্তনে তার এ উক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আমরা জানি, যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। নবি করিম (স) বলেন, "যাদের ওপর যাকাত দেওয়া ফরজ, তারা যদি তা আদায় না করে, তবে আল্লাহ তায়ালা পরকালে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।' এজন্য ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ কোনো মুসলমান যাকাত না দিয়ে মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালও অস্বীকারকারী।' বস্তুত যাকাত অস্বীকার করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করার শামিল। এজন্য হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীকে মুরতাদ বলে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঘোষণা দেন। বস্তুত যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড। ইসলামি অর্থনীতির মূল লক্ষ্যই হলো মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এজন্য যাকাত আদায় করে এর সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করা গেলেই কেবল সমাজের ধনী–দরিদ্র্যের বৈষম্য দূর হবে। সমাজ এক অভূতপূর্ব সাফল্যের দিকে ধাবিত হবে। সুতরাং বলা যায়, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)–এর যুদ্ধের ঘোষণাটি ছিল যথার্থ। সমাজ পরিবর্তনে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ যাকাত

ইউসুফ আলী তার গ্রামের গরিবদের বাছাই করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনপ্রতি বিশ হাজার টাকা প্রদান করে বলেন, তোমরা ব্যবসা করে আর্থিক সমস্যা সমাধা কর। এরপর তিনি তাদের এও বলেন, "আগামী বছর মূল টাকা ফেরত দিলে এর দ্বিগুণ টাকা সাহায্য করব। ইউসুফ আলী গ্রামবাসীকে জানাননি যে, এই টাকা তার যাকাতের টাকা। এ বিষয়ে তিনি একজন আলেমের সাথে আলাপ করলে তিনি তাকে কিয়াস করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আল্লাহ বলেছেন, "তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।"

ক. ইলম শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আল্লাহ তায়ালা যাকাতের বিধান দিয়েছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ইউসুফ আলীর আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে গরিবদের স্বাবলম্বী করার বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।"– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইলম শব্দের অর্থ : জ্ঞান, জানা, বিদ্যা ইত্যাদি।

খ সমাজের ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে মহান আল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায়ে সমাজের দুর্বল লোকেরাও

আর্থিকভাবে সবল হয়ে ওঠে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়। এতে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

গ ইউসুফ আলীর আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে গরিবদের স্বাবলম্বী করার বিষয়টি অভিনব, প্রশংসনীয় এবং যাকাতের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ আমরা জানি, ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে মহান আল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে ওঠে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়। এতে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। এ কারণে উদ্দীপকের ইউসুফ আলী তার গ্রামের গরিবদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে জনপ্রতি বিশ হাজার টাকা প্রদান করে বলেন, তোমরা ব্যবসা করে আর্থিক সমস্যা সমাধা কর। মূলত গরিবদের মাঝে বিতরণকৃত ইউসুফ আলীর টাকাগুলো ছিল যাকাতের অর্থ। ইউসুফ আলীর যাকাত প্রদানের এ পদ্ধতিটি অভিনব এবং প্রশংসনীয়। এটি কিয়াস অনুযায়ী বৈধ এবং যুগোপযোগী। এতে একদিকে যেমন যাকাত প্রদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়, তেমনি অন্যদিকে দেশের দারিদ্র্যবিমোচন দ্রুত ও সহজতর হয়।

ঘ 'ধনীদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে'– এটি পবিত্র কুরআনের সূরা আয–যারিয়াত–এর ১৯নং আয়াত। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে আল্লাহ তায়ালা যাকাতের বিধান দিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয়, বরং এটা গরিবের অধিকার। তাই আল্লাহ যাকাত আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন। এ কারণে উদ্দীপকের ইউসুফ আলী তার গ্রামের গরিবদেরকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি গ্রামের বাছাইকৃত গরিব লোকদের মাঝে গরু, ছাগল কিংবা হাঁস–মুরগি ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করেন। আর এ বিষয়ে স্থানীয় আলেম কিয়াস অনুযায়ী এটাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন, 'ধনীদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করেছেন। বস্তুত যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য বা অধিকার। কেউ ইসলামের অনুসারী হলে তার উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়া। অন্যথায় সমুদয় সম্পদ তার জন্য অপবিত্র হয়ে যাবে এবং পরিণামে তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং ধনীদের উচিত শরিয়তের বিধান অনুসারে যাকাত আদায় করা। কেননা তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।

প্রশ্ন– ২০ যাকাত

লোকমান সাহেব একজন ধনী লোক। তিনি নিয়মিত যাকাত আদায় করেন না। তার ধারণা, যাকাত আদায় করলে সম্পদ কমে যাবে। একথা শুনে একজন আলেম সাহেব বললেন, যাকাত প্রদানে সম্পদ কমে না। বরং সম্পদ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া যাকাত ধনী ও গরিবের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

ক. ইসলামের প্রথম খলিফা কে? ১
খ. নিয়মিত যাকাত আদায় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. লোকমান সাহেবের মনোভাব ইসলামি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত আলেম সাহেবের উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)।

খ নিয়মিত যাকাত আদায় বলতে একজন মুসলিম যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে সে তার সম্পদ হতে বছরান্তে শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করবে। যা কোনো রকম কমতি করা যাবে না।

গ লোকমান সাহেবের মনোভাব ইসলামি শরিয়তের আলোকে কুফরির শামিল। লোকমান সাহেব একজন ধনী লোক। তিনি নিয়মিত যাকাত আদায় করেন না। তার ধারণা, যাকাত দিলে সম্পদ কমে যাবে। লোকমান সাহেবের এ মনোভাব ইসলামি শরিয়তে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ এরকম মনোভাব সম্পূর্ণ হারাম। কারণ যাকাত আদায় করা ইসলামি শরিয়তের একটি আবশ্যকীয় বা ফরজ বিধান। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।" (সূরা আন নূর: ৫৬) যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মোটেও সম্পদ কমে না বরং সম্পদ আরো বৃদ্ধি পায়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে নিজের সম্পদকে পবিত্র করে নেয়া হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,–"আপনি তাদের ধন সম্পদ থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ করবন। এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র এবং পরিশোধিত করবেন।" (সূরা আত–তাওবা ১০৩)। অতএব, উপরিউক্তি আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, লোকমান সাহেবের মনোভাব মোটেই বৈধ নয়।

ঘ উদ্দীপকে আলেম সাহেবের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। যাকাত প্রদানে সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া যাকাত ধনী ও গরিবের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। একমাত্র যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সমাজ হতে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। যাকাতের মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল লোকেরাও সবল হয়ে ওঠে। ধনী–দরিদ্র সকলের মাঝে বৈষম্য দূর করে একমাত্র যাকাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" এমনকি যাকাত ধনী–দরিদ্র সকলের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করে। হযরত মুহাম্মদ (স) ইরশাদ করেন, "যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধন।" (বায়হাকি)। অতএব একথা যথার্থ যে উদ্দীপকে উলিরখিত আলেমের উক্তিটির তাৎপর্য অত্যন্ত বেশি।

প্রশ্ন– ২১ হজ

সিয়াম একজন ধনী ব্যবসায়ী। নানা অবৈধ উপার্জনে তিনি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করেন না। রোযা পালন করেন না। দান–খয়রাত করেন, তাও খুবই কম। তবে প্রতি বছর তিনি হজ করেন। কেননা তিনি শুনেছেন হজ করলে জীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন, সিয়াম সাহেবের হজ অর্থহীন, অগ্রহণযোগ্য।

ক. হজ কাকে বলে? ১
খ. সাওমের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কীভাবে সিয়ামের হজ অর্থবহ এবং গ্রহণযোগ্য হতে পারত? ৩
ঘ. সিয়াম যে ইবাদতটি প্রতিবছর করেন মুসলিম জীবনে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিনসমূহে পবিত্র কাবা ও নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ মোতাবেক অবস্থান ও পালন করাকে হজ বলে।

খ সাওম ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করে সমাজের নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। অধিক সওয়াবের আশায় রোযাদার অন্যকে ইফতার করায় এবং দান–সাদকা করে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

গ বিজ্ঞ আলেম মনে করেন, সিয়াম সাহেবের হজ অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য। তার হজ যেভাবে অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য হতে পারত–

১. সিয়াম সাহেব অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা হজ পালন করেছেন। তিনি বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা হজ পালন করলে হজ গ্রহণযোগ্য হতো।
২. সালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেন না তার কোনো ইবাদতই কাজে আসবে না। কাজেই সিয়াম সাহেবকে সালাত আদায়কারী হতে হবে।
৩. সিয়াম সাহেবকে নিয়মিত সাওম পালন করতে হবে ও যাকাত দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের কিছু অংশ গ্রহণ ও কিছু অংশ বর্জনের মধ্যে সাফল্য নেই। একজন মুসলিমকে ইসলামের বাস্তব অনুসারী হওয়ার মধ্য দিয়ে সাফল্য আসে। সুতরাং সিয়াম সাহেবকে অতীত কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে সুপথে ফিরে আসতে হবে এবং ইসলামের বাস্তব অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই তার হজ অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

ঘ সিয়াম সাহেব প্রতি বছর হজ পালন করেন। মুসলিম জীবনে হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনাতীত। হজের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত হতে লাখ লাখ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। হজে এসে সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করেন আল্লাহর দরবারে নিজেকে সমর্পণ করেন।

সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ করে বলতে থাকে লাব্বাইক, আলৱাহুম্মা লাব্বাইক। মহানবি (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয় যায়। হজ পালনের মাধ্যমে নতুনভাবে জান্নাত লাভ করা যায়। মহানবি (স) বলেন– মাকবুল হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই। তাছাড়া ধন–সম্পদ, বর্ণ–গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিৰা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব শেখায়। পারস্পরিক ভাব ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সৌহার্দ্যবোধ জাগ্রত করে। সুতরাং সামর্থব্যবান প্রতিটি ব্যক্তির উচিত মহান আলৱাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ পালন করা।

প্রশ্ন– ২২ ▸▸ মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক

ফারহানা রোকনকে বলল, ভাইয়া তোমার উচিত জলিলের সাথে ভালো ব্যবহার করা। সে আমাদের বাড়িতে কাজ করে। তাকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। কাজ করার সাথে সাথে তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া উচিত। কেননা মহানবি (স) বলেছেন, 'শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'

ক. ইসলামি পরিভাষায় ইলম কি? ১
খ. উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগী মনে করতে হবে কেন? ২
গ. মালিক–শ্রমিকের ব্যাপারে রোকন কোন শিৰা মেনে চলবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইসলামের দৃষ্টিতে উদ্দীপকে নির্দেশিত সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি পরিভাষায় ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা।

খ মালিক বা শ্রমিক কেউ কারো মনিব বা ভৃত্য নয়; বরং একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী। শ্রমিক নিজেকে খাটো মনে করবে না, তেমনিভাবে মালিকও নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। শ্রমিকের সহায়তা বা শ্রম ছাড়া যেমন পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়, আবার মালিকের মূলধন ছাড়াও শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই উৎপাদনের ৰেত্রে মালিক–শ্রমিক পরস্পরকে সহযোগী মনে করতে হবে।

গ মালিক–শ্রমিকের ব্যাপারে রোকনকে ইসলামের শিৰা মেনে চলতে হবে। কারণ মালিক–শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। এর ফলে শ্রমিক–মালিকের মাঝে কোনোদিন মনোমালিন্য হবে না। উদ্দীপকে দেখা যায়, রোকন তাদের বাড়িতে কর্মরত শ্রমিকের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং তার পারিশ্রমিক সময়মতো দেয় না। রোকনের এমন আচরণ ইসলামের শিৰা ও আদর্শের পরিপন্থী। ইসলাম অধীনস্থ লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। সূরা আন–নিসার ৩৬নং আয়াতে আলৱাহ বলেন, "তোমরা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে ভালো আচরণ কর এবং নিকট প্রতিবেশী, দূর–প্রতিবেশী, সঙ্গী–সাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধীনস্ত দাস–দাসীদের প্রতিও সদয় হও।" তাছাড়া খুব দ্রুত শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। মহানবি (স) বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'

সুতরাং উদ্দীপকের রোকনকে কুরআন ও হাদিসের উপরিউক্ত বাণী থেকে শিৰা গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম প্রদত্ত আদর্শ শ্রমনীতি অনুসরণ করলে কর্মৰেত্রে স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। ফলে উৎপাদন বাড়বে।

ঘ উদ্দীপকে মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক নির্দেশিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। নবি করিম (স) বলেছেন, 'যারা তোমাদের কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। আলৱাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। হাদিসের এ উদ্বৃতি প্রমাণ করে ইসলামে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামে মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক অতি মধুর। মালিক বা শ্রমিক কেউ কারো মনিব বা ভৃত্য নয়; বরং একে অপরের বন্ধু। মালিক যেমন শ্রমিকের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। তেমনিভাবে শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবনযাপন মালিকের অর্থ ব্যবস্থার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই পরস্পরকে পরস্পরের সহযোগী মনে করতে হবে। মালিক ও শ্রমিকের মাঝে এক চমৎকার সম্পর্কের দৃষ্টান্ত আমরা হযরত আনাস (রা)–এর জীবন থেকে পাই। তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুলৱাহ (স)–এর দশ বছর যাবৎ খেদমত করেছি। তিনি আমার সম্পর্কে কখনো উহ! শব্দ বলেননি এবং কখনো বলেননি, এটা করনি কেন? এটা করেছো কেন? আমার বহুকাজ তিনি নিজ হাতে করে দিতেন।' হযরত উমর (রা) আমিরৱল মুমিনিন ছিলেন। জেরৱজালেম সফরে উটের পিঠে চড়া ও উট টেনে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সাম্য ও মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উটের পিঠে চড়া ও উটের রশি টানার বিষয়ে নিজের ও ভৃত্যের মাঝে পালাক্রম ঠিক করে নিয়েছিলেন। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক।

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক

সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন কল–কারখানাতে বেতন–ভাতা ও অন্যান্য দাবি নিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। এর মূল কারণ হলো উৎপাদন ব্যবস্থায় যে দু'টি পৰের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকার কথা তা নেই। অথচ মুসলিম দেশ হিসেবে আমাদের দেশে এ ধরনের পরিবেশ উৎপাদন ৰেত্রে সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। তার কারণ পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এ দুটো সম্পর্কিত বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে।

ক. ইসলাম শিৰার মূল উৎস কয়টি? ১
খ. সন্ত্রাসবাদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের দুটি পৰ বলতে কোন দুটিকে বুঝানো হয়েছে? তাদের পারস্পরিক করণীয় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের একটি পৰ হলো শ্রমিক এবং তাদের রয়েছে কিছু অধিকার? মতামতের পৰে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম শিৰার মূল উৎস দুটি।

খ সন্ত্রাসবাদ বলতে সাধারণত বোঝায় পার্থিব কোনো স্বার্থলাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও তাদের ৰতি করা। সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্যজয়, ৰমতা দখল, সম্পদ অর্জন এবং লুটতরাজ ও খুন–খারাবির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

গ উদ্দীপকে যে দু'টি পৰের কথা বলা হয়েছে তা হলো শ্রমিক ও মালিক। আর শ্রমিক ও মালিকের সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উভয়ের কিছু করণীয় রয়েছে। ইসলাম অধীনস্থ লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। আল–কুরআনে বলা হয়েছে– তোমাদের অধীনস্থ দাস–দাসীদের প্রতি সদয় হও। তাই মালিককে শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। মালিককে হতে হবে ৰমতাশীল। কেননা রাসুল (স) এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, দৈনিক সত্তরবার কর্মচারীকে ৰমা করা যেতে পারে। আর একইভাবে শ্রমিককেও তার মালিকের দেয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। মহানবি (স) বলেছেন, গোলাম (শ্রমিক) যখন তার মালিকের কাজ সুচারৱূপে করে এবং সুষ্ঠুভাবে আলৱাহর ইবাদত করে তখন সে দ্বিগুণ প্রতিদান পায়।

ঘ আমি মনে করি উদ্দীপকের একটি পৰ হলো শ্রমিক এবং তাদের রয়েছে কিছু অধিকার। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বলা যায়, শ্রমিকের অধিকারগুলো হলো–

১. মালিকের পৰ থেকে উত্তম ব্যবহার পাবার অধিকার।
২. ৰমা পাওয়ার অধিকার। কেননা নবি (স) বলেছেন, অধীনস্থ কর্মচারীকে দৈনিক সত্তরবার ৰমা করা যেতে পারে।
৩. খাওয়া–পরা থেকে শুরৱ করে সকল কাজে সমান অধিকার ভোগ করবে।
৪. খুব দ্রুত পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার।
৫. সঠিক শ্রমের মূল্য পেতে পারিশ্রমিক নির্ধারণের অধিকার।
৬. শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ নির্বাচনের অধিকার।

এভাবে ইসলামে শ্রমিকের অধিকার সুসংহত হয়েছে।

প্রশ্ন– ২৪ ▸▸ ইলম

জনাব আহমেদ তার পুত্র বশিরকে বলল, আমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করা তোমার ওপর ফরজ। আর এই আনুগত্য সঠিকভাবে পালনের জন্য তোমাকে একটি বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে। এই ধারণা লাভ করতে পারলে তুমি সত্য–মিথ্যার পার্থক্য করতে পারবে। যার এই বিষয়ে ধারণা আছে। আর যার নেই তারা দু'জন কখনও সমান নয়।

ক. মৌলিক অধিকার কী? ১
খ. শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদানের ৰেত্রে ইসলাম কী বিধান দিয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বিষয়ে সঠিক ধারণার কথা বলা হয়েছে ইসলামে তার গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স) এ ধরনের সঠিক ধারণা লাভ করাকে ইবাদত বলে উলেৱখ করেছেন– মতামতের পৰে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিৰা, চিকিৎসা ইত্যাদি একজন মানুষের মৌলিক অধিকার।

খ ইসলাম কোনো ধরনের বৈষম্য সমর্থন করে না। তাই শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদানের ৰেত্রেও মালিকদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

গ উদ্দীপকে সঠিক ধারণা বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে ইলম। ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা। কীভাবে আনুগত্য করতে হবে তা ইলম ছাড়া জানা যাবে না। তাই ইসলামে ইলমের গুরবত্ব অপরিসীম। ইলমের গুরবত্ব এত বেশি যে, মহান আলৱাহ পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন 'ইকরা'; পড় শব্দ দ্বারা। পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয় বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। আর জ্ঞানবান এবং অজ্ঞ ব্যক্তি সমান নয়। মহান আলৱাহ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে আলৱাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন।"

ঘ উদ্দীপকে বলা হয়েছে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ফরজ। আর আনুগত্য সঠিকভাবে প্রকাশের জন্য ঐ বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে। এই সঠিক ধারণা লাভ করাকে ইলম বলা হয়েছে। ইলম হলো কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা জানা বা উপলব্ধি করা। আমরা জানি মহান আলৱাহ ও তাঁর রাসুলের মত ও পথ অনুসরণ করাই হলো ইবাদত। যেহেতু আলৱাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন– 'ইকরা' পড়। তাই জ্ঞানার্জন করা ফরজ। এ ব্যাপারে মহানবি (স) বলেছেন– "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ"। হযরত মুহাম্মদ (স) অন্যত্র জ্ঞানার্জনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে অবিহিত করেছেন। অতএব আমাদের উচিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে উত্তম ইবাদত করে আলৱাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাহলে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখিরাতে মুক্তি সুনিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন– ২৫ ইলম শিৰা ও নৈতিকতা

জুমুআর দিন জাব্বারদের মহলৱার মসজিদে খতিব সাহেব ইলম বা জ্ঞানার্জনের গুরবত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে মহানবি (স)–এর এ হাদিসটি উলেৱখ করেন যে, 'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।' অতঃপর জুমুআর নামায শেষে জাব্বার খতিব সাহেবের নিকট জানতে চাইল ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কতটুকু জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য? খতিব সাহেব এ বিষয়ে তাকে বুঝিয়ে দেন এবং বলেন, সব ইলম গ্রহণীয় নয়।

ক. ইলম প্রধানত কয়ভাগে বিভক্ত? ১
খ. ইসলামে ইলম গুরবত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. 'সব ইলম গ্রহণীয় নয়' বলে খতিব সাহেব জাব্বারকে কোন ইলম বর্জনের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. খতিব সাহেব মহানবি (স)–এর যে হাদিসটি উলেৱখ করেছেন তার তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইলম প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত।

খ ইসলামে ইলমের গুরবত্ব অপরিসীম। প্রতিটি মুসলিম কার আনুগত্য করবে এবং কীভাবে করবে, কার নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং কীভাবে করবে, তা অবশ্যই জানতে হবে। ইলম ব্যতীত তা জানা যাবে না। এজন্য ইসলামে ইলম গুরবত্বপূর্ণ।

গ খতিব সাহেব জাব্বারকে অকল্যাণকর ইলম বর্জনের কথা বলেছেন। আমরা জানি, ইলমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। গ্রহণীয় ইলম ও বর্জনীয় ইলম। গ্রহণীয় ইলম হলো, যে ইলম ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে। যেমন নৈতিক জ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, পদার্থ–রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান। আর বর্জনীয় ইলম হলো, যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না, বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন–চুরি, ডাকাতি, অন্যায়, জুলুম, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। উদ্দীপকে জাব্বার মসজিদের খতিব সাহেবের নিকট মুসলমানদের জন্য কতটুকু জ্ঞানার্জন অপরিহার্য তা জানতে চাইলে তিনি তাকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন এবং বলেন, সব ইলম গ্রহণীয় নয়। এ বক্তব্যের মাধ্যমে খতিব সাহেব জাব্বারকে অনৈতিক জ্ঞান ও অকল্যাণকর জ্ঞান বর্জনের কথা বলেছেন। বস্তুত শিৰার সাথে নৈতিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে খতিব সাহেব জাব্বারকে অনৈতিক বা অকল্যাণকর জ্ঞান বর্জনের কথা বলেছেন।

ঘ খতিব সাহেব ইবনে মাজাহ শরিফের একটি হাদিস উলেৱখ করেন। আর হাদিসটি হলো মহানবি (স) বলেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। হাদিসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা। তাই মুসলিম কার আনুগত্য করবে এবং কীভাবে করবে? কার নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে? তা অবশ্যই জানতে হবে। আর ইলম ব্যতীত তা জানা যাবে না। তাই ইসলামে ইলমের গুরবত্ব অপরিসীম। সঙ্গত কারণে উদ্দীপকের খতিব সাহেব ইলমের গুরবত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্যের এক পর্যায়ে মহানবি (স)–এর উক্ত হাদিসটি উলেৱখ করেন। বস্তুত ইলমের গুরবত্ব এত বেশি যে, মহান আলৱাহ পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা করেছেন اِقْرَأْ 'পড়' শব্দ দ্বারা। জ্ঞানবান ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করে। সুতরাং মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। এজন্য ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ করেছে। এছাড়া অন্যত্র মহানবি (স) জ্ঞানার্জনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলেও অভিহিত করেছেন। সুতরাং বলা যায়, খতিব সাহেবের উলিৱখিত হাদিসটি তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন– ২৬ শিৰার্থীদের বৈশিষ্ট্য, শিৰকের গুণাবলি ও ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক

ফারজানা ও ফারহানা একই ক্লাসে পড়ে। ফারজানা খুবই শান্ত। সে নিয়মিত ক্লাসে আসে ও শিক্ষকের সম্মান করে এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু ফারহানা নিয়মিত পড়াশোনা করে না, শিক্ষকের কথা শোনে না। তাঁদের সম্মান করে না। এ কথা জানতে পেরে ফারহানার পিতা বললেন, শিৰককে সম্মান করা তোমার কর্তব্য। কেননা ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক পিতা–পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়।

ক. শিৰার্থী কাকে বলে? ১
খ. শিক্ষকদের যথাযথ শ্রদ্ধা করা ইবাদতের শামিল কেন? ২
গ. ফারজানার আচরণে কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফারহানার পিতার বক্তব্য অনুযায়ী ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক বিশেৱষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিৰার্থী বলা হয়।

খ শিৰকদের যথাযথ শ্রদ্ধা করা ইবাদতের শামিল। কারণ পিতামাতার পরই শিৰকের মর্যাদা। পিতামাতা সন্তানকে জন্ম দিয়ে শুধু লালন–পালন করেন। আর তাদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন শিৰক। আমাদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় শিক্ষকগণ যে আত্মত্যাগের পরিচয় দেন সেজন্য তাদের যথাযথ শ্রদ্ধা করা ইবাদতের শামিল।

গ ফারজানার আচরণে একজন আদর্শ শিৰার্থীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আমরা জানি, একজন আদর্শ শিৰার্থীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে উলেৱখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো– শিৰকগণের আদেশ–নিষেধ মেনে চলা, তাঁদেরকে সম্মান করা, সহপাঠীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা, নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা, শিৰকের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা, দৈনন্দিন পাঠ আয়ত্ত করা ইত্যাদি। উলিৱখিত বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো শিৰার্থীর মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে আদর্শ শিৰার্থী বলা যাবে। সেমতে উদ্দীপকের ফারজানা একজন আদর্শ শিৰার্থী। কারণ সে নিয়মিত ক্লাসে আসে, শিৰকদের সম্মান করে এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, ফারজানা আচরণে একজন আদর্শ শিৰার্থীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ ফারহানার পিতার বক্তব্য অনুযায়ী ছাত্র–শিৰক সম্পর্কের বিষয়টি পিতা–পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। শিৰক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। তাই শিৰককে যথাযথ সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। অথচ উদ্দীপকের ফারহানা শিৰকদের সম্মান করে না, তাঁদের কথা শোনে না। ফারহানার এ অবস্থা জানতে পেরে তার পিতা তাকে বললেন, শিৰকের সম্মান করা তোমার কর্তব্য। কেননা ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। ফারহানার পিতার এ বক্তব্যটি যথার্থ। কারণ পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, শিৰকও তেমনি তার ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন এবং তাকে সৎপথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অন্যদিকে ছাত্রও তার শিৰক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়। পরিশেষে বলা যায়, পিতা ও পুত্রের মাঝে যেমন উত্তরাধিকারের সম্পর্ক আছে, ছাত্র–শিৰকের মাঝেও তেমন সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের উচিত এ সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

প্রশ্ন– ২৭ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

করিম ও বাদল রাস্তায় বসে গল্প করছিল। এ সময় তারা দেখল লোকজন মিছিল করছে এই বলে, 'জিহাদ, জিহাদ, জিহাদ ভাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই।' করিম বাদলকে জিজ্ঞাসা করল, জিহাদ কী? বাদল বলল, 'জিহাদ হলো, কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরবদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরবদ্ধে যুদ্ধ করা।' করিম বলল, 'তা ওরা কি কাউকে হত্যা করতে যাচ্ছে?' বাদল বলল, 'সম্ভবত'।

ক. জিহাদ কয় প্রকার ও কী কী? ১
খ. জিহাদের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বাদলের কথায় কোন ধরনের জিহাদ ফুটে উঠেছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জিহাদ সম্পর্কে বাদলের বিশ্বাসের যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার। যথা : i. নিজের নফসের বিরবদ্ধে জিহাদ; ii. জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ; iii. ইসলামের শত্রবর বিরবদ্ধে জিহাদ।

খ জিহাদ ইসলামের একটি ভালো আমল। ইসলামকে রৰা করা, দীনকে সমুন্নত রাখা এবং আলৱাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ৰেত্রে মানুষকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আলৱাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য। মানুষকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিক গুণে গুণান্বিত করাও জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকে দেখা যায়, কতিপয় মুসলিম জিহাদ করার প্রতিজ্ঞা করে স্লোগান দিচ্ছিল। সেটি দেখে বাদল তারই বন্ধু করিমকে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। বাদলের জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার না হলেও তার বর্ণনা অনুযায়ী জিহাদ হলো ইসলামের শত্রবর বিরবদ্ধে যুদ্ধ করা। সেৰেত্রে জিহাদের তিনটি প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার ফুটে উঠেছে। এটি হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। যেখানে কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরবদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরবদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়।

ঘ জিহাদ সম্পর্কে বাদলের বিশ্বাস পুরোপুরি সঠিক না হওয়ায় সে কারণেই উদ্দীপকে দেখা যায়, বাদল জিহাদের সম্পূর্ণ সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন ধরনের হতে পারে। যথা : নিজের নফসের বিরবদ্ধে জিহাদ; জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ; ইসলামের বিরবদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরবদ্ধে যুদ্ধ করা। বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আলৱাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য। উদ্দীপকে দেখা যায়, বাদল জিহাদ সম্পর্কে বলেছে, জিহাদ হলো কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরবদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরবদ্ধে যুদ্ধ করা। তার এ সংজ্ঞাটি জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। সে জিহাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। শুধুমাত্র একটি স্তর সম্পর্কে বলেছে। কিন্তু সে পরে করিমকে বলেছে, বিৰোভকারীরা সম্ভবত কাউকে খুন করতে যাচ্ছে। বাদলের এরূপ ব্যাখ্যায় করিম জিহাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পায়নি। বরং সে ধারণা করবে, জিহাদ শুধু ইসলামের শত্রবর বিরবদ্ধে যুদ্ধ করার সাথে জড়িত। সুতরাং বাদল নিজেও জিহাদের তিনটি স্তর সম্পর্কে জানে কি না তা নিয়েও সন্দেহ জন্মায়। সুতরাং জিহাদ সম্পর্কে বাদলের বিশ্বাস সম্পূর্ণ এবং যথার্থ নয়। তাকে জিহাদ সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

প্রশ্ন– ২৮ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

ডক্টর আলি জুমা 'জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ' শীর্ষক একটি সেমিনারে বললেন, জিহাদ সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ দুটো পরস্পর বিপরীত। বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন–খারাবি ও নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটা সন্ত্রাসেরই নামান্তর।

ক. সন্ত্রাসবাদ কী? ১
খ. জিহাদ কেন প্রয়োজন? ২
গ. ডক্টর আলি জুমার বক্তব্য থেকে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের তুলনা কর। ৩
ঘ. 'সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।'–উদ্দীপকের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সন্ত্রাসবাদ হলো পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তান্ডবলীলার মাধ্যমে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং তাদের ৰতি করা।

খ প্রকৃত পৰে শান্তির জন্য জিহাদ প্রয়োজন। এটি ইসলামের একটি আমল। বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আলৱাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়ার জন্য জিহাদের বিকল্প নেই। দীনকে রৰা করা এবং দীনকে সমুন্নত রাখার জন্যও জিহাদ প্রয়োজন।

গ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। ডক্টর আলি জুমা 'জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ' শীর্ষক সেমিনারে জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখাতে চেয়েছেন। জিহাদের আভিধানিক অর্থ হলো পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। আর সন্ত্রাসবাদের আভিধানিক অর্থ হলো ত্রাস সৃষ্টি বা ভয় দেখানো। জান–মাল, ইলম, আমল, লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আলৱাহর দীনকে সমুন্নত করাই হলো জিহাদ। অন্যদিকে পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তান্ডবলীলার মাধ্যমে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার কার্যক্রমই হলো সন্ত্রাসবাদ। মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত করে আলৱাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং যুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ৰমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন–খারাবি, লুটতরাজ প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য। জিহাদ ইসলামের একটি পুণ্যের কাজ। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

ঘ 'সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।' উক্তিটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। ইসলাম শান্তির ধর্ম। মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তিতে

রাখাই হলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে সন্ত্রাস মানুষের শান্তি নষ্ট করে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন–খারাবি ও নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটা সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম। সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমে বলতে বোঝায় ঐসব কার্যক্রম যা জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং তাদের ৰতি করে। আর এসব কার্যক্রম কখনোই মানুষের জন্য কল্যাণকর নয় এবং ইসলাম এ ধরনের কার্যক্রম কখনোই সমর্থন করে না। ইসলাম মানবতাবিরোধী, শয়তান ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুপারিশ করেছে। তবে এ লড়াই অবশ্য ফেতনা, ফ্যাসাদ ও অশান্তি চিরতরে নির্মূল করে এককভাবে আলৱাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হতে হবে। আর এটা অবশ্যই চিরসত্য ও প্রমাণিত যে পৃথিবীতে এক আলৱাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না, মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই ইসলামের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে ইসলাম শয়তান ও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আলৱাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা (ইসলাম ও মানবতাবিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে) লড়াই কর। যতৰণ না ফেতনা, ফাসাদ ও অশান্তি চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন এককভাবে আলৱাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।' সন্ত্রাস কখনোই ইসলামের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং এটি অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ৰমতা দখল, সম্পদ অর্জন এবং লুটতরাজ ও খুন–খারাবির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত, যা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। তাই বলা যায়, সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৯ ▸▸ জিহাদ

টিভিতে একজন বিজ্ঞ আলোচক তার আলোচনায় বললেন, মুসলমান হিসেবে আমাদের সার্বৰণিক জিহাদের মধ্যে থাকতে হয়। তাঁর আলোচনা শুনে ফাহিম বলল, মুসলমানরা কী সন্ত্রাসী জাতি যে সবসময় মারামারি–কাটাকাটির মধ্যে থাকবে? কথাটি শুনে ফাহিমের পিতা বলল, 'জিহাদ অর্থ সন্ত্রাস নয়' তুমি যদি খারাপ কাজ থেকে ফিরে থাক তাও জিহাদ। জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

ক. কোন কাজে আলৱাহর সন্তুষ্টি রয়েছে? ১
খ. জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফাহিমের পিতা কোন প্রকার জিহাদের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক বিষয়ে ফাহিমের পিতার উক্তিটি বিশেৱষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তম কাজে আলৱাহর সন্তুষ্টি রয়েছে।

খ বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আলৱাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য। রাজ্য জয়, ৰমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন–খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আলৱাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য।

গ ফাহিমের পিতা নফস বা কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদের কথা বলেছেন।

আমরা জানি, ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার। যথা : ১. স্বীয় নফস বা কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ, ২. জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ এবং ৩. ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ। উদ্দীপকে ফাহিমের পিতা নফস বা কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদের কথা বলেছেন। মুসলমান হিসেবে আমাদের সার্বৰণিক জিহাদের মধ্যে থাকতে হয়' বলে উদ্দীপকের বিজ্ঞ আলোচক যে মন্তব্য করেন সে বিষয়ে ফাহিমের প্রশ্নের উত্তরে তার পিতা বলেন, তুমি যদি খারাপ কাজ থেকে ফিরে থাক তাও জিহাদ। মূলত এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফাহিমের পিতা নফসের সাথে জিহাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ বিষয়ে মহানবি (স) বলেছেন, 'প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে আলৱাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করে।' এরূ প জিহাদকে মহানবি (স) সবচেয়ে বড় জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলেন, 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি।' এ জিহাদ সার্বৰণিক। আমাদের কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তান সবসময় আমাদেরকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করছে। সুতরাং কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে সার্বৰণিক যুদ্ধ করে একনিষ্ঠভাবে আলৱাহর অনুগত থাকতে হবে। আর রাসুলের ভাষ্যমতে এটাই হলো জিহাদে আকবার, যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ফাহিমের পিতা।

ঘ জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক বিষয়ে 'জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই'– ফাহিমের পিতার এ উক্তিটি যথার্থ। জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ পরস্পর বিপরীত। সংজ্ঞার দিক থেকে উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন: জান–মাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আলৱাহর দীন (ইসলাম)–কে সমুন্নত করাই হলো জিহাদ। পৰান্তরে সন্ত্রাসবাদ বলতে আমরা বুঝি পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও তাদের ৰতি করা। আবার উদ্দেশ্যের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লৰ্য করা যায়। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আলৱাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য। পৰান্তরে সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ৰমতা দখল, সম্পদ অর্জন করা এবং লুটতরাজ ও খুন–খারাবির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন–খারাবি ও নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটা সন্ত্রাসেরই নামান্তর। এ কারণে উদ্দীপকের ফাহিমকে বুঝাতে তার পিতা বলেন, 'জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই', কিন্তু ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে। সুতরাং আমরা জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য অনুধাবন করব এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিহার করে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করব।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৩০ ▸▸ ইবাদত

আমির হোসেন পার্শ্ববর্তী বাজারের একজন ব্যবসায়ী। তার সততা ও সফলতার কথা সবার মুখে মুখে। ব্যবসা ও পারিবারিক কাজের বাইরে তার কার্য তালিকায় আর কোনো কাজ নেই। তারই প্রতিবেশী শাজান সাহেব সালাত, সাওম ও যিকির–আযকার নিয়ে সম্পূর্ণ দিন অতিবাহিত করেন। পরিবার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়–স্বজনের প্রতি তার কোনো খেয়াল নেই। তিনি নিজেকে একজন পূর্ণ মুসলমান মনে করেন।

ক. ইবাদত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আমির হোসেনের কর্মকাণ্ডে কার হক অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাজান সাহেব কি সত্যিই একজন পূর্ণ মুসলমান? তোমার উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চূড়ান্তভাবে দীনতা–হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া।

খ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর।

কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাকে ইসলামে ফরজ করা হয়েছে। আর এ ধরনের জিহাদই হচ্ছে সর্বোচ্চ জিহাদ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ হাক্কুলৱাহর ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ মানবাধিকারের গুরুত্ব বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৩১ ▸▸ সালাত ও হজ

ফালু শেখ বদরপুর গ্রামের মাতবর। বিভিন্ন উপায়ে তিনি প্রচুর অর্থ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তিনি নিয়মিত সালাত ও যাকাত আদায় করেন না। কিন্তু প্রতি বছর হজ পালন করেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে শিশুর মতো নিষ্পাপ মনে করেন। এলাকাবাসী তাকে হাজি সাহেব বলে সম্বোধন করে। এতে তিনি বেশ খুশি হন।

ক. সাওম অর্থ কী? ১
খ. সালাতকে আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলা হয় কেন? ২
গ. ফালু শেখের আচরণ কেন শরিয়ত বিরোধী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হাজি সাহেব প্রকৃত মুমিন নয়– বক্তব্যটি বিশেৱষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাওম অর্থ বিরত থাকা।

খ সালাতের মাধ্যমে খুব সহজেই মহান আলৱাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়। এজন্য সালাতকে বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলা হয়। সালাত আদায়ের ফলে ইমান মজবুত হয় এবং আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার ফলে পাঁচবার মহান আলৱাহর সাথে সাৰাৎ হয়। এজন্যই সালাতকে বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মানবজীবনে সালাতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ 'হজ একটি বিশ্বসম্মেলনের বহি:প্রকাশ'— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন– ৩২ যাকাত

জয়নাল সাহেবের অঢেল সম্পদ। তিনি গরিব–দুঃখীদের দুহাতে অর্থ বিলিয়ে দেন। কিন্তু শরিয়ত মোতাবেক যাকাত দানে অনীহা প্রকাশ করেন। মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে যাকাত দানের সঠিক পদ্ধতি বুঝিয়ে দেন।

ক. যাকাত ইসলামের কততম স্তম্ভ? ১
খ. ইকামাতুস সালাত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব জয়নাল সাহেব ইসলামের কোন বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইমাম সাহেবের অভিমতের ভিত্তিতে যাকাত সম্পর্কিত কুরআনের যেকোনো একটি বাণী বিশেৱষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ।

খ ইকামাতুস সালাত বলতে সালাত প্রতিষ্ঠা করাকে বোঝায়। সালাত অর্থ দোয়া করা, ৰমা প্রার্থনা করা। 'ইকামত' অর্থ কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা। আর ইকামাতুস সালাত অর্থ সালাত প্রতিষ্ঠা করা। সালাত শুধু নিজে আদায় করলে হবে না, সালাত সমাজেও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সবার মাঝে সালাত আদায় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করাকে ইকামাতুস সালাত বলে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ যাকাত অস্বীকারকারী কী হিসেবে গণ্য হবেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ কুরআন ও হাদিসের আলোকে যাকাতের গুরৰত্ব বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৩৩ সালাত ও সাওম

রেসমা তার ছোট বোন আকলিমাকে বলল, আলৱাহ তায়ালা প্রতিদিন প্রত্যেক প্রহরে একটি ইবাদতের মাধ্যমে বান্দাকে পরীৰা করেন। উক্ত ইবাদতটি ইমান ও কুফুরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী ইবাদত। তখন আকলিমা তার বোনকে বলল, হিজরি বছরের নবম মাসে একটি ইবাদত পালন করতে হয়। উক্ত ইবাদতটি তাকওয়া অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক।

ক. রেশমা অর্থ কী? ১
খ. সালাত মানুষকে কীসের অনুপ্রেরণা দেয় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রেসমা কোন ইবাদতের কথা বলেছে? তার উক্তির আলোকে উক্ত ইবাদতের ফজিলত ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আকলিমার উক্তিটি বিশেৱষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা, ও বৃদ্ধি পাওয়া।

খ দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় মানুষকে প্রতিনিয়ত আলৱাহর দেওয়া জীবনবিধানের ওপর অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা দান করে। সালাত আদায়কারী নিজের ভুলভ্রান্তি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারে এবং আলৱাহর আইন মেনে চলতে উৎসাহী হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কুরআন হাদিসের আলোকে সালাতের ফজিলত ব্যাখ্যা কর।

ঘ সাওমের তাৎপর্য বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৩৪ যাকাত

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ড. জামিল কায়সার এক টিভি প্রোগ্রামে বলেন, সালাত প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর ওপর যেমন ফরজ, ঠিক তেমনি যাকাতও প্রত্যেক নরনারী মুসলিমের ওপর ফরজ। মালিকে নিসাব হলে যাকাত দানে গড়িমসি করা গুনাহর কাজ। আমাদের দেশে সঠিকভাবে যাকাত আদায় হলে গরিব থাকবে না।

ক. কোন ইবাদতের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়? ১
খ. যাকাত কাদের ওপর ফরজ? ২
গ. ড. জামিল কায়সারের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত বিষয়ের গুরৰত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হজের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।

খ নিসাবপূর্ণ মাল কারো মালিকানায় থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ। তবে যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তা হলো– বুদ্ধিমান, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও ঋণমুক্ত হওয়া এবং নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া এবং শর্ত হলো নিসাবের মালিক থাকা অবস্থায় সম্পদ পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হতে হবে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের গুরৰত্ব বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৩৫ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

লেবাননে 'ক' ও 'খ' নামক দুটি সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়। 'ক' সংগঠন মহান আলৱাহ ও তাঁর রাসুলের পথে মানুষকে আহ্বান করছে। নিজেদের জীবনকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে পরিচালিত করছে এবং মানুষের মধ্যে ইসলামের বাণী লিখিত আকারে প্রচার করে ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। অপরপৰে 'খ' সংগঠন ৰমতা দখল ও সম্পদের লোভে খুন–খারাবি, লুটতরাজ ও অন্যায় রক্তপাত ঘটানোর মাধ্যমে দেশের মানুষের সুখ নষ্ট করছে এবং মুখে বলছে তারা ইসলাম কায়েম করতে চায়।

ক. যাকাতের আভিধানিক অর্থ কী? ১
খ. স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' সংগঠনের কার্যক্রম পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, 'খ' সংগঠনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক রয়েছে? মতামতের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া।

খ কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করাই হলো স্বীয় নফসের বিরৰদ্ধে জিহাদ। মানুষের নফস বা কুপ্রবৃত্তি সবসময় আলৱাহর আনুগত্যহীনতার কথা বলে। অন্যায়ের পথে মানুষকে পরিচালিত করে। এসব অন্যায় থেকে মুক্ত থেকে

নিজেকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টাই হলো স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ জিহাদের বর্ণনা দাও।

ঘ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ৩৬ মালিক শ্রমিক সম্পর্ক

আমিন মিয়া জামান সাহেবের দোকানে কাজ করে। আমিন মিয়া যথাযথভাবে তার কাজ সম্পাদন করলেও জামান তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে গড়িমসি করে। জামান সাহেবের এলাকার প্রখ্যাত আলেম মাওলনা ইউসুফ আজমিকে জানালে তিনি মহানবি (স)–এর নিচের বাণীটি বলেন, "শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"

ক. শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও– উক্তিটি কার? ১

খ. 'ইবাদতের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন'– মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাণীটি দ্বারা মহানবি (স) কী বুঝাতে চেয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত পারিশ্রমিক না দিলে কী সমস্যা হতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও– উক্তিটি মহানবি (স)–এর।

খ ইবাদত অর্থ আনুগত্য করা। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ–নিষেধ মেনে চলা। আর এ আদেশ–নিষেধ পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হয়। তাই ইবাদতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল নির্দেশিত পথ অবলম্বনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ শ্রমিকের প্রতি মালিকের কী ধরনের আচরণ করা উচিত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ শ্রমিকের হক আদায় না করার পরিণাম বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ৩৭ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য, জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

সানি নিয়মিত সালাত আদায় করে। সে খুবই আমানতদার। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে। তার কয়েক জন বন্ধু জিহাদের নামে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত। তারা সানিকে উক্ত কাজের সাথে জড়িত হতে অনুরোধ করল। বিষয়টি সানি তার পিতা ড. শরিফুল হককে জানালে তিনি বললেন, জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। জিহাদ একটি পবিত্র ইবাদত আর সন্ত্রাসবাদ কবিরা গুনাহ।

ক. জিহাদ অর্থ কী? ১

খ. ইবাদতের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ড. শরিফুল হকের উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সানির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জিহাদ অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি।

খ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই ইবাদতের মূল লক্ষ্য। আদেশ–নিষেধ পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হয়। তাই ইবাদতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (স) নির্দেশিত পথ অবলম্বনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য নির্ণয় কর।

ঘ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ৩৮ জিহাদ

মাওলানা হেলাল কাবিরি এক ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য নিজেদের কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করবন। এটিই একজন মুমিনের অন্যতম সাধনা। কেননা কুপ্রবৃত্তি আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

ক. হাদিস কাকে বলে? ১

খ. "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম"– রাসুল (স)–এর উক্তির ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাওলানা হেলাল কাবিরি যে ধরনের জিহাদের কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ ছাড়াও ইসলামের দৃষ্টিতে আর কোনো জিহাদ রয়েছে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাসুল (স)–এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলে।

খ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চালচলন, ওঠাবসা, আচার–ব্যবহার, লেনদেন সবকিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় তখন তাকে নৈতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলে। এই নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসুল (স) সর্বোত্তম লোক বলে অভিহিত করেছেন। কেননা উত্তম চরিত্র হলো একজন ব্যক্তির মৌলিক গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যা অর্জন করলে জীবন সুন্দর ও উন্নত হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ স্বীয় নফস তথা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ব্যাখ্যা কর।

ঘ শ্রেণিভেদ উল্লেখপূর্বক সকল প্রকার জিহাদ বিশ্লেষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৩৯ আখিরাত ও ইবাদত

শফিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব হেলাল সাহেব। লোকদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন। শীত বস্ত্র বিতরণের পরে তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বললেন, "হে লোক সকল, আপনারা একথা অবশ্যই মনে রাখবেন আমাদেরকে এমন একটি জীবনের সম্মুখীন হতে হবে যে দিন সবাইকে পৃথিবীর কাজের জন্য হিসাব দিতে হবে। [অধ্যায় : ১ম ও ৩য়]

ক. কিতাব শব্দের অর্থ কী? ১

খ. নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম বর্ণনা কর। ২

গ. শফিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব হেলাল সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে এমন একটি জীবন বলতে কোন জীবনকে বুঝানো হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিতাব শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ বা লিখিত বস্তু।

খ নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারি।

গ শফিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব হেলাল সাহেবের কর্মকাণ্ডে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, মানুষ সামাজিক জীব। আমরা সকলে মিলেমিশে সমাজে বসবাস করি। সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণে যখন কোনোকিছু করা হয়, তখন তাকে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক হিসেবে ধরা হয়। আর অবশ্যই এটা খিদমাতুল খালক। শীতবস্ত্র বিতরণের ফলে অসহায় দরিদ্র মানুষ শীতের কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। ফলে সে আল্লাহর অনুগ্রহশীল বান্দায় পরিণত হবে। সুতরাং, জনাব হেলালের কাজটি হাক্কুল ইবাদ।

ঘ উদ্দীপকে এমন একটি জীবন বলতে আখিরাতের জীবনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন দুনিয়ার কেউ আর তার কোনো উপকার করতে পারবে না। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হতে হবে। তখন তার সকল কর্মের হিসাব–নিকাশ আলৱাহর কাছে দিতে হবে। কেউ যদি মন্দ কাজ করে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আবার কেউ যদি ভালো কাজ করে সে তার প্রতিদান পাবে। উদ্দীপকে শফিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলাল সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে তাই বললেন "হে লোক সকল, আপনারা একথা অবশ্যই মনে রাখবেন আমাদেরকে এমন একটি জীবনের সম্মুখীন হতে হবে যে দিন সবাইকে পৃথিবীর কাজের জন্য হিসাব দিতে হবে। সুতরাং, উদ্দীপকে চেয়ারম্যান সাহেবের বক্তব্য অনুসারে, এমন একটি জীবন বলতে আখিরাতের জীবনকেই বুঝানো হয়েছে।

কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আলৱাহর ইবাদত করা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কিসের মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত?
উত্তর : ইবাদতের মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আলৱাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ইবাদত কয় প্রকার?
উত্তর : ইবাদত দুই প্রকার।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সালাত আদায়ের পর কোথায় ছড়িয়ে পড়তে হয়?
উত্তর : সালাত আদায়ের পর জমিনে ছড়িয়ে পড়তে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ সালাত অর্থ কী?
উত্তর : সালাত অর্থ দোয়া, ৰমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সালাতের ফারসি প্রতিশব্দ কী?
উত্তর : সালাতের ফারসি প্রতিশব্দ নামায।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ সালাত কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর : সালাত আরবি শব্দ।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ সালাত ইসলামের কততম রৰকন?
উত্তর : সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রৰকন।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ কিয়ামতের দিন আলৱাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কিসের হিসাব নিবেন?
উত্তর : কিয়ামতের দিন আলৱাহ তায়ালা সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নিবেন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ সাওম অর্থ কী?
উত্তর : সাওম অর্থ বিরত থাকা।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ সাওমের ফারসি প্রতিশব্দ কী?
উত্তর : সাওমের প্রতিশব্দ রোযা।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ রমযান মাসে সাওম পালন করা কী?
উত্তর : রমযান মাসে সাওম পালন করা ফরজ।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ সাওম ইসলামের কততম স্তম্ভ?
উত্তর : সাওম ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ সাওম শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উত্তর : সাওম আরবি শব্দ।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ ইসলামের সেতুবন্ধন কোনটি?
উত্তর : ইসলামের সেতুবন্ধন হলো যাকাত।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ যাকাত শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ যাকাত অস্বীকারকারীদের কী বলা হয়?
উত্তর : যাকাত অস্বীকারকারীদের মুরতাদ বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ গুরবত্বের দিক দিয়ে সালাতের পরই কার স্থান?
উত্তর : গুরবত্বের দিক দিয়ে সালাতের পরই যাকাতের স্থান।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ হজ ইসলামের কততম ভিত্তি?
উত্তর : হজ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ হজ এর আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর : হজ এর আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ মুসলমানদের জীবনে হজ কয়বার ফরজ?
উত্তর : মুসলমানদের জীবনে হজ একবার ফরজ।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ হজ অস্বীকারকারীদের কী বলা হয়?
উত্তর : হজ অস্বীকারকারীদের কাফির বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন কী?
উত্তর : বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন হচ্ছে হজ।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ কার ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া উচিত?
উত্তর : শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ হযরত মুহাম্মদ (স)–এর শ্রমিক ছিলেন কে?
উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (স) এর শ্রমিক ছিলেন হযরত আনাস (রা)।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ কে আমিরৰল মুমিনিন ছিলেন?
উত্তর : হযরত উমর (রা) আমিরৰল মুমিনিন ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ মজুরের কী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করা যাবে না?
উত্তর : মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) কয় বছর রাসুলুলৱাহ (স)–এর খেদমত করেছেন?
উত্তর : হযরত আনাস (রা) দশ বছর রাসুলুলৱাহ (স)–এর খেদমত করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ ইলম কী শব্দ?
উত্তর : ইলম আরবি শব্দ।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ ইলম অর্থ কী?
উত্তর : ইলম অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, অবগত হওয়া, জানা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ ইসলাম অর্থ কী?
উত্তর : ইসলাম অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ ইলম কয়ভাগে বিভক্ত?
উত্তর : ইলম দুইভাগে বিভক্ত।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ ইসলামে জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের ওপর কী করেছে?
উত্তর : ইসলামে জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের ওপর ফরজ করেছে।

প্রশ্ন ॥ ৩৫ ॥ কী জাতির মেরৰদণ্ড?
উত্তর : শিৰা জাতির মেরৰদণ্ড।

প্রশ্ন ॥ ৩৬ ॥ ইসলাম শিৰার মূল উৎস কয়টি?
উত্তর : ইসলাম শিৰার মূল উৎস দুইটি।

প্রশ্ন ॥ ৩৭ ॥ রাসুল (স)–এর বাণী, কাজ ও মৌনসম্মতিকে কী বলে?
উত্তর : রাসুল (স) এর বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদিস বলে।

প্রশ্ন ॥ ৩৮ ॥ ইসলামের দ্বিতীয় উৎস কোনটি?
উত্তর : ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদিস।

প্রশ্ন ॥ ৩৯ ॥ ইসলাম শিৰার তৃতীয় উৎস কোনটি?
উত্তর : ইসলাম শিৰার তৃতীয় উৎস ইজমা।

প্রশ্ন ॥ ৪০ ॥ যে নিয়মিত লেখা–পড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে কী বলে?
উত্তর : যে নিয়মিত লেখা পড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিৰার্থী বলে।

প্রশ্ন ॥ ৪১ ॥ শিৰকের সাথে কেমন আচরণ করা যাবে না?
উত্তর : শিৰকের সাথে অভদ্র আচরণ করা যাবে না।

প্রশ্ন ॥ ৪২ ॥ শিৰার্থীদের কেমন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হবে?
উত্তর : শিৰার্থীদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৪৩ ॥ জ্ঞান লাভের ৰেত্রে কী পরিহার করতে হবে?
উত্তর : জ্ঞান লাভের ৰেত্রে লজ্জাশীলতা পরিহার করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৪৪ ॥ ইমাম শাফেয়ি (র)–এর শিৰকের নাম কী ছিল?
উত্তর : ইমাম শাফেয়ি (র)–এর শিৰকের নাম ছিল আলৱামা ওয়াকি (র)।

প্রশ্ন ॥ ৪৫ ॥ যিনি আমাদের শিৰা দেন তিনি কে?
উত্তর : যিনি আমাদের শিৰা দেন তিনি শিৰক।

প্রশ্ন ॥ ৪৬ ॥ পৃথিবীর সবচাইতে সম্মান ও মর্যাদার পেশা কী?
উত্তর : পৃথিবীর সবচাইতে সম্মান ও মর্যাদার পেশা শিৰকতা।

প্রশ্ন ॥ ৪৭ ॥ নিজেকে শিৰক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন কে?
উত্তর : নিজেকে শিৰক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (স)।

প্রশ্ন ॥ ৪৮ ॥ একজন ভালো শিৰক অন্যায়ের ব্যাপারে কেমন হবেন?
উত্তর : একজন ভালো শিৰক অন্যায়ের ব্যাপারে আপোষহীন হবেন।

প্রশ্ন ॥ ৪৯ ॥ একজন ভালো শিৰকের পোশাক কেমন হওয়া উচিত?
উত্তর : একজন ভালো শিৰকের পোশাক শালীন, মার্জিত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ॥ ৫০ ॥ আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর কে?
উত্তর : আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর হচ্ছেন শিৰক।

প্রশ্ন ॥ ৫১ ॥ পিতামাতার পরই কার স্থান?
উত্তর : পিতামাতার পরই শিৰকের স্থান।

প্রশ্ন ॥ ৫২ ॥ কারা অনুকরণ প্রিয়?
উত্তর : শিশুরা অনুকরণ প্রিয়।

প্রশ্ন ॥ ৫৩ ॥ রাসুল (স) কাদের উত্তরাধিকারী বলেছেন?
উত্তর : রাসুল (স) আলেমদের উত্তরাধিকারী বলেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৫৪ ॥ ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে?
উত্তর : ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা)।

প্রশ্ন ॥ ৫৫ ॥ জিহাদ কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর : জিহাদ আরবি শব্দ।

প্রশ্ন ॥ ৫৬ ॥ জিহাদের আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর : জিহাদের আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৫৭ ॥ ইসলামে জিহাদ কয় প্রকার?
উত্তর : ইসলামে জিহাদ তিন প্রকার।

প্রশ্ন ॥ ৫৮ ॥ কুপ্রবৃত্তির বিরবদ্ধে জিহাদ করাকে কী বলে?
উত্তর : কুপ্রবৃত্তির বিরবদ্ধে জিহাদ করাকে জিহাদে আকবর বলে।

প্রশ্ন ॥ ৫৯ ॥ জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করাকে কী বলে?
উত্তর : জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করাকে জিহাদে কাবির বলে।

প্রশ্ন ॥ ৬০ ॥ রাসুল (স) কতগুলো জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর : রাসুল (স) প্রায় ১০০টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৬১ ॥ জিহাদের উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আলরাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন ॥ ৬২ ॥ এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে কেন?
উত্তর : ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

▼▼⬇

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ইবাদত বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো চূড়ান্তভাবে দীনতা–হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া। আর ইসলামি পরিভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ–কর্মে আলরাহ তায়ালার বিধিবিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মানুষ কেন চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তার চেয়ে অধম হয়ে যায়?
উত্তর : আলরাহ তায়ালার সৃষ্টি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের মধ্যে পার্থক্য হলো বিবেক–বুদ্ধি ও জ্ঞানের। যদি মানুষ সে বিবেক–বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আলরাহর ইবাদত করতে না পারে তাহলে সে চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তার চেয়েও অধম হয়ে যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ হাক্কুলরাহ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : আলরাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুলরাহ (حَقُّ اللهِ) বলে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আলরাহর সন্তষ্টি অর্জন করার জন্য অনেক ধরনের ইবাদত করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আলরাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট এগুলোই হলো হাক্কুলরাহ। যেমন : সালাত, সাওম ও হজ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সালাতের ধর্মীয় গুরবত্ব সংৰেপে লেখ।
উত্তর : একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে সালাতের গুরবত্ব অপরিসীম। সালাত মানুষকে আলরাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। সালাতের মাধ্যমে ইমান মজবুত হয়, আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, মানুষকে খুব সকালে ঘুম হতে উঠতে অভ্যস্ত করে তোলে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সালাতের গুরবত্ব সম্পর্কে রাসুল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মনোযোগসহ সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য নূর হবে (তাবারানি)।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সালাতের সামাজিক গুরবত্ব সংৰেপে লেখ।
উত্তর : পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। একে অপরের খোঁজখবর নিতে পারে। সুখে–দুঃখে একে অপরের সহয়োগিতা করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ সালাতের পরিচয় ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সালাত আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো নামায। এর অর্থ দোয়া, ৰমা প্রার্থনা করা ও রহমত কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া ও ৰমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলে। ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার দ্বিতীয়টি হলো সালাত। মহান আলরাহ মুমিনের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরজ করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ রমযান মাসে কী শিৰা পাওয়া যায়?
উত্তর : রমযান মাসে সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালনকারী ৰুধার্ত থাকার ফলে ৰুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কিরূ প পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাওমের শিৰা ও গুরবত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ সাওমের ধর্মীয় গুরবত্ব লেখ।
উত্তর : সাওম একটি ফরজ ইবাদত। এর ধর্মীয় গুরবত্ব অপরিসীম। রমযান মাসে সকল সৎকাজের প্রতিদান আলরাহ দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। সাওমের প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে, আলরাহ তায়ালা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ

অর্থ : সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। (বুখারি)
যেহেতু সাওয়াবের আশায় আলরাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করা হয় সেহেতু আলরাহ তায়ালা রোযাদারের পূর্বের সকল গুনাহ ৰমা করে দেন। যেমন, মহানবি (স) বলেছেন–
"যে ব্যক্তি আলরাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, আলরাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ৰমা করে দেন।" (বুখারি)।
এটি একটি মৌলিক ফরজ কাজ। যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ সাওমের নৈতিক শিৰা সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : সাওমের মাধ্যমে আমরা অনেক নৈতিক শিৰা লাভ করতে পারি। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে তাওকয়া ও আলরাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ৰুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মানুষ মহান আলরাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কিছুই পানাহার করে না ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে না।
আমরা তাকওয়া অর্জনের জন্য রমযান মাসে সিয়াম পালন করব।
মানুষ লোভ–লালসা, হিংসা–বিদ্বেষ, ক্রোধ–ৰোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। সাওম মানুষকে এসব কাজ থেকে মুক্ত থাকতে শেখায়। সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢালস্বরূ প। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন–

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

সর্বোপরি সাওম পালনের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ যাকাতের মাধ্যমে কীভাবে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : আমাদের সমাজে ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির লোক রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয় সাধন করতে মহান আলরাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল

হয়ে উঠবে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হবে। এতে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা ও সম্প্রতি বজায় থাকবে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব লেখ।

উত্তর : যাকাতের সামাজিক গুরবত্ব অপরিসীম। যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মাঝে সম্পদের বৈষম্য দূর করে। যেমন আলৱাহ তায়ালা বলেন, "যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" সুতরাং সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু করে বৈষম্য দূর করে সাম্যের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ যাকাতের ধর্মীয় গুরবত্ব কী?

উত্তর : যাকাতের ধর্মীয় গুরবত্ব অপরিসীম। এটি একটি ফরজ ইবাদত। কোনো মুসলমান যাকাত না দিলে সে আর পরিপূর্ণ মুসলমান থাকতে পারে না। আলৱাহ বলেন, "যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালও অস্বীকারকারী।' যাকাত অস্বীকার করা আলৱাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করার শামিল। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরবদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ হজ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : হজ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। হজ এর আভিধানিক অর্থ–সংকল্প করা, ইচ্ছা করা বা প্রদৰিণ করা। ইসলামের পরিভাষায় আলৱাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজের মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুলৱাহ (আলৱাহর ঘর) ও সংশিরষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ হজের ফরজগুলো লেখ।

উত্তর : হজের মোট ৩টি ফরজ রয়েছে। যথা :

১. ইহরাম বাঁধা (আনুষ্ঠানিকভাবে হজের নিয়ত করা)
২. ৯ই জিলহজ তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।
৩. তাওয়াফে যিয়ারত (১০ই জিলহজ ভোর থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত যেকোনো দিন কাবা শরিফ তাওয়াফ করা।)

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ হজের সামাজিক গুরবত্ব কী?

উত্তর : হজের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত হতে লৰ লৰ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। হজে এসে সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করে আলৱাহর দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে। সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ করে বলতে থাকে–'লাব্বাইক, আলৱাহুম্মা লাব্বাইক, অর্থাৎ হাজির হে আলৱাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ 'মালিক–শ্রমিক একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া জীবনধারণ করতে পারেন না' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মানুষ সামাজিক জীব। পৃথিবীর কোনো মানুষই একা তার সকল কাজ করতে পারে না। শিল্পায়নের এ যুগে জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মুখাপেৰী হতে হয়। এতে কেউ মালিক হয় আবার কেউ হয় শ্রমিক। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির অর্থ ব্যবস্থার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ মালিক–শ্রমিকের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) কেমন ছিলেন?

উত্তর : হযরত উমর (রা) আমীরৰল মুমিনিন ছিলেন। জেরবজালেম সফরে উটের পিঠে চড়া ও উট টেনে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সাম্য ও মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উটের পিঠে চড়া ও উটের রশি টানার বিষয়ে নিজের ও ভৃত্যের মাঝে পালাক্রম ঠিক করে নিয়েছিলেন। মালিক–শ্রমিকের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ শ্রমিকের অধিকারের ওপর ৩টি বাক্য লেখ।

উত্তর : শ্রমিকের অধিকারের ওপর ৩টি বাক্য নিচে উলেরখ করা হলো–

১. উপযুক্ত মজুরি পাওয়ার অধিকার।
২. মালিকের নিকট থেকে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকার।
৩. ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ উত্তম ইলম কী?

উত্তর : ইলমের অনেক শাখা–প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে যে ইলম অর্জন করলে সত্য–মিথ্যার পার্থক্য করা যায়, বৈধ্য–অবৈধ বুঝা যায় এবং আলৱাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তাই হলো উত্তম ইলম।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ ইসলামের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা। যেমন : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'দীন (ধর্ম) হলো কল্যাণ করা, 'তাই যেসব ইলম মানবজীবনে কল্যাণ সাধন করে তা অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।'

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ গ্রহণীয় ও বর্জনীয় জ্ঞানের তিনটি করে উদাহরণ দাও।

উত্তর : গ্রহণীয় জ্ঞানের ৩টি উদাহরণ :

১. নৈতিক জ্ঞান;
২. কুরআন–হাদিসের জ্ঞান;
৩. প্রকৌশল বিদ্যা।

বর্জনীয় জ্ঞানের ৩টি উদাহরণ :

১. অনৈতিক জ্ঞান; ২. চুরি–ডাকাতি; ৩. অন্যায়–জুলুম।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ শিৰা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : শিৰা জাতির মেরবদণ্ড। শিৰাহীন জাতি মেরবদণ্ডহীন প্রাণির মতো। সঞ্চিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে নিজের জীবনে সফলভাবে প্রয়োগ করাকেই শিৰা বলে। শিৰা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে এবং মানবহৃদয়কে অজ্ঞতা ও অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। শিৰা বলতে আমরা বুঝি মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশসাধন।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ 'নৈতিক শিৰা ইসলামি শিৰার অবিচ্ছেদ্য অংশ' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কুরআন ও হাদিসের আলোকে সমন্বিত শিৰাই হলো ইসলামি শিৰা। এ শিৰার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সৎ, চরিত্রবান, খোদাভীরব, দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গঠন করতে পারে। ইসলামি শিৰার মাধ্যমে নৈতিকতা সম্পর্কে জানা ও তা বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অধিকতর সহজ। ইসলামি শিৰার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ নৈতিকতা লাভ করতে পারে। তাই বলা যায় যে, নৈতিক শিৰা ইসলামি শিৰার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ "আলৱাহর সবচেয়ে মূল্যবান দান হলো চরিত্র" – সংৰেপে লেখ।

উত্তর : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই লোকটিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যার আখলাক (নৈতিকতা) সবচাইতে সুন্দর' এমনিভাবে জনৈক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর নিকট জানতে চাইলেন মহান আলৱাহ মানুষকে অনেক কিছু দান করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান দান কোনটি? নবি করিম (স) বলেছেন, সবচেয়ে মূল্যবান দান সুন্দর চরিত্র।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ একজন আদর্শ শিৰার্থীর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : একজন আদর্শ শিৰার্থীর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নিচে উলেরখ করা হলো :

১. নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা।
২. শ্রেণিকৰ ও বিদ্যালয়ের পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা রৰা করা।
৩. শরীর ও পোশাক–পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা।
৪. শ্রেণিকৰে বা অন্য কোথাও শিৰকের সাথে দেখা হলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান করা।
৫. শিৰকগণের আদেশ–নিষেধ মেনে চলা।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ একজন ভালো শিৰক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবেন কীভাবে?

উত্তর : একজন ভালো শিৰক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবেন নিম্নোক্তভাবে : ১. পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকবেন; ২. শালীন, মার্জিত ও ব্যক্তিত্বরৰাকারী পোশাক পরিধান করবেন; ৩. বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গির অধিকারী হবেন; ৪. মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখবেন; ৫. নিয়মনীতির ৰেত্রে কঠোর হবেন; ৬. সুস্থ মন ও দেহের অধিকারী হবেন।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ একজন ভালো শিৰক কীভাবে ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সম্পন্ন হবেন?

উত্তর : একজন ভালো শিৰক ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সম্পন্ন হবেন নিম্নোক্তভাবে :

১. স্নেহ–মমতা দিয়ে শিৰার্থীদের পাঠদান করবেন।
২. সকল শিৰার্থীকে সমান চোখে দেখবেন।
৩. ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান লাভের উৎসাহ তৈরি করবেন।
৪. প্রয়োজনে একটি বিষয় বার বার বলবেন।
৫. ছাত্রদের একান্ত আপনজন ভাববেন।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ শিৰকের সংৰিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর : শিৰক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। পিতামাতার পরই শিৰকের মর্যাদা। শিৰক পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পিতামাতা সন্তানকে জন্ম দিয়ে শুধু লালন–পালন করেন। আর তাকে মানুষরূ পে গড়ে তোলেন একজন শিৰক।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : পুত্র ও পিতার মাঝে যেমন উত্তরাধিকারের সম্পর্ক আছে ছাত্র–শিৰকের মাঝেও তেমন সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই আমরা এই সম্পর্কের
প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা) বলেছেন, যার কাছে আমি একটি শব্দও শিখেছি আমি তার দাস। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করতে পারেন কিংবা আযাদ করে দিতে পারেন। কিংবা ইচ্ছা করলে দাস বানিয়েও রাখতে পারেন। তার মতে, ছাত্র–শিৰক সম্পর্ক হলো ভৃত্য–মুনিব সম্পর্ক।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ শিৰকতা কেন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পেশা?

উত্তর : শিৰকতা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পেশা। কারণ–

১. শিৰক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর।
২. নবি ও রাসুলগণ ছিলেন তাঁদের উম্মতের শিৰক এবং তাঁরা শিৰক হিসেবে দুনিয়াতে এসেছিলেন।
৩. শিৰকগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ জিহাদ বলতে কী বোঝ?

উত্তর : জিহাদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় জান–মাল, ইলম, আমল, লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আলৱাহর দীনকে (ইসলামকে) সমুন্নত করাই হলো জিহাদ।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ জিহাদের গুরবত্ব লেখ।

উত্তর : জিহাদ ইসলামের একটি গুরবত্বপূর্ণ ইবাদত। জীবনের সকলৰেত্রে দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ রৰা করা এবং ইসলামের বিধিবিধান ও অনুশাসন মেনে চলা। যেমন একজন মুমিনের দায়িত্ব, অনুরূ পভাবে দীন রৰা করা, দীনকে সমুন্নত রাখা ও আলৱাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ৰেত্রে জিহাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তেমনিভাবে তার কর্তব্য। মূলত শান্তির জন্য জিহাদ। বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আলৱাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়ার জন্যই জিহাদের গুরবত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ জিহাদের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আলৱাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং যুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও নায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য কী?

উত্তর : জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ পরস্পর বিপরীত। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আলৱাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য। পৰান্তরে, সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ৰমতা দখল, সম্পদ অর্জন করা এবং লুটতরাজ ও খুন খারাবির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।